৬০
৭০
৯০
৪০
৩০
২০
১০
গান্ধার নগর
খোটেন
পেশোয়ার
তিব্বত প্রদেশ
মথুরা
গঙ্গা
কনৌজ
শ্রাবস্তি
কপিল বস্তু
কুশী নগর
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র নদ
কাশী
ভারত বর্ষ
বঙ্গোপসাগর
লঙ্কা

সমসাময়িক ভারত

দ্বিতীয় কল্প—চৈনিক পরিব্রাজক

প্রথম খণ্ড

চৈ—প—১—টাইটেল

বিলাতের এজেন্ট—বি, এইচ, ব্লাকওয়েল—

৫০, ৫১ ব্রডষ্ট্রীট, অক্সফোর্ড।

কলিকাতার এজেন্ট—হিল্টন এণ্ড কোং,—

১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট।

প্রকাশক—শ্রীনলিনাক্ষ রায়, মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স

মোরাদপুর (পাটনা)।

(সমসাময়িক ভারত — অষ্টম খণ্ড)

চৈনিক-পরিব্রাজক

(প্রথম খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স

মোরাদপুর, পাটনা।

১৩২০

মূল্য ৩ টাকা

নিবেদন

"সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় কল্প—"চৈনিক পরিব্রাজকে"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি, মাননীয় বৰ্দ্ধমানাধিপতি, মাননীয় ভাইস-চ্যানসেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়গণ এই গ্রন্থাবলীর প্রতি যেরূপ অনুরাগের পরিচয় দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতেছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত, পূর্ব্বপূর্ব্বখণ্ডে যাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছি, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

"ফা-হিয়ান" সর্ব্বপ্রথমে "সুপ্রভাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশের জন্য সম্পাদিকা আমার একান্ত ধন্যবাদার্হ। "ফা-হিয়ান" পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় পরলোকগত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের নাম আমার পুনঃপুনঃ মনে আসিতেছে। তাঁহার জীবিতকালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারিলে আমি অপার আনন্দ উপভোগ করিতাম। তিনি, মনস্বী শ্রীযুক্ত স্যার তারকনাথ পালিত, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও "ভারতী" সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী—ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম আমাকে চৈনিক-পরিব্রাজকগণের গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় অনূদিত করিতে উৎসাহ দেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার জন্য প্রথমতঃ সুহৃদ্বর অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করি। তিনি চৈনিক ভাষায় অভিজ্ঞ, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়কে এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখাইবার প্রস্তাব করাতে আমি রায় বাহাদুরকে পত্র লিখি। আমার পত্র পাইয়াই রায় বাহাদুর আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া এক পত্র লেখেন। এই পত্রের কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

" It has been for a long time my earnest desire to see the accounts of Chinese pilgrims all in one place.... I rejoice that you should have under taken such an excellent work which will be welcome by the learned everywhere and am glad that my distinguished and erudite young friend Prof. Radha Kumud should have suggested to you my name for writing an introduction to the forthcoming *magnum opus.* I should gladly do the same." মুদ্রিত পুস্তকের "ফাইল" দেখিয়াও উৎসাহসূচক পত্র দিয়া লিখিয়াছেন, " It hardly needs revision."

রায় বাহাদুরের পত্র পাইবার কিছুদিন পরেই শ্রীযুক্ত জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থাবর মহাশয় আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া পত্র দেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রমণ পুন্নানন্দ স্বামী মহাশয়গণ এই গ্রন্থের উপকারিতা বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলি অতিরিক্ত পাদটীকা প্রদানে আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় পূর্ব্বাপরই উপদেশাদি দানে উৎসাহিত করিতেছেন। আমি প্রথমে "বীলের" গ্রন্থের পরেই নির্ভর করিয়াছিলাম ; পরে, তাঁহারই উপদেশানুসারে গ্রন্থের আমূল লেগীর

সংস্করণানুসারে শুদ্ধ করিয়াছি। ইহাতে আমাকে দুইবার করিয়া পরিশ্রম করিতে হইলেও, গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ভরসা করি।

শ্রীযুক্ত মাননীয় সেক্রেটারী অব ষ্টেট, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল, ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, বিলাতের ক্লারেণ্ডন প্রেস, অধ্যাপক জ্যাক্‌সন ও ডাক্তার স্পুনার, কতকগুলি ছবি ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

হাতুয়ার সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ পূজনীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে আমাকে যেরূপ উৎসাহিত করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করা আমার ক্ষুদ্র লেখনীর একান্ত সাধ্যাতীত।

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ সব প্রুফ সংশোধনে ও নির্ঘণ্ট প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,

পাটলিপুত্র, চৈত্র, ১৩২০।

সূচী

পৃষ্ঠা

ফা-হিয়ান

পৃষ্ঠা

সাং-ইয়ান ও হুই-সাং

চিত্র-সূচী

মানচিত্র

ভূমিকা

(শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লিখিত)

ভূমিকা

ইংরাজী ১৮৮৫ সালে আশ্বিন মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি যখন চীন রাজধানী পিকিন্ মহানগরে উপস্থিত হই এবং তত্রত্য তিব্বতীয় রাজ-প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া "হোয়াংসি" অর্থাৎ পীত বিহারে অবস্থিতি করি, তখন তত্রত্য বহু সম্ভ্রান্ত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছেন্ এবং আপনি কোন জাতি। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি এবং আমি হিন্দু জাতি। আমার এই প্রত্যুত্তর বাক্যের অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় আশ্চর্য্য ভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন্। তদ্দর্শনে তিব্বত ভাষাভিজ্ঞ একজন চীন দ্বীভাষী (interpreter) ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইঁহারা আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম "ফো-দিফাং" অর্থাৎ বুদ্ধের দেশ। আমার এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধের জন্মস্থান উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং সহাস্য বদনে আমার সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চীন দেশীয় জনগণ ভারতবর্ষকে বুদ্ধের দেশ নামেই জানেন—ভারত নাম তাঁহারা অবগত নহেন্।

পূর্ব্বকালে চীন দেশীয় বহুতর পরিব্রাজকগণ তাঁহাদের তীর্থভূত বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে আসিতেন এবং নানাস্থানস্থিত বৌদ্ধবিহার ও চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতি দর্শন করিতেন। পরিব্রাজকগণের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ

ভ্রমণ কাহিনী চীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন্। প্রোফেসার যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার মহোদয় এই গ্রন্থে ঐ সকল পরিব্রাজকগণের যথার্থ ভ্রমণ কাহিনী চীনের পুরাতন ইতিবৃত্ত হইতে সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে। কারণ ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলক এজাতীয় পুস্তক বঙ্গ ভাষায় অতি বিরল—ইতিপূর্ব্বে বেশী প্রকাশ হয় নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গ-ভাষাজ্ঞ মাত্রেই পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। যদিও এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, অতি পুরাতন তথাপি ইহাকে বঙ্গ ভাষায় সন্নিবিষ্ট করায় নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া ইহা অভিনব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

চীন পরিব্রাজকগণের মধ্যে "ফা-হিয়ান" এবং "হিউয়েন-সিয়াং" এই দুইজনই প্রধান। ইঁহারা ভারতের যে যে স্থান এবং যে সকল অখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ভারতের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা ও নানাস্থানের বিবরণ জানা যায়। কোথায় কিরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হইত তাহা এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু কথাও ইঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন। পরিব্রাজকগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ-মূলক। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় যথাযথভাবে সংগৃহীত করিয়াছেন।

পরিব্রাজকগণের অধিকাংশই মধ্যচীন হইতে হিমবৎ রাজ্যের উত্তরাংশের পথ দিয়া পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হইতেন এবং খোঠান রাজ্য, দরদরাজ্য (Dardistan), শ্বেত রাজ্য (Swat), উদ্যান রাজ্য (অর্থাৎ কাবুল দেশ—যেখানে রাজা ইন্দ্রভূতি রাজত্ব করিতেন) ও গান্ধার দেশ অতিক্রম করিয়া মধ্যভারতে আসিতেন। তৎকালে এই সকল স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ছিল। ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণও ঐ সকল দেশ দিয়া

তাতার হিমবৎ রাজ্য ও চীনদেশে যাইতেন। হিমবৎ রাজ্য অতিক্রম করিবার সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় পরিদৃশ্যমান তুষারাবৃত অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। পরিব্রাজকগণ ও ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারক বৌদ্ধাচার্য্যগণ উভয়েই এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও তিব্বত ভ্রমণকালে কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ কষ্টভোগ করিয়াছি।

চীনদেশ হইতে যে সকল পরিব্রাজকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কথাই এই সকল গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু ভারত হইতে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধাচার্য্যগণ চীনদেশে গিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয়ে কোন কথাই এসকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এজন্য আমি ভূমিকা মধ্যে তাঁহাদের বিবরণ কতকটা প্রকাশ করিতেছি। ইহাও এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বালয়া বোধ করি না।

চীন ইতিহাস লেখকদের মতে খৃঃ পূঃ ২১৭ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে কয়েক জন ধর্ম্মপ্রচারক সেন্‌সি প্রদেশস্থ চীন রাজধানীতে প্রথম গমন করেন। সে সময়ে সি-হোয়াংটী নামক চীনসম্রাট্ চীনে একাধিপত্য করিতেছিলেন; ইনিই ১৫০০ মাইল দীর্ঘ প্রসিদ্ধ চীনপ্রাচীর নির্ম্মাণ করেন।

চীন ইতিহাসে কথিত আছে যে, “লি-ফাং” নামক একজন ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারক ১৭জন সঙ্গীসহ বহু বৌদ্ধগ্রন্থ সমভিব্যাহারে চীনে আসিয়া-ছিলেন। সম্রাট্ সি-হোয়াংটীকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। চীনসম্রাট্ প্রথমে ইঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে একদিন সন্ধ্যাকালে অলৌকিক মূর্ত্তিধারী ছয়জন বীরপুরুষ বজ্রদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং কারাগৃহের

দ্বার ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকগণকে কারামুক্ত করেন। তদ্দর্শনে সম্রাট্ ভীত হইয়া উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন।

চীন রাজ্যের অন্তর্গত ইয়ারকেণ্ড প্রদেশের পূর্ব্বদিকে হায়েনথিউ নামে একটী দেশ আছে। খৃঃ পূঃ ১২২ অব্দে এইদেশ হইতে একটী স্বুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি চীনসম্রাট্ লইয়া যান। সম্রাট্ চোউয়াং নামক তেউর রাজবংশের পঞ্চম রাজার ষড় বিংশ বর্ষ রাজত্বকালে চীনরাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটী উজ্জ্বল আলোক উদিত হয়। তদ্দর্শনে সম্রাট্ দৈবজ্ঞগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ঐদিকে একজন মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। ইঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সহস্র বর্ষ পরে চীনদেশে পরিব্যাপ্ত হইবে। সম্রাট্ এই কথা লিখিয়া রাখিতে আজ্ঞা করায় তাহা লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। মহাযান্ রাজবংশের সম্রাট মিংটি ইয়ুং-ফিঙের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে সম্রাট্ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে একটী মহা-পুরুষ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সিংহাসন-সম্মুখে আসিতেছেন। তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্মালোক চীনরাজ্যে উদিত হইবে। সম্রাট সেই ধর্ম্মালোক আনিবার জন্য ওয়াংচু নামক মন্ত্রীকে ১৮ জন সঙ্গীসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইঁহারা প্রথমে গেতেইয়ো-উচি নামক শাক তাতারদিগের দেশে গিয়া তথা হইতে গান্ধার দেশে যান। গান্ধারে কশ্যপ মাতঙ্গ ও ভরণ পণ্ডিত নামক দুইজন ধর্ম্ম-প্রচারকের সহিত ইঁহাদের দেখা হয় এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চীনে যাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহারা শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বহুতর ধর্ম্মপুস্তক আরোপিত করিয়া চীনে লোইয়াং নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে ইহাঁদের জন্য একটি বিহার নির্ম্মিত হয়—এই বিহারের নাম "পেমাস্ সি" অর্থাৎ শ্বেতাশ্ব বিহার।

সম্রাট্ মিংটি ইঁহাদিগকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা সম্রাট্‌কে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সম্রাট্ ঐ মূর্ত্তিটী দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বপ্নে যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত এমূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে।

সম্রাট্ মিংটি হেনন্ ফু নগরে ছয়টি ভিক্ষু বিহার ও তিনটী ভিক্ষুণী বিহার স্থাপন করেন। এক সহস্র পারিষদগণ সহ সম্রাট্ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ কশ্যপ মাতঙ্গের মুখে অবগত হন যে, মহারাজ অশোকের আজ্ঞায় ৮৪ হাজার স্তূপ বা প্রস্তর চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি তন্মধ্যস্থ একটি স্তূপ চীনদেশে পঞ্চকূট পর্ব্বতে আনিয়া ছিলেন— এই স্তূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব।

মিংটির পরবর্ত্তী সম্রাট্ আচার্য্য আর্য্যকাল, স্থবির চিলুকাক্ষ ও শ্রমণ সুবিনয় প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন্। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট্ পণ্ডিত গণপতি, ও তিথিনী প্রভৃতিকে আনাইয়া কিয়াংনন্ রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করেন। আচার্য্য নন্দ বহুতর বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন এবং রাজা উদ্রায়ণের নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিটী সম্রাটকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। রাজা ঐ মূর্ত্তি হইতে একটি সুন্দর চিত্রপট প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। (৪০ পল্লব বোধিসত্ত্বাবদান বঙ্গানুবাদ দেখ)।

১৫০ খৃষ্টাব্দে পারস্য দেশের উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী পার্থিয়া প্রদেশের অর্সী নামক নগর হইতে একজন বৌদ্ধাচার্য্য চীনে উপস্থিত হন। ইঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল এবং চীনভাষা শিক্ষা করিয়া বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। "শং কি যু এন্" নামক উরাজ-বংশীয় সম্রাট্ রোম সম্রাট্ এণ্টোনিয়াস্ প্রেরিত রাজ দূতকে যখন সমাদর

পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন তৎকালে ভারতীয় একজন বৌদ্ধাচার্য্য তথায় উপস্থিত হন। সম্রাট্ তাঁহাকেও অত্যধিক সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন্। ইনিও চীন ভাষায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করেন।

১৭০ খৃষ্টাব্দে একজন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধাচার্য্য ভারত হইতে চীনে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং চীন ভাষায় নির্ব্বাণ সূত্রের অনুবাদ করেন। চীন দেশীয়গণ এই গ্রন্থটী ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দার শেষাংশে চাং-এন নগরবাসী একজন ভারতীয় পণ্ডিত চীন ভাষায়ই সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের অনুবাদ করেন। লোয়াঙ নগরবাসী ধর্ম্মকাল নামক বৌদ্ধাচার্য্য বিনয়পিটকের অনুবাদ করেন। ২৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রমণ "অন ফা হায়েন" নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য লা মো কিয়া কিং নামক পুস্তকে রামায়ণ ও পরিনির্ব্বাণ সূত্রের অনুবাদ করেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে উত্তর চীনে চাও রাজবংশীয় সম্রাট্গণ নিজরাজ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করেন; তখন চীন ভাষা সংস্কৃত ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে উত্তর-চীনে ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণ কেবল বিহারেই শিক্ষা দিতে পারিতেন। এখন তাঁহারা বাহিরেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চীনসম্রাট্ বুদ্ধসঙ্ঘ নামক একজন আচার্য্যকে অতিশয় সম্মান করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বুদ্ধসঙ্ঘ সম্রাটের সাহায্যে উত্তরচীনে ৮৯৩টী বিহার স্থাপন করেন। ইনি চীন প্রদেশে "ফো টো চেঙ" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রমণ ধর্ম্মরক্ষ ৮ বর্ষ বয়সে উপসম্পন্ন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি চীনভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন—তন্মধ্যে সুরঙ্গমসূত্র ও মহা পরিনির্ব্বাণ সূত্র এই দুইটীই প্রধান গ্রন্থ।

৩৮১ খৃষ্টাব্দে ছিন্ বংশীয় সম্রাট্ "ফিয়েন্উ" নেন্কিন্ নগরে একটী

অত্যুচ্চ চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ইঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহে মধ্যচীনে দশভাগের নয়ভাগ লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে চীন পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা পশ্চিমাভিমুখে পারস্য পর্য্যন্ত গমন করিতেন এবং সেখানেও বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘারাম বিহার প্রভৃতি দেখিতেন। পথে ইঁহাদের বাসস্থান ও আহারাদির কোনরূপ ক্লেশ হইত না। ইঁহারা নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পাইতেন এবং তথায় স্বচ্ছন্দে থাকিতেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘদেব নামক একজন পারস্য দেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য চীনে নেন্‌কিন্‌ নগরে উপস্থিত হন। ইনি আগমসূত্র চীনভাষায় অনুবাদ করেন। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীনবংশীয় একজন সম্রাট্ হিমবত রাজ্য জয় করিবার জন্য সৈন্য পাঠান এবং আজ্ঞা দেন যে, "যদি সুবিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্য দেখিতে পাও তাহা হইলে তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক এখানে আনিবে"। ইনি তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম অংশে কুমার জীব ও বিমলাক্ষ নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যকে দেখিতে পান এবং তাঁহা-দিগকে ৪০৮ খৃষ্টাব্দে চীনে লইয়া যান। কিছু দিন পরে বিমলাক্ষের মৃত্যু হয়। কুমারজীব উৎসাহ সহকারে বহুতর বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাস্তিবাদি সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক গ্রন্থটী প্রধান। চীন সম্রাট্ কুমারজীবকে গুরু স্বীকার করিয়াছিলেন। কুমারজীব ৮০০ ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চীনে লইয়া যান। ইনি চীনভাষা অতি উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং ইঁহার অনুবাদ পরিদর্শন করিতেন। ইনি ৩০০ (Volume) ভলম পুস্তক লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে অমিতাভসূত্র প্রধান ও বহুসমাদৃত।

চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণান্তে চীনে প্রত্যাগমন করিয়া রাজধানী চাং-এন নগরে বাস করেন এবং তথায় বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ

কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে গুরু কুমারজীবের আজ্ঞায় নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরসজ্ঞ নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত ইঁহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিতেন।

কুমার জীবের পর বোধিজ্ঞেন, ধর্ম্মরুচি ও ধর্ম্মবর্ম্ম অনুবাদ কার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। ৪২৮ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মরক্ষনামে একজন বৌদ্ধাচার্য্য চীনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইনি অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। "ও-ই" রাজ বংশীয় তাতার সম্রাট্ ইঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইনি রাজপ্রসাদ চাহেন না বলায় সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ৪৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রমণ ধর্ম্মবোধি চীনে আসেন এবং সর্ব্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষুণীদিগের জন্য একটি নিয়ম-পুস্তক রচনা করেন। ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে কুমার বোধি চাং-এন নগরে আসিয়া অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ধর্ম্মপ্রিয় নামক একজন বৌদ্ধচার্য্য তথায় ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইনি ৪৪৬ অব্দে প্রজ্ঞা পারমিতা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

এই সকল ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণের চেষ্টাতেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয় এবং চীন পরিব্রাজকগণ ভারতে আসিতে প্রবৃত্ত হন। এই জন্যই আমি ভূমিকা মধ্যে বৌদ্ধাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিলাম—বিস্তৃত ভাবে লিখিলে উহা একটি পৃথক গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ইতি

১৫ নং শাঁকারীটোলা লেন,
কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্তস্য।

অশেষগুণসম্পন্না

বঙ্গসাহিত্যানুরাগিণী

পূজনীয়া মাতৃকল্পা

শ্রীযুক্তেশ্বরী হাতুয়ার মহারাণী

মহোদয়াকে

"সমসাময়িক ভারতে"র দ্বিতীয় কল্প "চৈনিক পরিব্রাজকে"র

প্রথম খণ্ড

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

পাটলিপুত্র,

চৈত্র, ১৩২০

চৈনিক পরিব্রাজক

চীনদেশে সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে * বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইবার কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পরে প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৩৯৯ হইতে ৪১৪ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতের রীতিনীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ফো-কো-কি নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। †

ফা-হিয়ানের প্রকৃত নাম কাং। তিনি পিং-ইয়াং প্রদেশস্থ উ-য়াংকের অধিবাসী ছিলেন। ফা-হিয়ান পিতার চতুর্থ পুত্র। প্রথম তিন জন দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত করেন। ফা-হিয়ানকে শ্রামণের করিয়া গৃহে রাখিয়া দেন। কিন্তু, বালক কাং গুরুতর ব্যাধিগ্রস্থ হওয়াতে ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার জীবনের আশা নাই দেখিয়া তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী সঙ্ঘারামে প্রেরণ করেন। ভগবৎকৃপায় কাং আরোগ্যলাভ করেন; কিন্তু, তিনি গৃহ-প্রত্যাগমনে অস্বীকার করায় সঙ্ঘারামেই থাকিয়া যান।

* এই সনেই চৈনিক মহারাজ মিংটী কর্ত্তৃক আহুত হইয়া কশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ নামক দুই জন ভারতীয় যতি চীনদেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

† সর্ব্বপ্রথম চৈনিক ঐতিহাসিক সু-মা-চিন (Ssu-ma-chien) রচিত ইতিহাসে ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টের জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়।

কাংয়ের দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কাংয়ের খুল্লতাত মাতার দুরবস্থা-দৃষ্টে কাংকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু, বালক তদুত্তরে বলেন যে, "আমি পিতার ইচ্ছানুসারে গৃহত্যাগ করি নাই—সংসারের ধূলি আবর্জ্জনা হইতে দূরে থাকিব বলিয়াই আসিয়াছি। এই জন্যই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি।" খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সঙ্ঘারামে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুকালে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু তাঁহার মাতার দেহান্ত হইলে পুনরায় সঙ্ঘারামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কোন সময়ে তিনি সতীর্থগণ সমভিব্যাহারে অন্নাহারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত চোর বলপূর্ব্বক সেই অন্ন গ্রহণের চেষ্টা করে। ফা-হিয়ানের সঙ্গীয় শ্রমণগণ চোর দেখিয়া পলায়ন করেন; কিন্তু বালক ফা-হিয়ান বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া চোরগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যদি আপনারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকেন তবে এই অন্ন গ্রহণ করুন। কিন্তু, মহাশয়গণ স্মরণ রাখিবেন যে, পূর্ব্বজন্মে দান করেন নাই বলিয়াই এই জন্মে আপনারা অভাব-গ্রস্থ হইয়াছেন। এ জন্মেও আপনারা অপরের দ্রব্য হরণ করিতেছেন। আমার মনে হয় যে, ভাবী জন্মে আপনাদের অধিকতর অভাব ও দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমি তজ্জন্য এখন হইতেই দুঃখিত হইতেছি।" এই বলিয়া তিনি অন্নত্যাগ করিয়া সঙ্ঘারামের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং চোরগণও অন্ন গ্রহণ না করিয়া প্রস্থান করিল। বালকের এই অত্যদ্ভূত সাহস দর্শনে সঙ্ঘারামস্থ কয়েকশত যতি তাঁহার ব্যবহার ও সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যতিব্রত গ্রহণের পরে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান আরও কয়েকজন

বৌদ্ধযতিসহ বিনয়-পিটক সংক্রান্ত পুস্তকাবলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। ভারতবর্ষের বহুস্থান পর্য্যটনকরিয়া প্রায় ষোড়শ বৎসরান্তে তিনি স্বদেশে প্রস্থান করেন। নিম্নে তাঁহার পর্য্যটনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

সেনসি প্রদেশস্থ চ্যাং-আন নগর হইতে যাত্রা করিয়া তিনি লাং জিলার অভ্যন্তর হইয়া চ্যাং-ই নগর পৌছেন। এই স্থান হইতে আরও কয়েকজন যতি সমভিব্যাহারে তিনি টান-হোয়াং নগরে গমন করেন। পরে, চারিজন সঙ্গীসহ লপ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া উ-ই রাজ্যে উপনীত হন। তথায় পাও-ইয়ান ও অন্যান্য সঙ্গীগণ একত্র হইয়া খোটেনাভিমুখে যাত্রা করেন। খোটেনের রথ-যাত্রা পরিদশন করিয়া পঞ্চবিংশ দিবস অতিক্রান্ত হইলে সিউ-হো রাজ্যে পৌছেন। তথা হইতে কি-সয়ে উপনীত হইয়া তাঁহারা সাং-লিং পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া টো-ল প্রদেশে পৌছিতে সক্ষম হন। পোলি প্রদেশকে বর্ত্তমানে দার্দ্দপ্রদেশ বলা হয়। আরও পঞ্চদিবস পথিমধ্যে অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হন এবং উদ্যান প্রদেশে উপস্থিত হন। এই প্রদেশ হইতে পর্য্যটকগণ গান্ধার, তক্ষশীলা, পেশোয়ার, নাগর, হিড্ডা, মথুরা, কান্যকুব্জ, সাঞ্চী, কোশল, শ্রাবস্তি, কপিলবস্তু, রামরাজ্য, বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গৃধ্রকূট, গয়া, দাক্ষিণাত্য, চম্পা, তাম্রলিপ্ত ও লঙ্কা এবং যবদ্বীপ হইয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাগমন করেন।

ফা-হিয়ানেরই পর্য্যটন মৎসম্পাদিত "সমসাময়িক-ভারত" গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয়কল্পের প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। এই খণ্ডে অন্যতম পরিব্রাজকদ্বয় সাং-ইয়ান এবং হুই-সাংয়ের বর্ণনাও প্রদত্ত হইয়াছে। তবে সাং-ইয়ান এবং হুই-সাংয়ের বর্ণনা ফা-হিয়ান বা অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন-সিয়াংয়ের

ন্যায় বিস্তৃত বা চিত্তাকর্ষক নহে। ৫১৮ খৃষ্টাব্দে এই দুই জন পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন।

ইহার কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে পর্য্যটকপ্রবর হিউয়েন-সিয়াং এতদ্দেশে শুভাগমন করেন এবং ৬২৯ হইতে ৬৪৫ প্রায় সপ্তদশ বৎসর এতদ্দেশে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করেন। ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোল পাঠে এই পুস্তকের যে কতদূর আবশ্যকতা তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। হিউয়েন সিয়াংয়ের চিত্তাকর্ষক গ্রন্থই "চৈনিক পরিব্রাজকে"র দ্বিতীয় ও তৃতীয়খণ্ড ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

হিউয়েন-সিয়াংয়ের মৃত্যুর পরে ইৎ-সিং বা আইত-সিং ৬৭০ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশাভিমুখে প্রয়ান করেন এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত পৌছেন। তিনি রাজগৃহের অন্তর্গত নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং চারিশত সংস্কৃত গ্রন্থ ও পাঁচ লক্ষ শ্লোক সংগ্রহ করেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি সুমাত্রায় কিছুদিন বাস করেন। তথায় কয়েকখানি পালি (অথবা সংস্কৃত) ভাষায় লিখিত পুস্তক অনুবাদ করেন। ইৎ-সিং প্রণীত "সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ কর্ম্ম পদ্ধতি"ই "সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয়কল্প—চৈনিক পরিব্রাজকের চতুর্থখণ্ড-ভুক্ত হইয়াছে।

ইৎসিংয়ের পরে বা সময়ে যে সকল চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

১। টা-চো প্রদেশস্থ সিন-চ্যাং নগরস্থ শ্রমণ হিউয়েন-চিউ। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রকাশমতি নাম ধারণ করেন। বাল্যকালেই ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং যৌবনারম্ভেই এতদ্দেশে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি

চীনের রাজধানীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা কারতে আরম্ভ করেন। পরে, ভিক্ষাযষ্টি হস্তে তিব্বত হইয়া উত্তর-ভারতে পৌছেন। তথায় দস্যুগণের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া অবশেষে জালন্দর রাজ্যে উপনীত হন। তিনি জালন্দরে চারি বৎসর অতিবাহিত করেন। এই স্থানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তিনি মহাবোধি সঙ্ঘারামে গমন করেন। এই সঙ্ঘারামেও তিনি চারি বৎসর অতিবাহিত করেন। এই স্থান হইতে পর্য্যটক বিশ্ববিশ্রুত নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। নালন্দায় হিউয়েন-চিউ তিন বৎসর অতিক্রম করেন। পরে অন্যান্য নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি লোয়াংয়ে প্রস্থান করেন।

হিউয়েন-চিউ ৬৬৪ অব্দে পুনরায় কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানে লোকায়ত নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্যতা হয় এবং লোকায়তের সহিত তিনি লোয়াংয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুনর্ব্বার তিনি উত্তর-ভারতে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত চৈনিক দূতের সাক্ষাৎ হইলে চৈনিক দূত ও লোকায়তের সমভিব্যাহারে পরিব্রাজক পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত মহারাষ্ট্র দেশে গমন করেন। এই স্থানে তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ ভারতে অগ্রসর হইয়া ও বজ্রাসন ও তথা হইতে নালন্দে পৌছিলে তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ইৎ-সিংয়ের সাক্ষাৎ হয়। এই প্রকারে দর্শনীয় স্থান গুলি দেখিয়া তিনি নেপালে গমন করিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু, দস্যু তস্করের ভয়ে তথায় না পৌছিতে পারায় তিনি গৃধ্রকূট ও বেণুবনে গমন করেন। তথা হইতে মধ্য-ভারতে গমন করিয়া তথায়ই বাস করিতে থাকেন এবং ষষ্টি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

২। চাও-হি নামক অন্যতম পরিব্রাজক শ্রীদেব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি তিব্বতের অভ্যন্তর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং মহাবোধি সঙ্ঘারাম ও নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস কালীন তিনি মহাযান সংক্রান্ত পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করেন। দারবন সঙ্ঘারামে. চাও-হি বিনয় পাঠক পাঠ ও শব্দবিদ্যা অভ্যাস করেন। মহাবোধি সঙ্ঘারামে-বাস কালে তিনি চীন ভাষায় তদ্দেশীয় ইতিহাস উৎকীর্ণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষে দেহত্যাগ করেন।

৩। সি-পিন নামক পর্য্যটক সংস্কৃত ভাষায় ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি হিউয়েন-চিউয়ের সমভিব্যাহারে উত্তর ভারত হইতে পশ্চিম ভারতে গমন করেন। আম্রকোভে (?) উপনীত হইয়া তথায় রাজকীয় সঙ্ঘারামে বাস করেন। এই স্থানেই তাঁহার টাও-হির সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনিও ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া ভারতবর্ষে প্রাণত্যাগ করেন।

৪। আর্য্যবর্ত্ত নামক পরিব্রাজক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চ্যাং আন পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নালন্দে অবস্থিতি করেন। ইনি অনেকগুলি সূত্র নকল করেন। কোরীয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে নালন্দে আগমন করিয়া ইনি নালন্দেই সত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। কোরীয়াবাসী হুই-নি ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন এবং নালন্দে আসিয়া ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করেন। ইঁহার লিখিত কতকগুলি পাণ্ডুলিপি ইৎ-সিং নালন্দে দেখিতে পান এবং নালন্দস্থ যতিগণের প্রমুখাৎ ইৎ-সিং অবগত হন যে, ইনি সত্তর বৎসর বয়সে নালন্দেই পরলোক গমন করেন।

৬। হিউয়েন-টাই নামক কোরীয়া দেশীয় যতি সর্ব্বজ্ঞানদেব নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজ্ঞানদেব তিব্বত ও নেপালের মধ্যদিয়া মধ্য-ভারতে পৌছিয়াছিলেন এবং তথায় বোধিদ্রুম মূলে পূজা করেন। পরে তুখার দেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার সহিত টাও-হির সাক্ষাৎ-লাভ হয় এবং টাও-হি সমভিব্যাহারে তিনি মহাবোধি সঙ্ঘারামে গমন করেন। তথা হইতে ইনি চীনে প্রত্যাগমন করেন।

৭। অন্যতম কোরীয়াবাসী হিউয়েন-হো হিউয়েন-চিউয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮। কোরীয়াবাসী অপরিজ্ঞাত দুইজন যতি চ্যাং-আন হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীভোজে উপনীত হন। ইঁহারা সুমাত্রায় দেহাতিপাত করেন।

৯। বুদ্ধধর্ম্ম নামক তুখার প্রদেশস্থ যতি চীনের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইৎ-সিংয়ের সহিত বুদ্ধধর্ম্মের নালন্দায় সাক্ষাৎ হয়। বহুদিন নালন্দায় অতিবাহিত করিয়া ইনি চীনে প্রস্থান করেন।

১০। পিং-চৌ প্রদেশস্থ টাও-ফাং নামক পর্য্যটক চীন হইতে নেপালে আগমন করেন। পরে, ভারতবর্ষের কয়েকটী স্থান পর্য্যটন করিয়া নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১১। পিং-চৌ প্রদেশস্থ অন্যতম পর্য্যটক চন্দ্রদেব নাম ধারণ করিয়া ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে মধ্য-ভারতে আগমন করেন। বোধি-সঙ্ঘারামে আগমন করতঃ তিনি চৈত্যগুলি পূজা করেন; তৎপরে নালন্দায় গমন করেন। তৎপরে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া রাজ-সঙ্ঘারামে উপনীত হন। এই স্থানে হীনযান সংক্রান্ত ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন।

১২। পিং-চৌয়ের অন্যতম পরিব্রাজক স্যাং-চি—দশ সহস্র

অধ্যায় বিশিষ্ট প্রজ্ঞাসূত্র তিনি আবৃত্তি ও নকল করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরে চীনের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ও জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি কলিঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার জন্য জাহাজে উঠেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা হওয়াতে নাবিকগণ ও অন্যান্য আরোহীবৃন্দ জাহাজ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণের জন্য চেষ্টা করে। জাহাজের অধ্যক্ষ বৌদ্ধ 'ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে তিনি পর্য্যটককে তরণীতে আরোহণের জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু পর্য্যটক অধ্যক্ষকে অপর সকলের প্রাণরক্ষার অনুরোধ করেন। তিনি জাহাজ পরিত্যাগে সম্মত না হইয়া ভগবচ্চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন এবং জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে গমন করিলেন। সেই সময় তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। অমৃত-বুদ্ধ নামক তাঁহার একজন শিষ্যও সেই সঙ্গে জলধি-জলে নিমজ্জিত হন।

১৩। ওং-পো নামক যতি মতি সিংহ নামে কথিত হইতেন। ইনি সি-পিনের সমভিব্যাহারে মধ্যভারতে উপনীত হন এবং সিন-চি সঙ্ঘারামে কিছুদিন বাস করেন। কিন্তু, উত্তমরূপে সংস্কৃত না জানাতে শাস্ত্র-শিক্ষায় সুবিধা না পাইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য নেপালের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন; কিন্তু, নেপালেই দেহত্যাগ করেন।

১৪। ইউয়ান হুই নামক যতি উত্তর-ভারত পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন। তদ্দেশীয় নরপতি বিভিন্ন চৈত্য পরিদর্শনে অপার আনন্দানুভব করিতেন। আনন্দের শিষ্য মধ্যান্তিকা এই দেশেই দৈত্যরাজকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে কয়েক বৎসর যাপন করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং বোধিচৈত্যে উপনীত হন। পরে নেপালে প্রত্যাগমন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৫। চিত্তবর্ম্মা নামধারী অন্যতম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হীনযান

সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহার বিষয় অধিক কিছু অবগত হওয়া যায় না।

১৬। ইৎসিং তিব্বত রাজ্যের ধাত্রীপুত্রদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই যতি-ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু একজন পুনর্ব্বার সংসারাশ্রম গ্রহণ করেন। ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন।

১৭। লাং নামক যতি তিব্বতের পথে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য মধ্যভারতে গমন করেন। ইনি গান্ধারে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮। ই-চৌ প্রদেশস্থ মিং-উয়েন চিন্তা-দেব নাম গ্রহণ করেন। ইনি কলিঙ্গ ও লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন।

১৯। বিনয়-পিটকাভিজ্ঞ আই-লং চ্যাং-আন হইতে সিংহলে আগমন করেন। তথায় তিনি দন্তপূজা করেন। সম্ভবতঃ তিনি মধ্যভারতে আগমন করেন নাই।

২০। হুই-নিং নামক অন্যতম পর্য্যটক ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে যাত্রা করেন এবং হোলিং প্রদেশে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। ইঁহার সম্বন্ধে অধিক অবগত হওয়া যায় না।

২১। ওয়ান-কি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং শ্রীভোজে বাস করিতেন।

২২। মোচ-দেব নামক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহাবোধি সঙ্ঘারামে বাস করেন এবং তথায়ই দেহত্যাগ করেন।

২৩। কুই-চ্যাংও সিংহলে আগমন করেন এবং তথা

হইতে রাজগৃহে উপনীত হন। বেণুবনে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৪। হুই-য়েন নামক পর্য্যটক চীন হইতে সিংহলে যান। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না।

২৫। চিন-চিউ বা চরিতবর্ম্ম পশ্চিম-ভারতে আগমন করেন এবং এবং "সি-ঞ্চী" সঙ্ঘারামে বাস করিতে থাকেন। এই সঙ্ঘারামে তিনি ব্যাধিত ব্যক্তিগণের জন্য একটী কক্ষ নির্ম্মাণ করেন এবং স্বয়ং এই স্থানে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে মধ্যরাত্রিতে তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলেন যে, "বোধিসত্ত্ব আমাকে তাঁহার আবাসে আহ্বান করিতেছেন।" ইহার কয়েকদিবস পরেই তিনি স্বধামে প্রস্থান করেন।

২৬। চিং-হিং বা প্রজ্ঞা-দেব সি-ঞ্চি সঙ্ঘারামে বাস করেন এবং তথায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৭। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত দীপ নামক চৈনিক বর্ম্মায় যাইয়া যতিব্রত গ্রহণ করেন। পরে তিনি সিংহলে যাইয়া দন্তোপাসনা করেন। তিনি তাম্রলিপ্তে আগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অবশেষে তিনি কুন্দীনগরে যাইয়া তত্রস্থ পরিনির্ব্বাণ চৈত্যে দেহত্যাগ করেন।

২৮। সমরকন্দবাসী একব্যক্তি চীনে গমন করেন। তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। পরে মহাবোধিচৈত্যে ও বজ্রাসনে আগমন করেন। শেষোক্তস্থলে তিনি সপ্তদিবারাত্র অবিরত বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত রাখেন। বোধিচৈত্যে তিনি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি খোদিত করেন। পরে তিনি চীনে প্রত্যাগমন করেন। তথা হইতে

তিনি কোচীন-চীনোয় প্রেরিত হন। তথায় দুর্ভিক্ষকালে আহার বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। লোকের কষ্ট দেখিয়া তিনি অবিরত ক্রন্দন করিতেন বলিয়া "ক্রন্দনরত বোধিসত্ত্ব" নামে অভিহিত হইতে থাকেন। পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা করিতে করিতে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৯। দুইজন চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

৩০। ওয়ান-ইয়ান নামক অন্যতম পর্য্যটক কলিঙ্গে আসিয়া বাস করেন এবং তথায়ই দেহত্যাগ করেন।

৩১। ই-হুই নামক শাস্ত্রাভিজ্ঞ লোয়াংবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক নকল করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

৩২। তিনজন বৌদ্ধ উদ্যান প্রদেশে পৌছিবার জন্য ও বুদ্ধের করোঠি পূজার্থ নেপালের পথে ভারতবর্ষে আসিয়া উদ্যানেই দেহত্যাগ করেন।

৩৩। হুই-লান নামক এক কোরীয়াবাসী প্রজ্ঞাবর্ম্ম নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রায় দশবৎসর অতিবাহিত করেন।

ইৎ-সিংয়ের অন্য গ্রন্থে এই পর্য্যটকের নিম্ন-লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় :—

"গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ইনি উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তুখার চৈত্যে উপনীত হন। এই চৈত্য প্রথমে তুখারবাসিগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের পুরোহিতগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই চৈত্যের পশ্চিমে কপিশা চৈত্য। যতিগণ হীনযান মতাবলম্বী। কপিশার চৈত্যকে গুণচরিত চৈত্য বলা হয়।

"মহাবোধির পূর্ব্বে "কিউ-লি-কিয়া" নামক একটী চৈত্য আছে। দাক্ষিণাত্য দেশীয় এক রাজা এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। চৈত্যস্থ যতিগণ দরিদ্র হইলেও নিয়ম প্রতিপালনে সুদক্ষ। সম্প্রতি, আদিত্যসেন নামক এক নরপতি পুরাতন চৈত্যের নিকটে একটী নূতন চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যবাসী যতিগণ এই শেষোক্ত মন্দিরে বাস করেন।

"এই স্থান হইতে দুরে মৃগদাব চৈত্য রহিয়াছে। ইহারই নিকটে একটী চৈত্যের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। শেষোক্তটীর নাম "চীন মন্দির"। প্রবাদ এই যে, মহারাজ শ্রীগুপ্ত চীন দেশীয় যতিগণের জন্য এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদিগের ব্যবহারে ও আচরণে প্রীত হইয়া তিনি তাহাদিগকে ভূমি ও চৈত্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় কুড়িটী গ্রাম দান করেন। এই সকল ভূমি বর্ত্তমানে দেববর্ম্ম নামক রাজা ভোগ করিতেছেন; কিন্তু চীন হইতে কোন পরিব্রাজক এতদ্দেশে আগমন করিলে তিনি এই সকল ভূমি প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। গয়ার নিকটস্থ মহাবোধি মন্দির সিংহল দেশীয় জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক সিংহলী পর্য্যটকগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাবোধি হইতে কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী নালন্দ চৈত্য শ্রীশক্রাদিত্য নামক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাৎ হয় এবং শক্রাদিত্যের বংশধরগণ ইহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চৈত্য। এই চৈত্য চতুর্ভুজ। অন্যান্য মন্দির গুলি ত্রিতল—প্রত্যেক তল প্রায় দ্বাদশফীট উচ্চ।

"চৈত্যের স্থলঘরের পশ্চিম দ্বারে একটী বৃহৎ স্তূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য আছে। এই সকল স্তূপ ও চৈত্য গুলি নানারূপ মূল্যবান দ্রব্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত:

"চৈত্যাধ্যক্ষ অতি প্রাচীন; তাঁহার পরেই বিহার স্বামী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

"সময় নির্দ্দেশের জন্য কেবল এই চৈত্যেই জলঘড়ী স্থাপিত রহিয়াছে। রাত্রি তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম এবং শেষ প্রহরে ধর্ম্মাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় প্রহরে যতিগণ ইচ্ছানুযায়ী বিশ্রাম বা প্রার্থনা করেন।

"চৈত্যকে শ্রীনালন্দ বিহার বলা হয়। নাগ নন্দের নামানুসারেই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

"চৈত্য পশ্চিমাস্য। সিংহদ্বার হইতে কুড়িপদ অগ্রসর হইলে একশত ফীট উচ্চ একটী স্তূপ পাওয়া যায়। লোকনাথ এইস্থানেই তিনমাস বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে এই স্তূপকে "মূলগন্ধ কোঠী" বলা হয়। উত্তরদিকে পঞ্চাশ পদ দূরে পুর্ব্বের স্তূপ অপেক্ষাও উচ্চ একটী স্তূপ আছে। বলাদিত্য এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। অভ্যন্তরে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনকারী একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। দক্ষিণ পশ্চিমে দশ ফীট উচ্চ একটী ক্ষুদ্র চৈত্য আছে। পক্ষী হস্তে করিয়া ব্রাহ্মণ এইস্থানেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"মূলগন্ধ গৃহের পশ্চিমে বুদ্ধদেবের দন্তকাষ্ঠ বৃক্ষ রহিয়াছে।

"নিকটেই বুদ্ধদেবের ভ্রমণের স্থান রহিয়াছে। ইহা প্রায় দ্বিহস্ত প্রস্থ, চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ এবং উচ্চেও দ্বিহস্ত পরিমাণ। প্রস্তরে খোদিত পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে—সংখ্যায় চতুর্দ্দশটী কি পঞ্চদশটী।

"নালন্দ হইতে রাজগৃহ ত্রিশ লি। গৃধ্রকূট এবং বেণুবন রাজগৃহেরই নিকটে। মহাবোধি মন্দির পৌঁছিতে সাতটী বিশ্রামগৃহ অতিক্রম করিতে হয়। বৈশালী দুইটী বিশ্রামগৃহ দূরবর্ত্তী। মৃগদাব কুড়িটী বিশ্রামগৃহ দূরবর্ত্তী। তাম্রলিপ্ত ৬০ কি ৭০টী বিশ্রামগৃহ দূরবর্ত্তী। চীনে

যাইতে হইলে তাম্রলিপ্ত হইতেই জাহাজে উঠিতে হয়। নালন্দে প্রায় ৩৫০০ যতি আছেন। নরপতিগণ-দত্ত ভূমির রাজস্ব হইতেই সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।”

৩৪। টাও-লিন নামক কিং-চো বাসী পরিব্রাজক শীলপ্রভ নাম ধারণ করেন। ইনি কলিঙ্গ হইয়া তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। বজ্রাসন দর্শন করিয়া ও বোধিবৃক্ষ পূজা করিয়া পর্য্যটক নালন্দায় গমন করেন এবং ২।১ বৎসর পরে গৃধ্রকূট ও রাজগৃহ হইয়া দক্ষিণ ভারতে গমন করেন।

৩৫। টান-কোয়াং নামক অন্যতম পরিব্রাজকও চীন পরিত্যাগ করিয়া আরাকানে আগমন করেন।

৩৬। হুই-সিং নামক পরিব্রাজক ভারতবর্ষ দেখিতে অভিলাষী হইয়া চীন হইতে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে ঝটিকা ও বৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে অপারগ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন।

৩৭। হিউয়েন-টা নামক পর্য্যটক উচ্চ-বংশসম্ভূত ছিলেন। শ্রীভোজে উপনীত হইয়া তিনি তথায় ছয় মাস বাস করিয়া শব্দবিদ্যাভ্যাস করেন। পরে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, নালন্দ হইতে তাম্রলিপ্ত ৬০টা বিশ্রামগৃহ দূরবর্ত্তী। এই স্থানে মহাযান দীপের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে অনেকগুলি বণিক্ সমভিব্যাহারে মধ্য-ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। মহাবোধি হইতে দশ দিবসের পথ থাকিতে সকলে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং দস্যুগণ হিউয়েন-টাকে অৰ্দ্ধ মৃতাবস্থায় রাখিয়া যায়। কৃষকগণের সাহায্যে সুস্থ হইয়া তিনি নালন্দে গমন করেন এবং তথায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। পরে

তাম্রলিপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। সঙ্গে অনেকগুলি পুস্তক লইয়া যান।

৩৮। সেন-হিং নামক পরিব্রাজক শ্রীভোজে আগমন করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

৩৯। পর্য্যটক লিং-ওয়ান মহাবোধি বৃক্ষমূলে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটী প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করেন।

৪০। সেংচি নামক পর্য্যটক সমতটে উপনীত হন। সমতটে তখন রাজভট্ট নামক এক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন।

৪১। সি-জ নামক যতি শ্রীভোজে ও তথা হইতে ভারতবর্ষে গমন করেন।

৪২। ও-হিং বা প্রাজ্ঞদেব নামক পরিব্রাজক নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সিংহলে পৌঁছেন। তথায় পবিত্র দন্ত পূজা করিয়া মহাবোধি চৈত্যে উপনীত হন। এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াও তিনি নালন্দে গমন করিয়া যোগাদি-সংক্রান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি নালন্দেই দেহত্যাগ করেন।

ফা-হিয়ান, সাং-ইয়ান, হুই-সাং, হিউয়েন-সিয়াং ও ইৎসিং ব্যতীত আমরা যে সকল পর্য্যটকের নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত কথা অবগত হওয়া যায় না। ফা-হিয়ান, হিউয়েন-সিয়াং ও ইৎ-সিংয়ের বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা "সমসাময়িক ভারতে"র দ্বিতীয় কল্পের প্রথমখণ্ডে ফা-হিয়ান এবং সাং-ইয়ান ও হুই-সাংয়ের বর্ণনা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়খণ্ডে হিউয়েন-সিয়াং ও চতুর্থখণ্ডে ইৎ-সিংয়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে শুভক্ষণে যে আমাদের দেশে চৈনিক পরিব্রাজকগণের শুভাগমন হইয়াছিল

সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহারা এতদ্দেশে আসিয়া বৌদ্ধ *ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ, রীতিনীতি শিক্ষায় ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রিয়তম তীর্থ-স্থান দর্শনে* কালাতিপাত করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গভীর গবেষণায় যে সকল বিষয় অবগত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, একমাত্র এই সকল ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রিগণের অনুগ্রহে তাহা অনায়াসলব্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ই তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বাদ পড়ে নাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বহু পুরাতন কিংবদন্তী লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগেরই কৃপায় অনায়াসলব্ধ হইয়াছে। ভট্ট মোক্ষমূলর বলিয়াছিলেন যে, চৈনিক পরিব্রাজকগণের বৃত্তান্তগুলি মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের সময় নির্দ্ধারণের প্রধান উপাদান (১)। সর্ব্বাংশে একথা সত্য না হইলেও অনেকাংশে এ কথাটী সত্য। সুতরাং সাহিত্যের হিসাবেও এ গুলি অমূল্য।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আর একদল লেখককে প্রশংসা না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী হইতে হয়—তাঁহারা ইংরাজ। ইংরাজলেখকগণ যদি চীন ভাষা শিক্ষা না করিয়া অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া এই গুলি উদ্ধার না করিতেন, তবে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে এই সকল সংগ্রহ করা অসাধ্য হইত। সুতরাং এই শ্রেণীর ইংরাজ লেখকগুলি আমাদের যে বিশেষ ধন্যবাদার্হ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(১) Letter from Maxmuller to Dr. Takakusu

প্রথম অধ্যায়

চ্যাং-আন হইতে বালুকাপূর্ণ মরুভূমি

ফা-হিয়ান চ্যাং-আনে (১) বাস করিতেছিলেন। বিনয় পিটক ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাবলীর অসম্পূর্ণতা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে, তিনি হোয়াংচি (২) রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরের কালাবর্ত্তে (কে-হী বৎসরে) হুই-

(১) Chang-an—"শ্রেনসী প্রদেশের পূর্ব্বতন রাজধানী; বর্ত্তমানে সিগানফু নামে অভিহিত হয়।" (বিল)। সেগান প্রদেশের জিলা ও প্রধান নগর বর্ত্তমানেও চ্যাং-আন নামে অভিহিত হয়। ২০২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চ্যাং-আন হান রাজ্যের রাজধানী ছিল; পরে, ইহা সাই (Suy) রাজ্যের রাজধানী হয়। ফা-হিয়ানের জীবদ্দশায় ন্যানকিনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। (লেগী)

(২) এইস্থানের অনুবাদে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। হোয়াংচি রাজত্ব ৩৯৯ হইতে ৪১৪ পর্য্যন্ত ছিল। লেগীর মতে ফা-হিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। বিলের মতে, পর্য্যটক ৪০০—৪০১ মধ্যে যাত্রা করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী অনুবাদক ও হিউয়েনসিয়াংয়ের অন্যতম অনুবাদক চ্যাভানিস (Chavannes) ৩৯৯ খৃষ্টাব্দেই ফা-হিয়ান তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন বলেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথেরও এই মত। বিল বলিতেছেন "There is an error here of one year. It should be the cyclical characters *Kangtsze* i, e, 400-401" (অর্থাৎ ইহা "কে-হী" না হইয়া "ক্যাংসী" হইবে এবং তদনুসারে ৩৯৯ না হইয়া ৪০০-৪০১ হইবে।) লেগী বলিয়াছেন "The period Hwang-che embraced from 399 to 414, being the greater portion of the reign of Yao-Hing of the After Ts' in, a powerful Prince." "Memoirs of Eminent Monks" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ফা-হিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করিয়াছিলেন।

কিং, টাও-চিং, এবং হুই-ইংয়ের (৩) সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইয়া বিনয় পিটক সংক্রান্ত নিয়মাবলী (৪) সংগ্রহে স্থিরীকৃত হইলেন।

চ্যাং-আন হইতে যাত্রা করিয়া, তাঁহারা লাং (৫) প্রদেশের অভ্যন্তর দিয়া, কিনকিউয়ের (৬) রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, তথায় বর্ষা (৭) অতিবাহিত করিলেন। বর্ষা অতীত হইলে, তাঁহারা নিউটান (৮) রাজার রাজ্যে উপনীত হইয়া, ইয়াংলু পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইলেন এবং চ্যাংই

(৩) যতিব্রত গ্রহণ করিয়া ইঁহারা যে যে নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এস্থলে সেই নামগুলিই ফা-হিয়ান কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ফা-হিয়ানও এই প্রকার নাম।

(৪) সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম—বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিপিটক। ফা-হিয়ান বিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তকান্বেষণেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

(৫) সেন-সী প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং কানসু প্রদেশের পূর্ব্বাংশ লাং নামে অভিহিত হইত।

(৬) পশ্চিম সীন (Western Ts'in) প্রদেশের দ্বিতীয় নরপতি, কিনকিউ ৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন।

(৭) বিল এই স্থানে "rested during the rains" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। লেগী "Stopped for the summer retreat" করিয়াছেন। ইটেল (Eitel) বলিয়াছেন যে, বর্ষাকালে সকল বৌদ্ধ যতিরই সঙ্ঘারামে ভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করাই ধর্ম্মানুমোদিত। চীন দেশীয় বৌদ্ধগণ বর্ষাকালের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মকাল এই ভাবে অতিবাহিত করিতেন। "One of the most ancient institutions of Buddhist discipline, requiring all ecclesiastics to spend the rainy season in a monastery in devotional exercises. Chinese Buddhists naturally substituted the hot season for the rainy."

(৮) লেগী বলিয়াছেন যে, ফা-হিয়ানের যাত্রাকালীন ইনি সিংহাসনারোহণ করেন নাই, কারণ ৪০২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। অন্যতম টীকাকারক বলিয়াছেন যে, ইনি পীত নদীর পশ্চিমাংশস্থ হোসা প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।

(৯) বন্দরে পৌঁছিলেন। সেই প্রদেশে তখন অশান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং বিপদসঙ্কুল রাজপথে ভ্রমণ সম্ভবপর ছিল না। যাহা হউক, তদ্দেশীয় নরপতি তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া ও তাঁহাদিগকে তাঁহার রাজধানীতে রাখিয়া, দানপতির (১০) কার্য্য করিলেন।

এই স্থানে তাঁহারা চে-ইয়েন, হুই-কিন, সাং-সাও, পাও-ইয়ান এবং হ্যাংকিংয়ের সাক্ষাৎ-লাভ করিলেন (১১)। এই সকল সহযাত্রিগণের প্রীতিকারক সংসর্গে, তাঁহারা সেই বৎসরের বর্ষা (১২) অতিবাহিত করিয়া ও পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া টান-হোয়াং (১৩) পৌঁছিলেন। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার্থ এই নগরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৮০লি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ৪০ লি (১৪) বিস্তৃত ছিল। চে-ইয়েন প্রভৃতি

(৯) বিল ইহাকে "Military station" (সামরিক নগর) ও লেগী "Emporium" (বাণিজ্যস্থান) বলিয়াছেন।

(১০) দান নির্ব্বাণ-লাভের ষড়্‌বিংশ উপায়ের এক উপায়। যিনি দান করিয়া দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনি দানপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন। যাঁহারা সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে দান করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম-পালনে সাহায্য করেন, তাঁহারা এই সম্মানসূচক উপাধিভূষিত হন।

(১১) এই সকল যাত্রিগণের মধ্যে পাও-ইয়ান ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন; দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র একখানি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। পাও-ইয়ান ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

(১২) চ্যাং-আন পরিত্যাগের পরে, তাঁহারা এই স্থানে দ্বিতীয় বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। প্রথম বর্ষা কিনকিউয়ের রাজ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। (৭) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) টান-হোয়াং—চীনের পৃথিবী-প্রসিদ্ধ প্রাচীরের অনতিদূরে অবস্থিত নগর।

(১৪) লি—ইংরাজী মাইলের এক-ষষ্ঠাংশ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম 'লি' শব্দের আলোচনাকালে তাঁহার "প্রাচীন ভারতের ভূগোল" নামক অমূল্য গ্রন্থে

সঙ্গীসহ এই স্থানে একমাসের অধিককাল অতিবাহিত করিয়া, ফা-হিয়ান

বলিয়াছেন যে, চৈনিক পরিব্রাজকগণ কোন কোন স্থলে ভারতীয় যোজন এবং কোন স্থলে চৈনিক লি ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ ফা-হিয়ান যোজন শব্দ এবং সাং-ইয়ান ও হিউয়েন-সিয়াং লি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কেহই ক্রোশ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। হিউয়েন-সিয়াং উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রবাদানুসারে ভারতীয় যোজন, চৈনিক ৪০ লি'র সমান; কিন্তু, তৎকালে এক যোজনে মাত্র ৩০ লি গণনা করা হইত। ফা-হিয়ানের যোজন এবং হিউয়েন-সিয়াংয়ের লি—এই পরিমাপদ্বয়ের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে চেষ্টা পাইলে, লি ও যোজনের পার্থক্য ধরিতে পারা যাইবে। উভয়ের দত্ত দূরত্ব তুলনা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে, হিউয়েন-সিয়াং প্রবাদানুযায়ী ৪০ লিই যোজনের দূরত্ব ধরিয়া লইয়াছেন। নিম্নে কয়েকটী স্থানের দূরত্ব প্রদর্শন করা যাইতেছে :—

	ফা-হিয়ান		হিউয়েন-সিয়া
। শ্রাবস্তি হইতে কপিল	১৩ যোজন	বা	৫০০ লি
। কপিল হইতে কুশীনগর	১২ যোজন	বা	৪৮৫ লি
। নালন্দ হইতে গিরিয়ক	১ যোজন	বা	৫৮ লি
। বৈশালী হইতে গঙ্গা	৪ যোজন	বা	১৩৫ লি
	৩০ যোজন	—	১১৭৮ লি
	১ যোজন	--	৩৯¼ লি

হিউয়েন-সিয়াং যোজনকে ৮ ক্রোশ (বা কোশ) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ৪ হস্তের ৫০০ ধনুতে এক ক্রোশ। সে হিসাবে যোজন ২৪০০০ ফীট অথবা ৪½ মাইলের কিছু বেশী। কিন্তু, সকল হিন্দুশাস্ত্রে যোজনকে ৪ ক্রোশ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। যাহা হউক, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশানুযায়ী ক্রোশের ও যোজনের নানারূপ পরিমাপের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। গ্রীক দূত মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, পালিবোথরা (তৎকালীন মগধের রাজধানী—বর্ত্তমান পাটনা) হইতে প্রতি দশ ষ্টাডিয়া (ইংরাজী ৬০৬ ফীট ৯ ইঞ্চি) অন্তরে রাজপথে সর্ব্বত্র এক একটী স্তম্ভ প্রোথিত রহি-য়াছে। ফীটের মাপে স্তম্ভ-সমূহের পরস্পর দূরত্ব—৬,০৬৭½ ফীট। ভারতবর্ষের সাধারণ মাপ অনুসারে, চারি সহস্র হস্তে অর্থাৎ ৬০৫২ ফীটে এক ক্রোশ। এই মাপ

এবং তাঁহার প্রথমোক্ত চারিজন সঙ্গী, পাও-ইয়ান প্রভৃতি শেষোক্ত

ধরিলে, প্রতি ক্রোশে এক একটী স্তম্ভ ছিল বলিতে পারা যায়। আর, তাহা হইলে ২৪ হাজার ফীটে বা ৪½ মাইলে এক যোজন হয়। কিন্তু, চীন-পরিব্রাজকগণের প্রদত্ত দূরত্বের হিসাবে ৬½ হইতে ৮½ মাইলের মধ্যে যোজন হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম, ফা-হিয়ান এবং হিউয়েন-সিয়াংয়ের প্রদত্ত যোজন এবং 'লির' আলোচনায় যে কয়েকটী স্থানের দূরত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	ফা-হিয়ান		ইংরাজী মাইল
১। ভেড়া হইতে মথুরা	৮০ যোজন		৫৩৬ মাইল
২। মথুরা হইতে সাঙ্কিষা	১৮ ,,		১১৫¾ ,,
৩। সাঙ্কিষা হইতে কনোজ	৭ ,,		৫০ ,,
৪। বারানসী হইতে পাটনা	২২ ,,		১৫২ ,,
৫। পাটনা হইতে চম্পা	১৮ ,,		১৩৬½ ,,
৬। চম্পা হইতে তমলুক	৫০ ,,		৩১৬ ,,
৭। নালন্দ হইতে গিরিয়ক	১ ,,		৯ ,,
	১৯৬ যোজন	অথবা	৭৭৯½ মাইল

এই দূরত্ব হইতে ফা-হিয়ানের যোজন ৬৭১ মাইলে দাঁড়ায়। হিউয়েন-সিয়াং যে দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ১লি, ইংরাজী মাইলের ষষ্ঠাংশ হয়। হিউয়েন-সিয়াং-প্রদত্ত দূরত্ব ও বর্ত্তমান দূরত্ব নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :-

	হিউয়েনসিয়াং	ইংরাজী মাইল
১। মাদোয়ার হইতে গোভিষণ	৪০০ লি	৬৬ মাইল
২। কোশাম্বী হইতে কুশপুর	৭০০ ,,	১১৪ ,,
৩। শ্রাবস্তী হইতে কপিল	৫০০ ,,	৮৫ ,,
৪। কুশীনগর হইতে বারানসী	৭০০ ,,	১২০ ,,
৫। বারানসী হইতে গাজীপুর	৩০০ ,,	৪৮ ,,
৬। গাজীপুর হইতে বৈশালী	৫৮০ ,,	১০৩ ,,

উপরের হিসাবে এক মাইলে ৫২৫ লি দাঁড়ায়। মোটের উপর ১ মাইলে ৬লি ধরা হয়। "পৃথিবীর ইতিহাস" ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সঙ্গিগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, এক দূতের (১৫) অনুচরবর্গসহ অগ্রে যাত্রা করিলেন।

টান-হোয়াংয়ের শাসনকর্ত্তা লিহাও (১৬), দুষ্ট দৈত্য ও উষ্ণ বায়ুপূর্ণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল দৈত্য ও বায়ু কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত পর্য্যটকগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঊর্দ্ধে একটী পক্ষীও দৃষ্ট হয় না এবং নিম্নেও কোন জন্তু দেখা যায় না। মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার জন্য সুগম পথ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও, নির্ব্বাচনে কোনই সুবিধা হয় না; বালুকার উপরে মৃতের শুষ্ক অস্থিই কেবল চিহ্ন নির্দ্দেশ করে (১৭)।

(১৫) বিল official বলিয়াছেন। ইনি কে তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না।

(১৬) লাংসির অধিবাসী লিহাও সুপণ্ডিত এবং দয়ালু শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে তিনি টান-হোয়াংয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং নানারূপ উন্নতি-লাভ করিয়া ৪১৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

(১৭) গোবি মরুভূমি। ইহা মঙ্গোলিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্ত হইতে তুর্কীস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কথিত হয় যে, একবার এই মরুভূমি-উত্থিত বালুকা-রাশি এক দিবসের মধ্যে ৩৬০টী নগরকে প্রোথিত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মরুভূমি হইতে সেনসেন ও খোটেন

সপ্তদশ দিবসে, আন্দাজ ১৫০০লি অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা অনুর্ব্বর ও পার্ব্বত্য সেনসেন (১) নামক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এই দেশের সাধারণ অধিবাসীরা মোটা বস্ত্র পরিধান করে এবং আমাদের হান (২) প্রদেশের ন্যায় কেহ কেহ পশমের, কেহ মোটা সার্জ্জ বা লোমের বস্ত্রও ব্যবহার করে। কেবল এই প্রভেদই দৃষ্ট হয়। এ প্রদেশীয় রাজা আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী এবং বোধ হয়, চারিসহস্রের অধিক হীনযান মতাবলম্বী যতি (৩) এতদ্দেশে বাস করেন। এই রাজ্যের এবং এই ভূভাগস্থ রাজ্যসমূহের সাধারণ অধিবাসীবর্গ ও শ্রমণগণ (৪) বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত ভারতীয় নিয়ম, শেষোক্তগণ অধিকতর নিয়মিতভাবে এবং

---

(১) ইহা লব হ্রদের অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। ফা-হিয়ান ইহার দূরত্ব টাং-হোয়াং হইতে ১৫০০ লি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেগী বলিয়াছেন যে, ফা হিয়ান ও তাঁহার সঙ্গিগণ দৈনিক অন্ততঃ পঞ্চবিংশ মাইল অতিক্রম না করিলে, তাঁহারা পঞ্চদশ দিবসে এত পথ অতিক্রম করিতে পারিতেন না।

(২) ফা-হিয়ান নিজ দেশ চীনের কথা উল্লেখকালে এই নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। হানবংশ প্রায় ৪।৫ শতাব্দী কাল চীনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে যে স্থলে তিনি সীন (Tsin) প্রদেশের কথা বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তিনি সীন রাজ্যের কথাই বলিয়াছেন। চ্যাং-আন এই সীন রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(৩) লেগী এই স্থলে "monks" এবং বিল 'priests' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

(৪) ইটেল বলিয়াছেন যে, শ্রমণ শব্দ সকল প্রকার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই প্রয়োগ করা যায়।

পূর্ব্বোক্তেরা শিথিলভাবে প্রতিপালন করেন। পর্য্যটকগণ এই রাজ্য হইতে পশ্চিমদিকে যত রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, সকল স্থলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তবে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন অসভ্য ভাষা (৫) প্রচলিত ছিল। যে সকল যতিগণ গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতীয় পুস্তক অধ্যয়ন ও ভারতীয় ভাষা (৬) ব্যবহার করিতেন। এই স্থানে তাঁহারা এক মাস অতিবাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। উত্তর-পাশ্চম দিকে পঞ্চদশ দিবস পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা উই (৭) রাজ্যে পৌঁছেন। এই রাজ্যেও হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত চারিসহস্রের অধিক যতি বাস করিতেন। ইঁহারা এরূপ কঠোরভাবে নিয়ম প্রতি-পালন করিতেন যে, সীন রাজ্যের শ্রমণগণ (৮) এই সকল নিয়মের জন্ম আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। এই সঙ্ঘারামে ফা-হিয়ান তাঁহার সহযাত্রিগণ সহ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং ফু-কাংসানের (৯) সাহায্যে দুই মাসের অধিককাল এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার

(৫) মঙ্গোলিয়ান ভাষা।

(৬) রেমুসাট (Remusat) বলিয়াছেন যে, যদিও ফা-হিয়ান অনেকগুলি সঙ্ঘারামে গমন করিয়াছিলেন, তথাপি, তিনি ঐ সকল সঙ্ঘারামে কি ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই। রেমুসাটের মতে উত্তরভারতে সংস্কৃত ও দক্ষিণে পালি প্রচলিত ছিল।

(৭) এই স্থান এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

(৮) এস্থলে ফা-হিয়ান হয়তঃ চীন দেশেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তবে তিনি সীন রাজ্যের কথাও উল্লেখ করিতে পারেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৯) বিল এই স্থলে "Kung-sun an official of the Fu family" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। লেগী এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় বলিয়াছেন যে, "This sentence altogether is difficult to construe."

পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধু পাও-ইয়ান ও তাঁহার সহযাত্রিগণও এই স্থানে তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন (১০)। এই সময় অতিবাহিত হইলে, উ-ই দেশীয় ব্যক্তিগণ সৌজন্যতা এবং বদান্যতা বিস্মৃত হইয়া, বৈদেশিক-গণকে এরূপ কার্পণ্য সহকারে ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, চি-ইয়েন, হুই-কিন, এবং হুই-উই, যাহাতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য কাওচাংএ (১১) প্রত্যাগমন করিলেন। ফা-হিয়ান এবং অন্যান্য সকলে ফু-কাং-সাংয়ের বদান্যতা প্রভাবে বরাবর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। অগ্রসর হইবার কালে তাঁহারা জনশূন্য জনপদ দেখিতে পাইলেন। নদ নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় এবং পথিমধ্যে তাঁহারা যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তদ্রুপ ক্লেশ কোন ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে সহ্য করে নাই; কিন্তু, এক মাস পাঁচদিবসের মধ্যে তাঁহারা ইউটীন পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন (১২)।

(১০) লেগীর মতে, পাও-ইয়ানই এই স্থানে আসিয়া ফা-হিয়ানের সহিত একত্র হইয়াছিলেন; কিন্তু বিল বলিতেছেন যে, "It would appear from this that Fa-hian had reached Wu-i by the route of Lake Lop and the river Tariun; the others had gone from Tun-hwang by another route." অর্থাৎ ফা-হিয়ান এক পথে ও অন্য সকলে অপর পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

(১১) বর্ত্তমান তুর্ফান বা তাজ্বটে জেলার চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ।

(১২) বর্ত্তমান খোটেন। গোবী-মরুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ বৃহৎ জনপদ।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউটীন

ইউটীন আনন্দ-দায়ক ও শ্রীযুক্ত রাজ্য; ইহার প্রচুর অধিবাসী সমৃদ্ধিশালী। অধিবাসীরা সকলেই আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী, এবং দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীতে (১) আনন্দ উপভোগ করে। কয়েক অযুত যতি বাস করেন; অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী। ইঁহারা সকলেই সাধারণ-ভাণ্ডার (২) হইতে আহার্য্য প্রাপ্ত হন। এই প্রদেশস্থ অধিবাসিগণের গৃহ, ভিন্ন ভিন্ন তারকার ন্যায় দূরে দূরে অবস্থিত এবং প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশের সম্মুখে একটি করিয়া স্তূপ রহিয়াছে। এই সকল স্তূপের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রটী কুড়ি হস্ত (৩) বা ততোধিক উচ্চ। অধিবাসীরা সঙ্ঘারামে চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত যতিগণের জন্য কক্ষ নির্ম্মাণ করে; যেসকল পর্য্যটনকারী যতিগণ এই স্থানে আগত হন, তাঁহারা এই সকল কক্ষ ব্যবহারার্থ প্রাপ্ত হন এবং এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের আবশ্যক সকল দ্রব্য সরবরাহ করা হয়।

(১) অন্যান্য গ্রন্থকারগণও গোটেনবাসিগণের সঙ্গীত-স্পৃহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) ফা-হিয়ানের ৬ ও ৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-সঙ্ঘ কার্য্যে, বাক্যে ও চিন্তায় দয়ালু থাকিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ধার্ম্মিক ও সজ্জনের সহিত একত্রে সকল দ্রব্য ভোগ করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অবনতি হইবে না।

(৩) বিল এই সকল স্তূপগুলি কুড়ি ফীট উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেশাধিপতি (৪) ফা-হিয়ান ও অন্যান্য সকলকে স্বচ্ছন্দদায়ক আবাস প্রদান করেন এবং মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত গোমতী (৫) নামক সঙ্ঘারামে তাঁহাদের সকল অভাব পূরণ করেন। এই সংঙ্ঘারামস্থ তিন সহস্র যতি ঘণ্টাধ্বনি হইলে আহার গ্রহণ করিতে যান। ভোজনাগারে প্রবেশ-কালে, তাঁহাদের আচরণ ভক্তিমান গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ; সকলেই নিঃশব্দে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ভিক্ষা-পাত্র এবং অন্যান্য পাত্র হইতে কোন প্রকার শব্দ শ্রুত হয় না। এই সকল বিমল-চেতা ব্যক্তিগণ কোন প্রকার খাদ্য আকাঙ্ক্ষা করিলে, পরিচারকগণকে আহ্বান করিতে পারেন না ; তাঁহারা হস্তদ্বারা চিহ্ন প্রদর্শন করেন।

হুই-কিং, টাও-চিং এবং হুই-টা, কিচ্চা (৬) প্রদেশ পৌঁছিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হন ; কিন্তু, ফা-হিয়ান ও অন্যান্য সকলে দেবমূর্ত্তি সকলের শোভা-যাত্রা দেখিবার উদ্দেশ্যে এই দেশে তিন মাস (৭) অবস্থান করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম ব্যতীত এই প্রদেশে চারিটী (৮) বৃহৎ সঙ্ঘারাম আছে। চতুর্থ মাসের প্রথম দিবসে, তাহারা নগরাভ্যন্তরস্থ রাজপথগুলি পরিষ্কৃত, জল-সিঞ্চন এবং সুসজ্জিত করে (৯)। নগরের সিংহদ্বারের উপরে,

(৪) বিল ("ruler of the country") শাসনকর্ত্তা, ও লেগী ("lord of the country") বলিয়াছেন।

(৫) "গোমতী" অর্থে লেগী "rich in cows"—"গো-পরিপূর্ণ" বলিয়াছেন।

(৬) কিচ্চা প্রদেশকে নির্দ্দেশ করা যায় নাই। কেহ ইহাকে কাশ্মীর ও কেহ কেহ ইহাকে লাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৭) বিল তিন মাস ও কয়েকদিবস বলিয়াছেন।

(৮) বিল চতুর্দ্দশটী সঙ্ঘারামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৯) লেগী এই স্থলে "They sweep and water the streets inside the

তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত পট্টাবাস স্থাপনা করে এবং তৎকালে রাজা, রাণী ও তাঁহাদের পরিচারিকাবর্গ সুসজ্জিতা হইয়া এই পট্টাবাসে বাস করেন।

শোভাযাত্রা কালে, গোমতী সঙ্ঘারামের যতিগণ মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া (১০) এবং রাজা তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করার জন্য, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে গমন করেন। নগর হইতে তিন কি চারি লি দূরে, নগরবাসিগণ ত্রিশ হস্তের অধিক উচ্চ, চারিটী চক্র বিশিষ্ট একটী রথ নির্ম্মাণ করেন; দেখিতে ইহা চলনশীল প্রাসাদের ন্যায়। রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপে ইহার শোভা বৃদ্ধি হয় এবং ইহার চতুর্দ্দিকে আড়ম্বর সহকারে সপ্তরত্ন (১১) প্রদর্শন করা হয়। রথের মধ্যস্থলে প্রধান দেবমূর্ত্তি (১২) শোভা পাইতে থাকেন; দুইজন বোধিসত্ত্ব পরিচারকরূপে এবং দেবতাগণ রথের পশ্চাদ্গমন করেন। সকল মূর্ত্তিগুলিই সুবর্ণ এবং রৌপ্য-খোদিত

city, making a grand display in the lanes and by-ways" এবং বিল "They sweep and water the thorough-fares within the city and decorate the streets" করিয়াছেন। কেবল রাজপথগুলি সংস্কৃত করিয়া, অন্যপথগুলি সুসজ্জিত করিবে—ইহা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। সেই জন্য আমরা বিলের অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছি।

(১০) মূলে একই অর্থ হইলেও, বিল "The Gomati priests, as they belong to the Great Vehicle, which is principally honoured by the king, first of all take their image" এবং লেগী "The monks of the Gomati monastery, being Mahayana Students, and held in greatest reverence by the king, took precedence of all the others in the procession" বলিয়াছেন।

(১১) সপ্তরত্ন—সুবর্ণ, রৌপ্য, মরকত, হীরক, মণি, পদ্মরাগ এবং স্ফটিক।

(১২) যতদূর বোধ হয়, ইহাতে শাক্যমুনির মূর্ত্তিই স্থাপিত হইয়াছিল।

এবং উজ্জ্বল। রথ সিংহদ্বার হইতে একশত পদ দূরে থাকিতে, রাজা রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া, নূতন বসন পরিধান করেন এবং হস্তে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য সহকারে নগ্নপদে মূর্ত্তিকে উপাসনা করিতে অগ্রসর হন; পরিচারকগণ দুইটী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করে। ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, তিনি মূর্ত্তি পূজা করেন এবং পুষ্প বিকীর্ণ ও গন্ধ প্রজ্জ্বলিত করেন। মূর্ত্তির সিংহদ্বার হইয়া প্রবেশ-কালে রাজ্ঞী ও সহচারিগণ উপরিস্থ মঞ্চ হইতে সকল প্রকার পুষ্প চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। এই সকল পুষ্প বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। সর্ব্বপ্রকারেই এই শোভাযাত্রার গৌরব বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন সঙ্ঘারাম বিভিন্ন রথ আনয়ন করিয়া ছিলেন এবং প্রত্যেক সঙ্ঘারাম ভিন্ন ভিন্ন দিবসে নিজ নিজ রথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চতুর্থমাসের প্রথম দিবসে এই শোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দ্দশ দিবসে এই ব্যাপার সমাধা হয় (১৩)। সমাধান্তে রাজা ও রাণী রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নগরের ৭ কি ৮ লি পশ্চিমে "রাজার নূতন সঙ্ঘারাম" নামে একটী সঙ্ঘারাম (১৪) আছে। ইহা নির্ম্মিত হইতে অশীতি বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল এবং এই সময়ে ক্রমে ক্রমে তিন জন রাজা রাজত্ব করেন। ইহা প্রায় ২৫০ হস্ত উচ্চ এবং উজ্জ্বল কারুকার্য্য-সমন্বিত ও স্বর্ণরৌপ্য খচিত। সর্ব্বত্রই সকল প্রকার মহার্ঘ দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত। স্তূপের পশ্চাদ্ভাগে

(১৩) যখন ভিন্ন ভিন্ন দিবসে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারাম নিজ নিজ রথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন চতুর্দ্দশটী সঙ্ঘারাম বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। (৮) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪) "What is called the king's New monastery" (লেগী) এবং "There is a Sangharama, called the Royal—new temple" (বিল) বলা হইয়াছে। বিল ইহাকে "Twenty chang" (২৯০ ফীট) এবং লেগী ২৫০ হস্ত উচ্চ বলিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি সম্পন্ন এবং পরম রমণীয় "বুদ্ধ-গৃহ" (১৫) নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গৃহের কড়িকাষ্ট, স্তম্ভ, দরজা, জানালা সকলই সুবর্ণ-পত্র মণ্ডিত। এতদ্ব্যতীত, যতিগণের কক্ষ সম্ভ্রমাকর্ষক এবং মনুষ্যের বর্ণানাতীতভাবে সুসজ্জিত। পর্ব্বতমালার পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়টী (১৬) প্রদেশের নরপতিগণের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও অমূল্য যে সকল দ্রব্য আছে, তাহার অধিকাংশই তাঁহারা এই সঙ্ঘারামে প্রদান করিয়াছেন, অত্যল্পাংশই নিজেদের জন্য রাখিয়াছেন (১৭)।

---

(১৫) "Hall of Buddha" (লেগী এবং বিল)। কেহ কেহ ইহাকে (oratory) ভজনাগৃহ বলিয়াছেন।

(১৬) ফা-হিয়ান যে ছয়টী দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বেলুরটাগ পর্ব্বতমালা এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

(১৭) এই স্থানের অর্থ লইয়া অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অধিকাংশে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই প্রদান করিলাম। ল্যানড্রেস (Landress) নামক অন্যতম টীকাকার বলিয়াছেন "The reader cannot fail to be struck with the very close resemblance betwixt the Bouddha procession here described and that of Jagannath, of which, indeed, it requires no great stretch of the imagnation to suppose it to be the model and prototype. The time of the year at which the ceremony took place, corresponds, as we have seen above, very closely with that of the Rath Jatra, and the duration of the festival was about the same. The principal image with its supporters on either hand, seems the very counterpart of *Jagannath*, *Balaram* and *Subhadra* ; and when we further bear in mind that the famous temple at Puri is supposed to stand on the sight of an ancient Buddhist chaitya ; that the annual festival is accompanied by that singular anomaly, the *suspension of all caste* for the time being ; and, lastly, that the image contains the supposed relics of Krishna a feature entirely abhorrent from Hinduism, but eminently characteristic of Buddhism—I think we can scarcely doubt that the procession of Jagannath had its origin in the observance of the latter faith"—অর্থাৎ, সকল দিক বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ রথযাত্রা হইতেই হিন্দুদিগের রথযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কিচ্চা

চতুর্থ মাসে রথযাত্রা ব্যাপার সমাধা হইলে, সাংসাও অন্যান্য সঙ্গি-গণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাতার জাতীয় একজন ধাম্মিক বৌদ্ধের সহিত কোফিন (১) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ফা-হিয়ান এবং অন্যান্য সকলে জি-হো (২) রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়া পঞ্চবিংশ দিবসে তথায় উপস্থিত হইলেন। এতদ্দেশীয় নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন এবং সাধারণতঃ, মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত সহস্রাধিক যতি তাঁহার নিকটে বাস করিতেন। পর্য্যটকগণ এই স্থানে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত করিয়া, ও দক্ষিণ দিকে চারি দিবসের পথ অতিক্রম করিলে, সাং-লিং পর্ব্বত মালায় পৌঁছিয়া উ-ই (৩) রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাবাস (৪) অন্তে, পর্ব্বতের দিকে পঞ্চবিংশ দিবস গমন করিয়া কিচ্চায় উপনীত হইলেন। হুই-কিং এবং তাঁহার অন্য দুইজন সঙ্গীর সহিত তাঁহারা এই স্থানে একত্র হইলেন।

---

(১) বিল ইহাকে কাবুল বলিয়াছেন। অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণেরও এই মত।

(২) উ-ই—বিলের মতে "সম্ভবতঃ ইয়ারকন্দ"। ইহা ততদূর বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ ইয়ারকন্দ খোটেনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

(৩) এই স্থানও নির্দ্ধারিত হয় নাই। লেগী ইহাকে বর্ত্তমান আকটাস (Aktasch) বলিয়াছেন।

(৪) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিত "Summer Retreat"। প্রথম অধ্যায় (৭) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চ-পরিষদ (১)

তদ্দেশীয় রাজা সেই সময়ে পঞ্চ-পরিষদে (২) ব্যাপৃত ছিলেন। যখন এই উৎসব সম্পাদিত হয়, তখন রাজা তাঁহার রাজ্যের সকল স্থান হইতে শ্রমণগণকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। (বৃষ্টির প্রারম্ভে) যেরূপ মেঘের সমাবেশ হয়, তদ্রূপ শ্রমণগণ রাজধানীতে উপস্থিত হন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে, সভাস্থল বিশেষ রূপে সজ্জিত হয়। রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপে সেই স্থলের শোভা-বৃদ্ধি করা হয়, এবং স্বুবর্ণ ও রৌপ্যের পদ্ম প্রস্তুত করিয়া সভাপতির আসনের পশ্চাদ্দিকে স্থাপন করা হয়। সকলে পরিষ্কার শয্যার উপরে উপবিষ্ট হইলে, রাজা ও মন্ত্রিগণ নিয়ম ও ধর্ম্মানুযায়ী উপহার প্রদান করেন। সাধারণতঃ, বসন্ত ঋতুর প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে এই পরিষদ-অধিবেশন ব্যাপার সংঘটিত হয় (৩)।

(১) লেগী পঞ্চপরিষদ এবং বিল পঞ্চবর্ষ বলিয়াছেন।

(২) কেহ কেহ ইহাকে অশোক-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধসঙ্ঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) বিল এই স্থলে বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ বসন্তকালে, এক, দুই, কি তিন মাস কাল ব্যাপিয়া রাজা উপহার প্রদান করেন। লেগীর অনুবাদই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কেহ কেহ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কিন্তু সাধারণতঃ বসন্তকালে, বলিয়াছেন। অশোকের তৃতীয় অনুশাসন দ্রষ্টব্য।

সভাধিবেশন শেষ হইলে, নরপতি তাঁহার মন্ত্রিগণকে আরও নানা-প্রকার মূল্যবান উপহার-প্রদানে উৎসাহিত করেন। এক, দুই, তিন, পাঁচ বা সপ্ত দিবস ধরিয়া এই উপহার-প্রদান ব্যাপার চলিতে থাকে; পরিশেষে, রাজা তাঁহার নিজের অশ্ব, জিন ও বল্গা সহ উপস্থিত হইয়া, প্রধান মন্ত্রীকে ঐ অশ্বে আরোহণ করিতে অনুরোধ করেন (৪)। পরে, শুভ্র পশমের বস্ত্র ও শ্রমণগণের ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি তিনি শ্রমণগণকে বিতরণ করেন এবং নিজ মন্ত্রিগণ সহ শ্রমণগণকে সর্ব্বস্ব দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই প্রকারে সকল দ্রব্য বিতরিত হইলে, তিনি তাঁহার আবশ্যক দ্রব্যাদি পুনরায় মূল্য প্রদানে শ্রমণগণের নিকট হইতে ক্রয় করেন (৫)।

এই প্রদেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল এবং তজ্জন্য শৈত্যপ্রধান বলিয়া, এতদ্দেশে অন্য কোন প্রকার শস্য জন্মে না; কেবল গোধূম পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। শ্রমণগণ গোধূমের বাৎসরিক প্রাপ্ত হইলেই, প্রাতঃকালে ঘন নীহার-পতন হইতে থাকে এবং তজ্জন্য শ্রমণগণের বাৎসরিক প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে

(৪) এই স্থানের অনুবাদ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায় এবং সকল অনুবাদকই ইহার অনুবাদে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। বিল বলিয়াছেন যে, রাজা দৌত্য-বাহিনীর প্রধান কর্ম্মচারী এবং প্রধান মন্ত্রিগণের নিকট হইতে তাঁহার আরোহণের অশ্ব গ্রহণ করিয়া, উহাতে আরোহণ করেন, এবং নানারূপ উপহার প্রদান করেন। লেগী "প্রধান মন্ত্রী অশ্বে আরোহণ করেন" বলিয়াছেন। ইহারও কোন কারণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। আমার বোধ হয়, সাজ সজ্জা সহ রাজা এই অশ্বকেও দান করিতেন। মহাবংশে এরূপ দানের উল্লেখ আছে।

(৫) সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তিনবার জম্বুদ্বীপ দান করিয়া পুনর্ব্বার অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়াছিলেন।

যাহাতে গোধূম পরিপক্ক হয়, তজ্জন্য রাজা তাঁহাদের অনুরোধ করেন (৬)। এতদ্দেশে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী পিকদানী আছে; ইহা স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্যবহার করিতেন এবং ইহার বর্ণ তাঁহারই ভিক্ষা-পাত্রের ন্যায়। বুদ্ধদেবের একটী দন্ত আছে এবং এতদ্দেশবাসীরা এই দন্তের জন্য একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে; হীনযান সম্প্রদায়-ভুক্ত সহস্রাধিক যতি ও শিষ্য, এই স্তূপের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। পর্ব্বতমালার পূর্ব্বাঞ্চলবাসী অধিবাসিগণ, সীন দেশীয় ব্যক্তিগণের ন্যায় স্থূল বস্ত্র পরিধান করে; কিন্তু, এতদ্দেশেও সূক্ষ্ম পশমের বস্ত্র এবং সার্জ্জ বা লোমের বস্ত্রে প্রভেদ দৃষ্ট হয় (৭)। শ্রমণগণ যে নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহা আশ্চর্য্যজনক এবং নিয়মগুলি সংখ্যায় এত অধিক যে তাহা বর্ণনাতীত। এই প্রদেশ সাং-লিং পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। এই পর্ব্বতমালা হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই হীন দেশীয় বংশ, দাড়িম্ব এবং ইক্ষুদণ্ড ব্যতীত অন্য সকল প্রকার তরু, উদ্ভিদ এবং ফলে পার্থক্য দেখা যায়।

(৬) লেগী এতদ্দৃষ্টে মনে করেন যে, কিচ্চের যতিগণের ঋতু পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা ছিল।

(৭) দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ সেন-সেন প্রদেশীয় অধিবাসিগণের বস্ত্রের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব

১৮ পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তর-ভারত—মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি

এই স্থান হইতে পর্য্যটকগণ উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পথ-পর্য্যটনে এক মাস অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা সাং-লিং পর্ব্বত-মালা উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইলেন। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই এই পর্ব্বতমালা বরফে আবৃত থাকে। বিশেষতঃ, এই পর্ব্বতমালায় বিষাক্ত দৈত্য আছে; ইহারা কুপিত হইলে, বিষাক্ত বায়ু নির্গত করিতে থাকে এবং বরফের বৃষ্টি এবং বালুকা ও কঙ্করের ঝটিকা প্রবাহিত করে। এরূপ বিপদে পতিত হইলে দশ সহস্রের মধ্যে একটী প্রাণীও প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয় না। এতদ্দেশবাসীরা এই পর্ব্বতমালাকে "তুষার পর্ব্বত বলে" (১)। পর্য্যটকগণ এই পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর-ভারতে পৌছেন এবং ইহার সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা টো-লি (২) নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বহু যতি বাস করেন।

(১) লেগীর "The people of the country call the range by the name of "The Snow Mountains" অনুবাদ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। "অধিবাসীরা তুষার পর্ব্বতের লোক বলিয়া কথিত হয়" এই অনুবাদই বিলের মতে সঙ্গত।

(২) পর্য্যটক হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে টা-লি-লো (সি-ইউ-কি তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাকে সিন্ধুর পশ্চিম পারস্থ দারিল নামক উপ-ত্যকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, লেগী বলিতেছেন যে, এই অধ্যায়ে ফা-হিয়ান সিন্ধুর পূর্ব্বপারের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, কানিংহামের মত গ্রহণীয় নহে।

পুরাকালে এই রাজ্যে এক জন অর্হৎ বাস করিতেন। ইনি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের উচ্চতা, বর্ণ এবং অবয়ব দেখাইবার জন্য নিজ অলৌকিক ক্ষমতাবলে (৩), যাহাতে এক শিল্পী মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটী দারুময় মূর্ত্তি (৪) নির্ম্মাণ করিতে পারে তজ্জন্য এই চতুর শিল্পীকে তুষিত (৫) স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এই শিল্পী ক্রমান্বয়ে তিন বার স্বর্গে যাইয়া ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া, অবশেষে অশীতি ফীট (৬) উচ্চ এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। যুগ্মাসনে আসীন এই মূর্ত্তির এক জানু হইতে অপর জানুর ব্যবধান আট হস্ত। উপবাসের দিবসে এই মূর্ত্তি হইতে উজ্জ্বল রশ্মি নির্গত হয়। নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ ইঁহাকে উপহার প্রদানকালে এক জন অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করেন। পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমানেও এই মূর্ত্তি এই স্থানে দৃষ্ট হয় (৭)।

(৩) "ঋদ্ধি—সাক্ষাৎক্রিয়া" ("The power of supernatural footsteps)"—অনুবাদকগণ ইহাই বলিয়াছেন।

(৪) চতুর্থ দেবলোক। এই স্থানে বোধিসত্ত্বগণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে পৃথিবীতে যাইয়া বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বর্গের অধিবাসিগণের চারি হাজার বৎসর পরমায়ু কিন্তু তুষিত স্বর্গের এক দিবস আমাদের চারি শত বৎসরের সমান।

(৫) হিউয়েন-সিয়াংয়ের পর্য্যটন-কাহিনীর তৃতীয় খণ্ডে এই মূর্ত্তির বর্ণনা আছে।

(৬) বিল অশীতি ফীট বলিয়া এই মূর্ত্তির কথা লিখিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং এক শত ফীট বলিয়াছেন।

(৭) মৈত্রেয় 'অজেয়' বলিয়া কথিত হইতেন, এবং শাক্যমুনির পার্শ্বচরগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন; কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বজন্মের অধিক কিছুই অবগত হওয়া যায় না। শাক্যমুনির সহিত মৈত্রেয়ের এই স্বর্গেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ৫০০০ হাজার বৎসর অতীতান্তে মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত হন। এই আখ্যানানুযায়ী মৈত্রেয় বর্ত্তমানেও তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন এবং আগামীতে তিনিই বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

পর্ব্বতমালার গতি লক্ষ্য করিয়া, পর্য্যটকগণ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পঞ্চদশ দিবসের পথ অগ্রসর হইলেন। ভূমি হইতে দশ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্ব্বত-গাত্রে যে পথ ছিল তাহা অত্যন্ত দুরারোহ ও অসমান। পথের এক পার্শ্বে আসিলে পথিকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়; অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিলেও পদস্থাপনের কোন স্থান ছিল না এবং নিম্নে সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইতেছিল। পুরাকালে, মনুষ্যগণ পর্ব্বতগাত্রে পথ এবং যাতায়াতের সৌকর্য্যার্থে সাতশত অধিরোহিণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই অধি-রোহিণীর নিম্নদেশে রজ্জু নির্ম্মিত দোলায়মান সেতু-সাহায্যে ৮০ হস্ত (১) প্রস্থ নদী পার হইতে হইত। এই সকল বৃত্তান্ত "কিউ-ই" (২)

(১) দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ চীনদেশে "সিণ্টু" নামে অভিহিত হইত।

(২) লেগী "Records of the Nine Interpreters" এবং বিল "as recorded by the Kiu-yi" বলিয়াছেন। কিউ-ই (Kiu-yi) অর্থাৎ সাম্রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম লাদক নামক স্থানে নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন:—"Between these points, the Indus raves from side to side of the gloomy chasm, foaming and chafing with ungovernable fury. Yet, even in these inaccessible places has daring and ingenious man triumphed over opposing nature. The yawning abyss is spanned by frail rope-bridges, and the narrow ledges of rocks are connected by ladders to form a giddy pathway overhanging the seething caldron below"—ফা-হিয়ানের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

গ্রন্থে পাওয়া যাইবে ; কিন্তু, চ্যাং-কিন (৩) বা কান-ইয়াং (৪) এই স্থানে পৌঁছেন নাই।

কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল, যতিগণ (৫) ফা-হিয়ানকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি যখন প্রথম তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁহারা উত্তর করেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শুনিয়া আসিতেছেন যে, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের পর হইতে ভারতীয় শ্রমণগণ সূত্র ও বিনয় পুস্তক সহ এই নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে, চৌবংশের (৬) পিংরাজার

(৩) চ্যাং-কিন—লেগী ইহাকে সম্রাট উর (১৪০—৮৭ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ) মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইনিই সর্ব্বপ্রথমে চীন রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান তুর্কীস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াছেন। লেগীর মতে, ইঁহারই প্রযত্নে চীন এবং অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, রেমুসাট নামক অন্যতম টীকাকারক ইঁহাকে হানবংশীয় ওটী (Wouti) সম্রাটের সেনাপতি বলিয়া এবং ইনিই ১২২ খৃষ্টাব্দে মধ্যএসিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেগীর বৃত্তান্তই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

(৪) ইনি ৮৮ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাটের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু মাত্র কাসিপয়ান সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৫) লেগী এই স্থানে পাদটীকায় প্রশ্ন করিয়াছেন "কোথায় এবং কখন ?" (where and when)। কিন্তু, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সিন্ধু পার হইবার পরেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল।

(৬) রাজা পিং ৭৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ হইতে ৭১৯ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং, সেই হিসাবানুযায়ী একাদশ পূর্ব্বশতাব্দীতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমানে অনেকের মতে পঞ্চম পূর্ব্বশতাব্দীতে (৪৮০ হইতে

রাজত্ব-কালে এই মূর্ত্তি (৭) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিসাবানুযায়ী আমরা বলিতে পারি এই মূর্ত্তির স্থাপনা হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। শাক্যমুনির বংশধর মহাপুরুষ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব না হইলে এতদূরে কে ত্রিরত্ন (৮) প্রচার করিতে সক্ষম হইতেন এবং তাহা হইলে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিগণই বা কি প্রকারে আমাদের ধর্ম্ম অবগত হইতে পারিলেন? আমরা সত্যই অবগত আছি যে, এই অলৌকিক ধর্ম্ম-প্রচার মনুষ্যের কর্ম্ম নহে এবং তজ্জন্য হীন বংশীয় সম্রাট মিংয়ের স্বপ্নের (৮) প্রকৃত কারণ আছে।"

৪৭০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হয়। কিন্তু, অধ্যাপক রিজ ডাভিডের মতে ৪১২ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাপার সম্পাদিত হয়।

(৭) ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ।

(৮) সম্রাট ৬১ খৃষ্টাব্দে এই স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখিতে পান যে, সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণের এক দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি তাঁহার রাজপ্রাসাদের উচ্চে আকাশমার্গে উড্ডীন রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার পারিষদগণের নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, তাঁহারা উত্তর করেন যে, পশ্চিমদেশে কো নামে এইরূপ এক দেবতা আছেন। সম্রাট ইহাতে তাঁহার এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও একজন পণ্ডিতকে এই দেবতার চিত্র বা আকৃতি ও তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহের জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। তাঁহারা শ্রমণগণের নিকট উপনীত হন এবং মাটেং ও চৌকালান নামক দুইজন শ্রমণসহ প্রত্যাগমন করেন। এই প্রকারে শ্রমণগণ মধ্য এসিয়ায় প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। চৌবংশীয় এক রাজকুমার সর্ব্বপ্রথমে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট নানাপ্রকার চিত্র প্রস্তুত করেন এবং এক প্রস্তরের গৃহে এই সকল স্থাপন করেন। একটী সঙ্ঘারামও নির্ম্মিত হয় এবং মাটেং ও চোকালান এই সঙ্ঘারামে জীবনাতিপাত করেন।

অষ্টম অধ্যায়

উদ্যান

সিন্ধু-নদ উত্তীর্ণ হইয়াই পর্য্যটকগণ উ-চ্যাং (১) রাজ্যে উপনীত হইলেন; এই রাজ্য প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষেরই অংশ। অধিবাসীরা সকলেই মধ্যভারতের ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহার করে। মধ্যভারতকেই মধ্যবর্ত্তী রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মধ্যভারতের ব্যবহৃত আহার্য্য ও বস্ত্রাদিই এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্যক্তিগণ ব্যবহার করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায় (২)। যে স্থানে শ্রমণগণ অল্পকালের জন্য অল্প স্থায়ী ভাবে বাস করেন, অধিবাসীরা তাহাকে সঙ্ঘারাম বলে। এতদ্দেশে পাঁচ শত সঙ্ঘারাম আছে এবং তথায় যে সকল শ্রমণগণ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত (৩)। কোন অপরিচিত

(১) উদ্যান। পঞ্জাবের উত্তরস্থ প্রদেশ। পুরাকালে এইস্থানে এক চক্রবর্ত্তী রাজার উদ্যান ছিল বলিয়া এই স্থানের তদ্রূপ নামকরণ হয়। অন্যতম পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে উ-চ্যাং-না (U-chang-na) বলিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই প্রদেশের সহিত চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। শাক্য মুনির সময়েও সম্ভবতঃ ইহা এই নামে পরিচিত হইত।

(২) হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন "সুভাবস্তু (বর্ত্তমান সোয়েট) নদীর উভয় পার্শ্বে ১৪০০ শত প্রাচীন সঙ্ঘারাম রহিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা জনশূন্য। পূর্ব্বকালে তথায় অষ্টাদশ সহস্র যতি বাস করিতেন; কিন্তু, ক্রমে ক্রমে ঐ সংখ্যা কম হইয়া বর্ত্তমানে অত্যল্প সংখ্যক যতিই এই সকল সঙ্ঘারামে বাস করেন।"

(৩) হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে সকলেই মহাযান সম্প্রদায়—ভুক্ত ছিলেন।

ভিক্ষুক তথায় উপস্থিত হইলে তিন দিবসের জন্য তাঁহার সকল অভাব পূরণ করা হয়; তৎপরে, তাঁহাকে নিজ আবাস স্থান সন্ধান করিয়া লইতে বলা হয়।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, যখন বুদ্ধদেব উত্তর-ভারতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই প্রদেশে আগমন করিয়া তাঁহার পদের চিহ্ন রাখিয়া যান; দর্শকের কল্পনানুযায়ী এই পদ-চিহ্নের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমানেও এই চিহ্ন এবং ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। যে প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধদেব তাঁহার পরিচ্ছদ শুষ্ক করিয়াছিলেন সেই প্রস্তর খণ্ডের চিহ্ন এবং যে স্থানে তিনি দুষ্ট দৈত্যকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই স্থানের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। উপর্য্যুক্ত প্রস্তর খণ্ড চতুর্দ্দশ হস্ত উচ্চ এবং কুড়ি হস্তেরও অধিক প্রস্থ এবং ইহার এক পার্শ্ব মসৃণ।

হুই-কিং, হুই-টা এবং টাও-চিং নাগর প্রদেশে (৪) বুদ্ধদেবের ছায়া দর্শন করিবার জন্য অগ্রগামী হইলেন; কিন্তু, ফা-হিয়ান ও অন্যান্য সকলে উ-চ্যাং প্রদেশে অপেক্ষা করিয়া বর্ষাবাস রক্ষা করিলেন। উহা অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া সুহো-টো (৫) প্রদেশে উপনীত হইলেন।

(৪) কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ প্রাচীন রাজ্য; জেলালাবাদের ত্রিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

(৫) এই স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান সোয়াস্তিক বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ সিন্ধু নদ ও সোয়াট নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

নবম অধ্যায়

স্থহো-টো

এতদ্দেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য আছে। যে স্থানে পুরাকালে দেবাধিপতি শক্র (১) বোধিসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী শ্যেন পক্ষীকে পারাবতের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং বোধিসত্ত্ব পারাবাতের উদ্ধারার্থ নিজ অঙ্গ হইতে মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই দেশেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধদেব বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সশিষ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই তিনি নিজ অবয়বের মাংস খণ্ড দ্বারা পারাবতের উদ্ধার করিয়াছিলেন। অধিবাসীরা এই প্রকারে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া উহা সুবর্ণ ও রৌপ্যের স্তর দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছে।

(১) ইন্দ্র। কোন কোন গ্রন্থে শক্রকে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সিয়াং উভয়ের গ্রন্থেই অনেক স্থানে শক্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৬ পৃষ্ঠা বুদ্ধমূর্ত্তি

দশম অধ্যায়

গান্ধার

পর্য্যটকগণ এই স্থান হইতে নিম্নাভিমুখে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পাঁচ দিবসে গান্ধার (১) প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। এই স্থানে অশোকপুত্র ধর্ম্ম বিবর্দ্ধন (২) শাসন করিতেন। যখন বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তখন তিনি অপরের জন্য নিজ চক্ষুদান করিয়াছিলেন; অধিবাসীরা তথায় একটী বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া সুবর্ণ ও রৌপ্য-পত্র দ্বারা স্তূপ সজ্জিত করিয়াছে। এতদ্দেশবাসীরা সাধারণতঃ হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত।

(১) সিন্ধুর পশ্চিমপার্শ্বস্থ এই প্রাচীন জনপদ অতি পুরাকাল হইতে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে প্রসিদ্ধ। মহাভারতে অনেক স্থানে গান্ধারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সতীকুলরাণী গান্ধারী এই দেশেরই কন্যা ছিলেন।

(২) এই নামীয় অশোকের কোন পুত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

একাদশ অধ্যায়

তক্ষশীলা (১)

পর্য্যটকগণ গান্ধার হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সাত দিবস গমন করিয়া তক্ষশীলা (অর্থাৎ ছেদিত মস্তক) রাজ্যে উপনীত হন। এই স্থানে

(১) চুসাশিলো বা তক্ষশীলা। হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে টা-চা-সি-লো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফা-হিয়ান গান্ধার হইতে তক্ষশীলা সাত দিবসের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু, হিউয়েন-সিয়াং তিন দিবসের পথ বলিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অন্যতম পর্য্যটক সাং-ইয়ানও তিন দিবস বলিয়াছেন। কানিংহাম তক্ষশীলাকে বর্ত্তমান সা-ডেরীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানে তিনি ৫৫টী স্তূপ, ২৮টী সঙ্ঘারাম এবং ৯টী দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পান। গ্রীক লেখকগণ তক্ষশীলাকে ট্যাক্সিলা (Taxila) বলিয়াছেন এবং ইহার সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান, ষ্ট্রাবো, প্লিনি, টলেমি, আপলেনিয়াস এবং দামিস তক্ষশীলার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম (Ancient Geography page 104) এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—প্লিনি পিউকোলাইটিস বা হস্তনগর হইতে তক্ষশীলার দূরত্ব ৬০ (রোমান) মাইল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে হিসাবে ইহাকে হারোনদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, চৈনিক পরিব্রাজকগণ ইহা সিন্ধু হইতে তিন দিবসের পথ বলিয়াছেন। সকল দিক হিসাব করিলে ইহাকে সাডেরী বলা যাইতে পারে।

তক্ষশীলা অতি প্রাচীনকাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণে তক্ষশীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহারাজ জন্মেজয় তক্ষশীলা অধিকার করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ দেশ শাসন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহার সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দারের ভারত

বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধদেব অপরকে নিজ মস্তক প্রদান করিয়াছিলেন (২) এবং এই ঘটনা হইতে এই স্থানের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

পূর্ব্বাভিমুখে আরও দুই দিবস যাইয়া, যে স্থানে বোধিসত্ত্ব ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবারণের জন্য নিজ দেহ নিক্ষেপ করেন, পর্য্যটকগণ তথায় উপস্থিত হন। এই দুই স্থানেও সকল প্রকার অমূল্য দ্রব্য সুশোভিত দুইটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী রাজগণ, মন্ত্রিগণ, এবং অধিবাসীবর্গ এই সকল স্থানে উপহার প্রদান কালে প্রতিদ্বন্দ্বীতা প্রদর্শন করেন। এই দুই স্থানে পুষ্প বিকীর্ণ করিতে ও আলোক প্রজ্জ্বলিত করিতে যে লোক-সমাগম হয়, তাহা কখনও নিবৃত্তি হয় না। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ এই দুইটী ও পূর্ব্বোক্ত স্তূপ দুইটীকে (৩) "বৃহৎ স্তূপ চতুষ্টয়" নামে অভিহিত করে।

আক্রমণের কালেও তক্ষশীলার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল এবং তক্ষশীলার শিক্ষামন্দির তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন "Taxila was famous as the principal seat of Hindu learning in Northern India, to which scholars of all classes flocked for instruction, specially in the medical sciences." তক্ষশীলা আলেকজান্দারের অধীনতা স্বীকার করে। পরে, ইহা চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয় এবং তদবধি তক্ষশীলা মগধ-রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হয়। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ ঘটিলে, বিন্দুসার কর্ত্তৃক অশোক বিদ্রোহদমনে প্রেরিত হইয়া কৃতকার্য্য হন। মৌর্য্যবংশের পতন হইলে তক্ষশীলা বাকট্রিয়াধিপতি ইউক্রেটাইডিসের হস্তগত হয়। বহুদিন পরে, রাজ-চক্রবর্ত্তী কনিষ্ক ইহা অধিকার করেন। হিউয়েন-সিয়াং তক্ষশীলাকে কাশ্মীরের অধীনস্থ বলিয়াছেন।

(২) জাতক দ্রষ্টব্য। বুদ্ধদেব যখন ব্রাহ্মণরূপে দালিদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

(৩) পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

পেশোয়ার

পর্য্যটকগণ, গান্ধার হইতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রগামী হইয়া চারি দিবসে পুরুষপুরে (১) পৌঁছিলেন। পুরাকালে, যখন সশিষ্য বুদ্ধদেব এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি আনন্দকে (২) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার পরিনির্ব্বাণ-অন্তে, কনিষ্ক (৩) নামে এক নরপতি এই স্থানে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন।" এই কনিষ্ক পরে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন একদা তিনি ভ্রমণার্থ বহির্গমন করিয়াছিলেন, তখন দেবাধিপতি শক্র, কনিষ্কের মনে ঐ কথা জাগরিত করিবার জন্য, এক ক্ষুদ্র রাখাল বালকের বেশ ধারণ করিয়া রাজা যে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই পথি মধ্যে (৪) একটী স্তূপ নির্ম্মাণে ব্রতী হওয়াতে, রাজা তিনি কি নির্ম্মাণ করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক উত্তর করিল যে, সে বুদ্ধদেবের জন্য একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছে। রাজা

(১) বর্ত্তমান পেশোয়ার। কনিষ্কের রাজধানী।

(২) শাক্যমুনির প্রিয়-শিষ্য। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে বুদ্ধদেব ও আনন্দের চিত্তাকর্ষক কথোপকথনের বৃত্তান্ত রহিয়াছে।

(৩) ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে কনিষ্ক ১২০ বা ১২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ১০ খৃষ্টাব্দে আরোহণ করেন। কিন্তু, স্মিথের মতই গ্রহণীয়। কনিষ্কের সময়েই দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিবেশন হয়।

(৪) বিল "By the roadside" এবং লেগী "right in the way of the King" বলিয়াছেন।

বৌদ্ধস্তূপ।

৩১ পৃষ্ঠা।
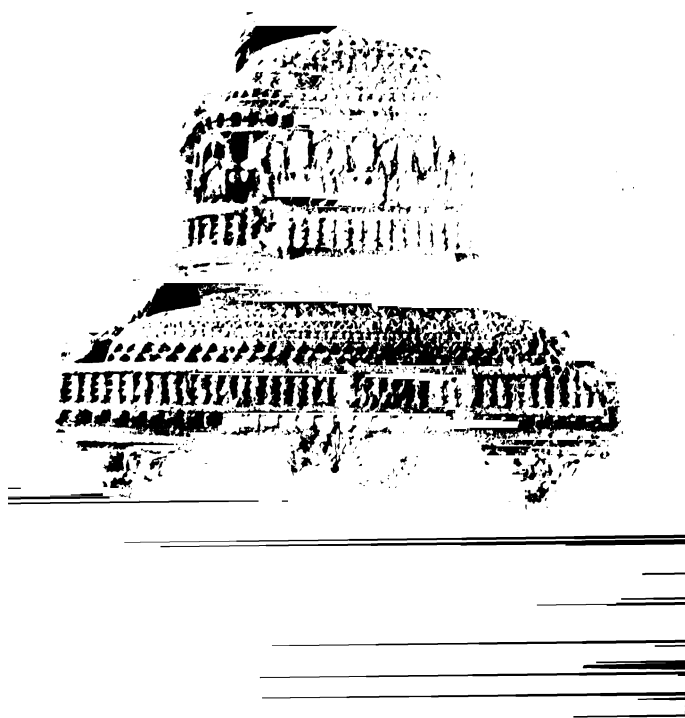
এই উত্তরে অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাখাল-বালক নির্ম্মিত স্তূপের উপরে তিনি অন্য একটী স্তূপ নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন। এই স্তূপ চারি শত হস্ত উচ্চ এবং সকল অমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত। পর্য্যটকগণ তাঁহাদের পর্য্যটন-কালে যে সকল স্তূপ ও দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন, রাজযোগ্য আড়ম্বরে ও পবিত্র সৌন্দর্য্যে, এই স্তূপের তুলনায় আর কোন স্তূপ দেখেন নাই। প্রচলিত প্রবাদ এই যে জম্বুদ্বীপে (৫) এই স্তূপই দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। রাজার স্তূপ-নির্ম্মাণ শেষ হইলে, বালক-কৃত কিঞ্চিদধিক্ তিন ফীট উচ্চ স্তূপ বৃহৎ স্তূপের দক্ষিণাংশ হইতে বহির্গত হইল।

বুদ্ধদেবের ভিক্ষা পাত্রও এতদ্দেশে রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইউ-চ্চী (৬) জাতীয় এক রাজা ভিক্ষাপাত্র এই দেশ হইতে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই দেশ আক্রমণ করেন। তিনি ও তাঁহার সেনাপতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান বলিয়া রাজ্য জয় হইলে তাঁহারা এই ভিক্ষাপাত্র গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া, মহাড়ম্বরের সহিত ভিক্ষা-পাত্রের সম্মুখে নানারূপ উপহার স্থাপন করিলেন। ত্রিরত্নের যথাবিহিত পূজা সমাধা হইলে, তিনি একটী বৃহদাকার হস্তীকে (৭) বিভূষিত

(৫) এ স্থলে ইহা ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৬) লেগীর মতে ফা-হিয়ান কনিষ্কের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইউচ্চীগণ ১৭৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, ১৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সক জাতিকে পরাজিত করে। কিন্তু, পরে পুনরায় তথা হইতে তাড়িত হইয়া তাহারা অক্সাস নদী তীরে উপনীত হয়। বহুদিন পরে, ৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাডফাইসেস ইউচ্চী জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে সক্ষম হন।

(৭) বিল ও লেগীতে অতি সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

করিয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশে এই পাত্র স্থাপন করিলেন। কিন্তু, হস্তী পাত্রের ভার বহনে অসমর্থ হইয়া ভূমিসাৎ হইল। পুনরায়, রাজা চারিটী চক্র বিশিষ্ট শকট প্রস্তুত করিয়া, উহাতে পাত্র স্থাপন করিলেন। আটটী হস্তী এই শকটে যোজিত হইল এবং তাহাদের সমবেত শক্তি দ্বারা শকট টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহারাও এই কার্য্যে সমর্থ হইল না। রাজা জানিতে পারিলেন যে, ভিক্ষাপাত্র ও তাঁহাতে সম্মিলন হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই এবং দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটী স্তূপ ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলেন এবং সকল প্রকার ব্যয় ভারের ব্যবস্থা (৮) করিয়া, ও ভিক্ষাপাত্রের রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই স্থানে সাত শতেরও (৯) অধিক শ্রমণ আছেন। দ্বিপ্রহরে শ্রমণগণ ভিক্ষাপাত্র সঙ্ঘারামের বহির্দ্দেশে আনয়ন করেন এবং সাধারণ ব্যক্তিগণের (১০) সহিত সকল প্রকার উপহার প্রদান করেন; পরে, তাঁহারা তাঁহাদের দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণ করেন। সায়াহ্নে, গন্ধদানের সময়, তাঁহারা পুনর্ব্বার ভিক্ষাপাত্র আনয়ন করেন। পক্ষীর দুই চঞ্চুতে যে পরিমাণ আহার্য্য ধরে, এই পাত্রে সেই পরিমাণ খাদ্য অথবা উহার

(৮) লেগী লিখিয়াছেন যে, কনিষ্ক উক্ত ভিক্ষাপাত্র রক্ষার্থ প্রহরী নিযুক্ত করেন। কিন্তু, বিল বলিয়াছেন যে, যাহাতে পূজার্চ্চনা রীতিমতভাবে সাধিত হয়, তজ্জন্যই প্রহরী নিযুক্ত করা হয়।

(৯) লেগী "more than seven hundred" (সাত শতেরও অধিক) এবং বিল "perhaps 700 monks" (সম্ভবতঃ ৭০০ শত) বলিয়াছেন।

(১০) বিল "with the upasakas" (উপাসকগণের সহিত) এবং লেগী "with the common people" (সাধারণের সহিত) বলিয়াছেন।

বেণীও ধরিতে পারে। ইহা নানাবর্ণের হইলেও, ইহাতে কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য দেখা যায় এবং ইহার বিভিন্ন অংশের সংযোগকারী (১১) সূত্র পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হয়। ইহা, ইঞ্চির এক-পঞ্চমাংশ ঘন এবং দেখিতে উজ্জ্বল, চিক্কণ ও দীপ্তিশালী। দরিদ্র ব্যক্তিগণ ইহাতে কয়েকটী পুষ্প নিক্ষেপ করিলেই, ইহা পরিপূর্ণ হইয়া যায়; পক্ষান্তরে, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রচুর পুষ্পের উপহার প্রদানে সংকল্প করিয়া ইহাতে শত, সহস্র, অযুত পুষ্প-গুচ্ছ (১২) প্রদান না করিলে পাত্র পরিপূর্ণ হয় না।

পাও-ইয়ান এবং সাং-কিং এই পাত্রে উপহার প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে মনস্থ করিলেন। হুই-কিং, হুই-টা, এবং টাও-চিং বর্ষাবাসের পূর্ব্বেই বুদ্ধদেবের ছায়া, দন্ত এবং করোস্থি পূজা করিতে নাগরহরায় গমন করিয়াছিলেন। হুই-কিং (১৩) সেই স্থানে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং টাও-চিং তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য সেই স্থানে রহিলেন। কেবল, হুই-টা একাকী পুরুষপুরে আগমন করিলেন এবং অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া. পাও-ইয়ান ও টাও-চিং সমভিব্যাহারে

---

(১১) মহাব্রাহ্ম-দত্ত ভিক্ষাপাত্র অন্তর্দ্ধান করিলে, চারিজন রক্ষকই মরকতের চারিটী ভিক্ষাপাত্র আনয়ন করেন; কিন্তু, বুদ্ধদেব কোনটীই গ্রহণ না করাতে, তাঁহারা প্রস্তর নির্ম্মিত চারিটী পাত্র আনয়ন করেন এবং যখন প্রত্যেকেই তাঁহার পাত্রটী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন বুদ্ধদেব স্বকীয় ঐশ্বরিক শক্তিবলে চারিটী পাত্রকে একত্রে গ্রথিত করেন।

(১২) লেগী "Bushels" এবং বিল "Pecks" লিখিয়াছেন। অবশ্য, মূলতঃ একই অর্থ।

(১৩) বিল হুই-ইং বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মত-ভেদ দেখা যায়।

সীন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হুই-কিং বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র যে সঙ্ঘারামে ছিল, তথায় দেহত্যাগ করিলেন এবং ইহার পরে, ফা-হিয়ান একাকী যে স্থানে বুদ্ধদেবের করোস্থি ছিল, সেই স্থান দর্শনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নগর

পশ্চিম দিকে ষোড়শ যোজন (১) পথ অগ্রসর হইয়া, তিনি নাগরহরা প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত হিলো (২) নগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে সুবর্ণ পত্র ও সপ্তরত্ন সুসজ্জিত বিহারে বুদ্ধদেবের করোস্থি রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় নরপতি ঐ অস্থিকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন এবং যদি কেহ ইহা অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় রাজ্যের আভিজাতীয় বংশ সমূহ হইতে আট জন ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া, প্রত্যেকের হস্তে এক একটী অভিজ্ঞান ন্যস্ত করিয়াছেন এবং এই অভিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক দ্বারদেশে মোহর করেন ও ইঁহারাই দেহাবশেষ ও মন্দির রক্ষা করেন। প্রত্যূষেঃ, এই আটজন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এই কার্য্য

(১) যোজন, লি প্রভৃতি পরিমাপ ব্যঞ্জক শব্দের জন্য প্রথম অধ্যায় ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বর্ত্তমান হিড্ডা-পেশোয়ারের পশ্চিমে অবস্থিত জেলালাবাদ নগর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। নগর সম্বন্ধে মনস্বী লাসেন বলিয়াছেন "নাকি (নাগর) ফোলিও-সা বা পেশোয়ার হইতে ষোড়শ যোজন দূরবর্ত্তী। হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে না-কো-লো-হো বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন না-কো-লো-হো হিলো নদীর উপত্যকায় স্থাপিত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাকে নগর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

টলেমি "নাগরা" (Nagara) বলিয়া একটী স্থান উল্লেখ করিয়াছেন। নামের সামঞ্জস্য দেখিয়া টলেমির নাগরাকে, ফা-হিয়ানের নাকিকে, হিউয়েন-সিয়াংয়ের না-কো-লো-হো একই বলিয়া বোধ হয়।

সমাধান্তে তাঁহারা সুবাসিত বারিদ্বারা নিজ নিজ হস্ত প্রক্ষালন করেন এবং অস্থি আনয়ন করিয়া বিহারের বহির্দ্দেশে উচ্চ সিংহাসনোপরি স্থাপন করেন। এই সিংহাসন সপ্ত রত্ন নির্ম্মিত গোলাকার পাদদানের উপর স্থাপিত হয় এবং অস্থিকে মুক্তামালা সুশোভিত অমূল্য স্ফটিকের পাত্র দ্বারা আবৃত করা হয়। এই অস্থি পীতাভ বর্ণের, দ্বাদশ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট এবং মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ উচ্চ (৩)। বিহারের বহির্দ্দেশে আনয়ন করিলে, রক্ষকগণ প্রত্যহ উচ্চ মঞ্চোপরি আরোহণ করেন এবং তথায় বৃহৎ দামামাধ্বনি, শঙ্খনিনাদ এবং তাম্রনির্ম্মিত-করতাল ধ্বনি করেন। বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইলে, রাজা বিহারে গমন করেন এবং পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য উপহার দেন। রাজার উপহার প্রদান শেষ হইলে, তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ একে একে অস্থিখানি মুহূর্ত্তের জন্য মস্তকের উপরে উত্তোলন করেন (৪)। পূর্ব্বদ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, রাজা পশ্চিম দ্বার দিয়া মন্দির ত্যাগ করেন। প্রত্যহ প্রাতে রাজা এই প্রকারে উপহার প্রদান ও পূজা করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। বৈশ্যগণের (৫) কর্ত্তৃপক্ষগণও প্রথমতঃ পূজা করিয়া, পরে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রত্যহই এই ব্যাপার সম্পাদিত হয় এবং কোন প্রকারেই এই কার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয় না। পূজা সমাপ্ত হইলে, অস্থিখানিকে পুনর্ব্বার বিহারে লইয়া যাওয়া হয়। অস্থি

(৩) বিল "four inches across and raised in the middle" এবং লেগী "twelve inches round" বলিয়াছেন।

(৪) কেহ কেহ রাজা নিজ উষ্ণীষ উন্মোচন করেন এইরূপ বলিয়াছেন।

(৫) লেগী বৈশ্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন; বিল "Householders" (গৃহস্থ) বলিয়াছেন।

রক্ষিত হইবার জন্য, সপ্তরত্ন নির্ম্মিত, পঞ্চ হস্তাধিক উচ্চ একটী বিমোক্ষ স্তূপ (৬) আছে। এই স্তূপ কোন কোন সময়ে উন্মুক্ত হয় এবং কোন সময়ে রুদ্ধ থাকে। বিহারের দ্বারদেশে প্রত্যহ প্রাতে পুষ্প ও গন্ধ বিক্রেতাগণ উপস্থিত থাকে এবং যাহারা উপহার দানে ইচ্ছুক হয়, তাহারা সকল দ্রব্যই কিছু কিছু খরিদ করে। নানা প্রদেশীয় নৃপতিগণও উহার সহিত দূত প্রেরণ করেন। বিহার ত্রিশ (৭) বর্গ হস্তের উপর নির্ম্মিত এবং স্বর্গ কম্পিত হইলে বা পৃথিবী দ্বিধা হইলেও, এই স্থান আলোড়িত হয় না।

এক যোজন উত্তরে অগ্রসর হইয়া, ফা-হিয়ান নগরের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। এই রাজধানীতেই বোধিসত্ত্ব একদা দীপঙ্কর বুদ্ধকে (৮) উপহার দিবার জন্য অর্থদ্বারা পাঁচটী পুষ্প-বৃন্ত ক্রয় করিয়াছিলেন।

(৬) বিমোক্ষ—মুক্তি।

(৭) বিল ৪০ হস্ত বলিয়াছেন।

(৮) বুদ্ধদেবের চতুর্ব্বিংশতি পূর্ব্বপুরুষ। কপিলারাজ্যে শাক্যমুনি ন্যাগ্রোধ বৃক্ষতলে বসিয়া ১২৫০ শত অর্হৎ, ৫০০ শত সন্ন্যাসিনী, অসংখ্য উপাসক ও উপাসিকা, স্বর্গের দেবতাগণ, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের রাজা, যম, তুষিত স্বর্গের দেবতাগণ, নাগ ও অসুর-রাজগণ এবং কপিলা রাজ্যের ৯৯,০০০ সহস্র রাজপুরুষগণের সম্মুখে নিজ পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। জাতক হইতে পুষ্পপ্রদানের বৃত্তান্তের সার মর্ম্ম আমরা প্রদান করিলাম।

অতি পুরাকালে দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে একজন ধার্ম্মিক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার প্রজাগণ দীর্ঘজীবী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের ভূমি উর্ব্বরা ছিল এবং তাহারা শান্তিতে বাস করিত। এই সময়ে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন রাজপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রবৎসল, ধার্ম্মিক রাজা বৃদ্ধ বয়সে রাজপুত্রকে সিংহাসনার্পণ করিতে অভিলাষী হইলে, রাজপুত্র তাঁহার কনিষ্ঠকে সিংহাসন প্রদান করিয়া, যতিব্রত গ্রহণ

নগরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের দন্তের জন্য স্তূপ রহিয়াছে এবং করোস্থিকে যে প্রকারে পূজা করা হয়, দন্তকেও সেইরূপ পূজা করা হয়।

করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। পরে, তিনি অসংখ্যাতীত শিষ্য সহকারে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বংশীয় ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার কালে, শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহার শিষ্যাবলী দর্শনে ভীত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। বোধিসত্ত্ব-রূপে বুদ্ধ স্বকীয় ঐশ্বরিক শক্তিবলে, তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া দুইটী স্বচ্ছ, সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ২৬,০০০ ভিক্ষুকে তন্মধ্যে স্থাপন করিলেন। রাজা তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন। চল্লিশ লি রাজপথ সুসংস্কৃত এবং সুগন্ধি জল দ্বারা পরিষ্কৃত হইল এবং সুবর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান প্রস্তর-সমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজা বুদ্ধদেবকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। সেই স্থানে নির্ম্মল জ্যোতি-বিশিষ্ট এক যুবক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। গহন বনে ও নির্জ্জন পর্ব্বতে বাস করিয়া তিনি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার অশীতি সহস্র শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্ব সশিষ্য ব্রহ্মচারীর সমক্ষে সাত দিবারাত্র ধর্ম্মপ্রচার করাতে, ব্রহ্মচারী ও তাঁহার সকল শিষ্য মুগ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপহার স্বরূপ একটী ধার্ম্মিকা বালিকা আনয়ন করিলেন। কিন্তু, বোধিসত্ত্ব অন্য কিছুই গ্রহণ না করিয়া ছত্র, যষ্ঠী, ভৃঙ্গার, এবং এক সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন। এই মুদ্রাও তিনি প্রস্থানকালে দান করিলেন। বোধি-সত্ত্ব অগ্রসরকালীন দেখিতে পাইলেন যে, এক জনপদের অধিবাসিগণ কাহারও অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করিতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহারা দীপঙ্কর বুদ্ধের প্রত্যাশায় রহিয়াছে। এই সংবাদে বোধিসত্ত্ব আনন্দে আপ্লুত হইয়া জনসঙ্ঘ কি উপহার প্রদান করিবে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল যে, কেবল সুগন্ধি পুষ্প উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। বোধিসত্ত্ব পুষ্প ক্রয়াভিলাষে নগরে গমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, জনপদাধিপতি সাত

নগরের এক যোজন উত্তর-পূর্ব্ব দিকে উপত্যকা-মুখে যে স্থলে বুদ্ধের গোশীর চন্দনের ভিক্ষা-যষ্টি (৯) আছে, ফা-হিয়ান তথায় উপস্থিত হইলেন। অত্রস্থ বিহারেও উপহার প্রদান করা হয়। এই যষ্টি গোশীর্ষ-চন্দন দ্বারা নির্ম্মিত এবং ১৬।১৭ হস্ত দীর্ঘ কাষ্ঠ নির্ম্মিত আধারের মধ্যে ইহা রক্ষিত হয়। শত সহস্র ব্যক্তি ইহা উত্তোলন করা দূরে থাকুক, (১০) ইহাকে স্থানচ্যুতও করিতে পারে না।

উপত্যকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া (১১) ফা-হিয়ান বুদ্ধদেবের সঙ্ঘতি দর্শন করেন। এই স্থানেও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে।

এতদ্দেশে প্রচলিত প্রথা এই যে, অনাবৃষ্টির সময়, অধিবাসীরা (১২)

দিবসের জন্য পুষ্প বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন—এই সাত দিবসের সঞ্চিত পুষ্পই দীপঙ্করকে প্রদত্ত হইবে। এই সংবাদে বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু, দীপঙ্কর স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল বিষয় অবগত হইয়া এক বালিকাকে দিয়া কিছু পুষ্প নগরে প্রেরণ করিলে, বোধিসত্ত্বও পুষ্প ক্রয় করিলেন।

দীপঙ্কর বুদ্ধ তথায় আগমন করিলে জনতার জন্য উল্লিখিত বোধিসত্ত্ব দীপঙ্করের নিকটবর্ত্তী হইতে অক্ষম হওয়ায়, দীপঙ্কর এক শত মৃত্তিকার সৈন্য গঠন করিয়া বোধিসত্ত্বের জন্য পথ করিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব পাঁচ গুচ্ছ পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। এই পাঁচ গুচ্ছ পুষ্প শূন্যে ৭০ লি স্থান ব্যাপৃত করিয়া রহিল এবং বোধিসত্ত্ব-নিক্ষিপ্ত অপর দুই গুচ্ছ পুষ্প তাঁহার স্কন্ধদেশে রহিল।

(৯) গোশীর চন্দন মেরুর উপরস্থ উত্তরকুরুতে পাওয়া যাইত বলিয়া প্রবাদ।

(১০) বিল "unsheath" 'কোষমুক্ত' লিখিয়াছেন।

(১১) বিল লিখিয়াছেন যে, "৪ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন।"

(১২) বিল "শাসন কর্ত্তা ও অধিবাসিগণের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

দলবদ্ধ হইয়া সন্ততিকে বিহারের বহির্দ্দেশে আনয়ন করে এবং উপহার প্রদান ও পূজা করে। এরূপ করিলেই আকাশ হইতে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হয়।

নগরের দক্ষিণে অর্দ্ধ যোজন দূরে পশ্চিমাভিমুখী পর্ব্বতে পার্ব্বত্য গুহা আছে। বুদ্ধদেব এইস্থানেই তাঁহার ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন। গুহা হইতে দূরে থাকিয়াও, সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ এবং অন্যান্য স্বভাবোচিত (১৩) বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির ন্যায় দৃষ্ট হয়। যতই নিকটে অগ্রসর হওয়া যায়, (১৪) ততই এই মূর্ত্তি অনুজ্জল হয় এবং ইহার বাস্তবিকতা আর উপলব্ধি হয় না। নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ ইহার প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণের জন্য উপযুক্ত চিত্রকর প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু, কদাপি কৃতকার্য্য হন নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, সহস্র বুদ্ধ এই স্থানে তাঁহাদের ছায়া রাখিয়া যাইবেন।

ছায়ার চারিশতাধিক পদ (১৫) পশ্চিমে, যখন বুদ্ধদেব এই স্থানে ছিলেন, তখন তিনি কেশ কর্ত্তন ও নখচ্ছেদ করিয়া ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ স্তূপের নিদর্শন স্বরূপ সশিষ্য ৭০।৮০ হাত উচ্চ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই স্তূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী সঙ্ঘারামে সাতশতাধিক শ্রমণ বাস করেন।" এইস্থানে অর্হৎ ও প্রত্যেক-বুদ্ধের জন্য সহস্রাধিক (১৬) স্তূপ রহিয়াছে।

(১৩) বাল্যকালে বুদ্ধদেবের ৩২টী চিহ্ন ছিল।

(১৪) বিলের মতে "যতই দূরে যাওয়া যায়"।

(১৫) বিল পাঁচ শতের কথা বলিয়াছেন।

(১৬) ইহা অনেকে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হুই-কিংয়ের মৃত্যু

ফা-হিয়ান এবং তাঁহার অন্য দুইজন সহযাত্রী, (১) নগরে, শীত ঋতুর তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত বাস করিয়া (২) দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া "ক্ষুদ্র তুষার পর্ব্বত" (৩) অতিক্রম করিলেন। এই পর্ব্বতে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই তুষার পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। পর্ব্বতমালার উত্তর দিকে, ছায়াবৃত স্থানে, অকস্মাৎ এক শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে, তাঁহাদের কম্প উপস্থিত হইল এবং তাঁহারা কথোপকথনে অসমর্থ হইলেন। হুই-কিং আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ ফেন বহির্গত হইল এবং তিনি ফা-হিয়ানকে বলিলেন "আমার আর জীবন

(১) টাও-চিং এবং হুই-কিং।

(২) বিল "during two months of winter" (শীত ঋতুর দুই মাস), লেগী "till the third month of winter" (শীত ঋতুর তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া) এবং রেমুসাৎ "second moon of winter" (ঋতুর দ্বিতীয় চন্দ্র পর্য্যন্ত) করিয়াছেন। রেমুসাৎ হিসাব করিয়া ৫ই ডিসেম্বর এই তারিখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এরূপ নিদারুণ শীতে পর্য্যটকগণ কি প্রকারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন তাহা বোধগম্য করা সুকঠিন। এবং এরূপ অবস্থায় পর্য্যটনের জন্য যে তাঁহাদের একজন সঙ্গী মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই।

(৩) সম্ভবতঃ সাফিদ কো। হিমালয়ের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র বলিয়া, সম্ভবতঃ, ইহাকে 'ক্ষুদ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ধারণের ক্ষমতা নাই। যাহাতে আমরা সকলেই এই স্থানে প্রাণত্যাগ না করি, তজ্জন্য তোমরা অগ্রসর হও।" এই কথা বলিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ফা-হিয়ান হুই-কিংয়ের শবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; ইহা দৈবেরই কার্য্য! আমরা আর কি করিতে পারি?" (৪) তৎপরে, তিনি পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশে যাইতে সমর্থ হইলেন এবং লো-ই (৫) রাজ্যে উপনীত হইলেন। এই স্থানে মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। এই স্থানে তাঁহারা বর্ষাবাস (৬) অতিবাহিত করিলেন এবং তৎপরে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া, দশ দিবসে তাঁহারা পোনা (৭) রাজ্যে পৌঁছিলেন। এই রাজ্যে হীনযান মতাবলম্বী তিনসহস্রাধিক শ্রমণ বাস করেন। এই স্থান হইতে তিন দিবস পথে অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার সিন্ধু নদী (৮) উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থানের ভূমি নিম্ন ও সমতল।

(৪) বিল এই স্থানের অনুবাদ-কল্পে বলিয়াছেন "our purpose was not to produce fortune" অর্থাৎ, আমরা অর্থ সংগ্রহে এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই।

(৫) রেমুসাৎ যখন ফা-হিয়ানের অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন এই প্রদেশ নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাকে বর্ত্তমান আফগানিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৬) সুতরাং, এক্ষণে ৪০৪ খৃষ্টাব্দ চলিতেছিল।

(৭) বর্ত্তমান বান্নু।

(৮) পূর্ব্বেও তাঁহারা দুইবার সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; প্রথমবার উত্তর হইতে দক্ষিণে আসিবার কালে; দ্বিতীয় বারের কথা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভিডা

সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা পেটু (১) প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এতদ্দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল এবং হীন ও মহা উভয় সম্প্রদায়-ভুক্ত শ্রমণগণ বাস করিতেন। এই সকল শ্রমণগণ যখন সীনদেশীয় শ্রমণগণকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন, তখন তাঁহারা ইঁহাদের কষ্ট দেখিয়া দয়া ও সহানুভূতিতে ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "কি প্রকারে সীমান্ত দেশীয় এই সকল ব্যক্তিগণ শ্রমণ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং এত দূরদেশ হইতেই বা কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নিয়মাদি অনুসন্ধান করিয়া ইঁহারা আমাদের দেশে আগমন করিয়াছেন?" এই সকল শ্রমণগণ পর্য্যটকগণের আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করিলেন এবং ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেন।

(১) ভিডা। রেমুসাৎ মহাভারতোক্ত পাঞ্চাল বলিয়াছেন। অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইটেল ইহাকে বর্ত্তমান পাঞ্জাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

মথুরা

এই স্থান হইতে পর্য্যটকগণ অযুত যতিপূর্ণ সঙ্ঘারাম (১) দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। এই সকল স্থান অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা মাটোলো (২) প্রদেশে উপনীত হন। তাঁহারা পুনা (৩) নদীর গতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। এই নদীর উভয় তীরে কুড়িটি সঙ্ঘারামে তিন সহস্রের অধিক শ্রমণ বাস করিতেছিলেন। এই দেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। বালুকা-পূর্ণ মরুভূমি হইতে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। যতি-সঙ্ঘকে উপহার প্রদানের সময় তাঁহারা নিজ নিজ উষ্ণীষ উন্মোচন করেন এবং আত্মীয় ও মন্ত্রিগণসহ নিজ হস্তে শ্রমণ-গণকে আহার্য্য প্রদান করেন। শ্রমণগণের আহার-গ্রহণ শেষ হইলে, রাজা ভূমিতে আসন বিস্তার করিয়া সভাপতির সম্মুখে উপবেশন করেন। তাঁহারা যতিগণের সম্মুখে খট্টাঙ্গে উপবেশন করিতে সাহসী হন না।

(১) লেগী monasteries ও বিল temple (মন্দির) করিয়াছেন। রেমুসাৎ ও মন্দির বলিয়াছেন। রেমুসাৎ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ফা-হিয়ান এই সকল যতি বা পুরোহিতগণ সম্বন্ধে কোন প্রকার বিবরণ প্রদান করেন নাই এবং তজ্জন্য আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ইঁহারা "ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী" ছিলেন।

(২) মথুরা।

(৩) যমুনা। যমুনার দক্ষিণ তীরেই মথুরা অবস্থিত।

বুদ্ধদেবের কাল হইতে বর্ত্তমানেও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উপহার প্রদান করা হয় (৪)।

ইহার দক্ষিণবর্ত্তী জনপদকে মধ্যদেশ (৫) বলে। মধ্যদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং এই দেশে ঘন নীহার বা তুষার পাত হয় না। অধিবাসীর সংখ্যা প্রচুর এবং তাহারা সুখী; তাহাদের গৃহ তালিকাভুক্ত করিতে হয় না (৬); তাহাদিগকে শাসনকর্ত্তৃগণের নিকটেও যাইতে হয় না; কোন আইন প্রতিপালনও করিতে হয় না; যাহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে, তাহারা তাহাদের শস্যের অংশ মাত্র প্রদান করে। অধিবাসীরা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে (৭)। রাজা প্রাণদণ্ড বা অন্য কোন শারিরীক শাস্তি প্রদান করেন না। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অপরাধীদিগকে লঘু বা গুরু শাস্তি প্রদান করা হয়। বারংবার বিদ্রোহী হইলে, কেবল দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা হয়। রাজার শরীররক্ষক ও পার্শ্বচরগণের নির্দ্ধারিত বেতন আছে। দেশমধ্যে কেহই জীবহত্যা, বা মদ্যপান বা পলাণ্ডু অথবা লশুন ভক্ষণ করে না। কেবল চণ্ডালেই

(৪) রেমুসাৎ "to the present time" (বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ফা-হিয়ান বর্ণিত গ্রন্থের এই স্থান পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল। ফা-হিয়ানের পরবর্ত্তী পর্য্যটকগণ যাহা বলিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছিল।

(৫) "Middle country"—মধ্যদেশ

(৬) 'অর্থশাস্ত্রে' লিখিত আছে যে তৎকালীন আদমসুমারীতে গৃহ পশু সকলই তালিকাভুক্ত হইত। 'অর্থশাস্ত্র' প্রথমকল্প ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) এতদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তৎকালে ছাড় পত্র প্রচলিত ছিল না, অর্থশাস্ত্র দ্রষ্টব্য।

এইরূপ আচরণ করে। দুষ্টপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোকগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়; ইহারা অপর সকল লোক হইতে পৃথক হইয়া বাস করে। যখন তাহারা কোন নগরে বা হাটে প্রবেশ করে, তখন, অপরকে সাবধান করিবার জন্য তাহারা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা শব্দ করিতে থাকে। এই প্রকারে অপরে তাহাদের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারে এবং তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। মধ্যদেশে তাহারা শূকর বা কুক্কুট হত্যা করে না এবং জীবিত জন্তু বিক্রয় করে না; হাটে কসাইয়ের বিপণি নাই এবং উত্তেজক মদ্যবিক্রেতাও নাই। ক্রয় বিক্রয়ে তাহারা কড়ি ব্যবহার করে। চণ্ডালগণই মৎস্যজীবী ও মৃগয়াসক্ত এবং তাহারাই মাংস বিক্রয় করে।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণান্তে, বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বৈশ্যগণ শ্রমণগণের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং এই সকল বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমি, গৃহ, উদ্যান ও পুষ্পবাটিকা ও এই সকল স্থানবাসী মনুষ্য ও গো-পশ্বাদি দান করেন। এই দানের কথা ধাতব পাত্রে উৎকীর্ণ হইয়া পরম্পরাগত হইয়াছে এবং তজ্জন্য বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোন রাজা, এই সকল দান লোপ করিতে সাহসী হন নাই।

প্রশংসনীয় কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন, সূত্র আবৃত্তি করা এবং ধ্যানমগ্ন হইয়া উপবেশন করাই শ্রমণদিগের কার্য্য। কোন সঙ্ঘারামে অপরিচিত শ্রমণগণ উপস্থিত হইলে, সঙ্ঘারামস্থ শ্রমণগণ অপরিচিত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা, তাঁহাদের বস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র বহন, পদপ্রক্ষালনের জল দান, মর্দ্দনের তৈল ও বৈকালিক (৮) জলীয় খাদ্য প্রদান করেন। অপরিচিত

---

(৮) শ্রমণগণ সূর্য্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্ত্তী কাল ব্যতীত অন্য সময়ে জলীয় পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু আহার করিতে পারেন না।

শ্রমণ কিঞ্চিৎকালের জন্য বিশ্রাম করিলে, সঙ্ঘারামস্থ যতিগণ তিনি কত কাল শ্রমণ হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎপরে তাঁহার সম্ভ্রমানুযায়ী শয়নকক্ষ, খট্টাঙ্গ এবং ধর্ম্মানুযায়ী সকল দ্রব্য তাঁহাকে সরবরাহ করা হয়।

যে স্থানে যতিসঙ্ঘ বাস করেন, তথায় তাঁহারা সারিপুত্র (৯), মহা মৌদ্গল্যায়ন (১০), আনন্দ (১১) অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্রের (১২) উদ্দেশ্যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ষাবাসের একমাস পরে, ধার্ম্মিক পরিবারগণ শ্রমণগণকে উপহার দিবার জন্য অপর পরিবারগণকে উৎসাহিত করেন এবং শ্রমণগণের বৈকালিক আহারের জন্য জলীয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া উহা শ্রমণদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। সকল শ্রমণগণ মহাসভায় একত্র হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন; তৎপরে সকল প্রকার পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্য সারিপুত্রের স্তূপে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। সমস্ত রাত্রি আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং নিপুণ বাদ্যকরগণও নিযুক্ত হইয়া থাকে।

সারিপুত্র ব্রাহ্মণ থাকা কালীন বুদ্ধের নিকটে গমন করতঃ, সংসারত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহা-

(৯) বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। অবলোকিতেশ্বর ইঁহাকেই প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করেন।

(১০) ইনিও বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইনি বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। ইনিও পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

(১১) দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১২) অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্র-ত্রিপিটকের অংশ।

মুগল এবং মহাকশ্যপও (১৩) এইরূপ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীগণ (১৪) সাধারণতঃ আনন্দের স্তূপেই তাঁহাদের উপহার প্রদান করেন; কারণ, আনন্দই প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের গৃহ পরিত্যাগের অনুমতি ও সন্ন্যাসিনী হইবার অনুমতি প্রদানের জন্য পৃথিবীপতিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রমণেরগণ (১৫) প্রধানতঃ রাহুলকেই (১৬) উপহার প্রদান করেন। অভিধর্ম্মের অধ্যাপকগণ বিনয় স্তূপেই উপহার প্রদান করেন। প্রতি বৎসরে একবার করিয়া উপহার প্রদত্ত হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্ধারিত

(১৩) মগধের জনৈক ব্রাহ্মণ; ইনি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তথাগতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাক্যমুনির পরিনির্ব্বাণের পরে ইঁহারই প্ররোচনায় প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহূত হয় এবং ইনি আর্য্য-স্থবির উপাধি-ভূষিত হন। ইনিও পরে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

(১৪) শাক্য বুদ্ধত্ব লাভ করিলে, মহাপ্রজাপতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু, তথাগত স্বীকৃত না হওয়াতে আনন্দ বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করেন এবং তদনুযায়ী বুদ্ধদেব স্ত্রীলোককে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে-প্রবেশের আদেশ প্রদান করেন।

(১৫) শ্রমণেরগণকে 'ত্রিশরণ' শ্রবণান্তর নিম্নলিখিত দশবিধি প্রতিপালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়:—(১) জীবহত্যা হইতে বিরত থাকা (২) চৌর্য্য হইতে নিবৃত্তি (৩) পবিত্র থাকা (৪) মিথ্যাকথা না বলা (৫) মাদক সেবনে নিস্পৃহতা (৬) মধ্যাহ্নের পরে আহার হইতে বিরত থাকা (৮) মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার গ্রহণ না করা (৯) উচ্চ বা প্রশস্ত খট্টাঙ্গে শয়ন না করা (১০) এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য-গ্রহণ না করা।

(১৬) বুদ্ধদেবের ঔরসজাত ও যশোধরার গর্ভজাত পুত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার পিতার অনুগমন করেন এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণান্তর তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মীয় এক শাখার কর্ত্তৃত্ব করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী তিনি সকল ভবিষ্যৎ বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

দিবস আছে। মহাযান সম্প্রদায়স্থ ছাত্রগণ প্রজ্ঞা-পরিমিতা, মঞ্জুশ্রী (১৭)

---

(১৭) অন্যতম নাম মহামতি এবং কুমার রাজ।

চৈনিক পুস্তকাবলীতে মঞ্জুশ্রীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প প্রচলিত আছে :—

একদিবস পরিভ্রমণ করিতে করিতে, বুদ্ধদেব ১২৫০ ভিক্ষু এবং ৩২,০০০ সহস্র বোধিসত্বসহ রাজগৃহে উপনীত হইলেন। লোকজ্যেষ্ঠ শত সহস্র শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে, এক দেবপুত্র বুদ্ধদেবের অজস্র প্রশংসা করিয়া যুক্ত করে মঞ্জুশ্রী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। উপাসক, উপাসকী, দেবতা, নাগ, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, এবং দেবগণের রাজচতুষ্টয় মঞ্জুশ্রীর মুখে ধর্ম্মতত্ব শুনিবার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন পূর্ব্ব দিকে দশসহস্র "বৌদ্ধ পৃথিবী" হইতে দূরে রত্নদেশে, তথাগত নামে এক বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং মঞ্জুশ্রী তথায় উহা শ্রবণ করিতেছেন। এই কথা শ্রবণান্তে দেবতা-পুত্র পুনর্ব্বার বুদ্ধদেবকে নিবেদন করিয়া বলিলেন "হে মহতী দেব! যাহাতে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা বলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে পারেন," তজ্জন্য মঞ্জুশ্রীকে এই স্থানে আনয়ন করুন। বুদ্ধদেব এই কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহার কপোলদেশ হইতে প্রখর কিরণ রশ্মি নির্গত হইল। যেস্থানে মঞ্জুশ্রী ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত এই রশ্মি ব্যাপৃত হইল। তত্রস্থ বোধিসত্বগণ ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিযুক্ত তথাগতকে এই রশ্মির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তথাগত উত্তর করিলেন "পশ্চিম দিকে শাক্য তথাগত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং রশ্মি সেইস্থান হইতেই আসিয়াছে।" বোধিসত্বগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "এই লোকজ্যেষ্ঠের কি অভিমত?" তখন তথাকার তথাগত উত্তর করিলেন "লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বোধিসত্বগণ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সহিত শাক্য তথাগতের নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই মঞ্জুশ্রীর নিকটে ধর্ম্মতত্ব শ্রবণের জন্য উৎসুক। তদনুযায়ী এই আলোকরশ্মি নির্গত হইয়াছে।" তৎপরে, এই তথাগত মঞ্জুশ্রীকে শাক্য তথাগতের নিকটে রাজগৃহে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলে, মঞ্জুশ্রী দশসহস্র বোধিসত্ব সহ মুহূর্ত্তমধ্যে রাজগৃহে উপনীত হইয়া আকাশমার্গ হইতে সমাগত জনবৃন্দের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এবং কোয়ান-সাইনকে (১৮) উপহার প্রদান করেন। শ্রমণগণ বাৎসরিক উপহার প্রাপ্ত হইলে, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণগণ শ্রমণগণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া বিতরণ করেন। শ্রমণগণ উহা প্রাপ্ত হইয়া, একে অপরকে প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হইতে আচার, নিয়ম, কর্ম্মপদ্ধতি অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

পর্য্যটকগণ যে স্থানে সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথা হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত ৪০।৫০ সহস্র লি বিস্তৃত একটী বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পর্ব্বত বা পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র নদী নাই; কেবল নদীর জল আছে।

মঞ্জুশ্রী ও বোধিসত্ত্বগণ শাক্য তথাগতকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ও পরে তাঁহার আদেশে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন।

(১৮) অবলোকিতেশ্বর।

সপ্তদশ অধ্যায়

সঙ্কাশ্য (১)

এই স্থান হইতে অষ্টাদশ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সঙ্কাশ্য নামক রাজ্যের যে স্থানে বুদ্ধদেব (ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে

---

(১) সঙ্কাশ্য কনৌজের উত্তরস্থ বর্ত্তমান সঙ্কাশম গ্রাম। হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে কি-পি-থা (কিপিথা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। তিনিও এই তিনটী অধিরোহিণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রেমুসাং সঙ্কাশ্যকে কনৌজ ও মথুরার সন্নিকটস্থ ফরাক্কাবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং ও ফা-হিয়ানের বর্ণনায় অবশ্য যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, তিনটী অধিরোহিণীই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত এবং অধিরোহিণীগুলি অদৃশ্য হইলেই নিকটবর্ত্তী অধিবাসীবর্গ ইষ্টক ও খোদিত প্রস্তর সহকারে পূর্ব্বতন স্থানে, তিনটী ধাপ বিশিষ্ট একটী অধিরোহিণী নির্ম্মাণ করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলিয়াছেন যে, সঙ্কাশ্যগ্রামে প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা কনৌজ হইতে পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমান গ্রামে ৫০।৬০ ঘর ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। গ্রামের চতুর্দ্দিকে ৫।৬ মাইল স্থান লইয়া ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে কানিংহাম বলিয়াছেন, "ইহাকে কনৌজ অপেক্ষা বৃহৎ নগর বলিয়া বোধ হয়।" গ্রামের দক্ষিণ দিকে ভগ্ন ইষ্টকপুঞ্জের একটী স্তূপ আছে। অধিবাসীরা বৃষ্টির জন্য এইস্থানে সমাগত হইয়া প্রার্থনা করে। বৈশাখ মাসে গ্রামের স্ত্রীগণ সমবেতা হইয়া এই স্থানে নাগদেবতার উদ্দেশ্যে দুগ্ধ প্রদান করিয়া প্রার্থনা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ফা-হিয়ান কথিত নাগ-পূজা বর্ত্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে।

রামায়ণে সঙ্কাশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) গমন করিয়া ও তথায় তাঁহার মাতার (৩) প্রীত্যর্থে তিনমাস যাবৎ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন, তথায় পৌঁছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা বলে (৪) তাঁহার শিষ্যগণের অজ্ঞাতসারে ঐ স্বর্গে গমন করেন; কিন্তু, তিনমাস অতিবাহিত হইবার সাত দিবস পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণের গোচরীভূত হন; এবং অনুরুদ্ধ (৫) তাঁহার দিব্যচক্ষু বলে পৃথিবী-পূজিতকে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ মুগলানকে (৬) বলিলেন "আপনি যাইয়া পৃথিবীপতিকে প্রণাম করুন।" তদনুসারে মুগলান অগ্রসর হইয়া নতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করেন। পরে, উভয়ের প্রীতি সম্ভাষণ শেষ হইলে, বুদ্ধদেব মুগলানকে বলিলেন, "সপ্ত দিবস পরে আমি জম্বুদ্বীপে গমন করিব।" অতঃপর, মুগালান প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে অষ্টপ্রদেশের রাজন্যবর্গ বহুদিবস বুদ্ধদেবের সন্দর্শন না পাইয়া, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ সহকারে আগ্রহান্বিত অন্তঃকরণে পৃথিবীপতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

(২) সুমেরুর উপরস্থ ইন্দ্রের রাজ্য। ইটেল বলিয়াছেন যে, "এই স্থানেই সহস্র মস্তক ও সহস্রচক্ষু বিশিষ্ট ইন্দ্র তাঁহার রাজ্ঞী ও ১১৯,০০০ দাসী সহ বাস করেন।" তিব্বতদেশীয় বিশ্বতত্ত্বানুসারে, "ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে ৩২ জন দেবতা বাস করেন; এই স্বর্গের প্রাচীরগুলি সুবর্ণ নির্ম্মিত। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গস্থ দেবতাগণের সন্তানাদির একই মুহূর্ত্তে ঔরস-জাত ও জন্ম ও বৃদ্ধি হয়।"

(৩) মায়া বা মহামায়া বুদ্ধদেবের জন্মের সাতদিবস পরে দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

(৪) পঞ্চম অধ্যায়স্থ অর্হতের তুষিত-স্বর্গে গমন দ্রষ্টব্য।

(৫) বুদ্ধদেবের খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র। ইনি দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন।

(৬) পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুণী উৎপল (৭) সেই সময়ে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "অন্য, দেশের রাজন্যবর্গ, মন্ত্রী ও প্রজাগণ সহকারে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একত্রীভূত হইয়াছেন। আমি সামান্য মানবী ; আমি কি প্রকারে সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দর্শন-লাভে সক্ষম হইব ?" বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিবলে তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তীর (৮) আকারে পরিণত করিলেন এবং তদনুসারে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধদেবকে সম্মান প্রদর্শনে সক্ষম হইলেন।

বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন মূল্যবান দ্রব্যাদি সমন্বিত তিনটী অধিরোহিণী দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব যে মধ্যবর্ত্তী অধিরোহিণী যোগে অবতরণ করিতেছিলেন, তাহার ধাপ সপ্তরত্ন নির্ম্মিত ছিল। ব্রহ্মলোকাধিপতিও দক্ষিণ দিকে রৌপ্য নির্ম্মিত অধিরোহিণী দ্বারা ও হস্তে শ্বেত চামর হস্তে নিম্নে আগমন করিতেছিলেন। দেবতাধিপতি শক্র স্বর্ণ-অধিরোহিণী সাহায্যে এবং সপ্তরত্ন নির্ম্মিত ছত্র-হস্তে অধোগমন করিতে ছিলেন। অসংখ্য দেবতাগণ বুদ্ধদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিতে ছিলেন। বুদ্ধদেব মর্ত্তভূমিতে পৌছিলে, সাতটী ধাপ ব্যতীত অন্য সকল অধিরোহিণী অদৃশ্য হইল। পরে, রাজা অশোক, অধিরোহিণীর ধাপ মৃত্তিকাগর্ভে কতদূর প্রোথিত রহিয়াছে জানিবার জন্য ভূগর্ভখননের জন্য লোক প্রেরণ করেন। অশোক-নিয়োজিত ব্যক্তিগণ খনন করিতে করিতে পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়াও অধিরোহি-ণীর শেষাংশ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইল না ; এবং, ইহাতে রাজার

(৭) হিউয়েন-সিয়াংও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইঁহাকে 'উৎপলবর্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৮) রাজ-চক্রবর্ত্তী চারিভুবনের উপর রাজত্ব করিতেন।

ভক্তি ও ধর্ম্ম বিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়াতে, তিনি অধিরোহিণীর ধাপের উপরে একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং মধ্যবর্ত্তী ধাপের ঊর্দ্ধদেশে ষোড়শ হস্ত উচ্চ একটী দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। বিহারের পশ্চাদ্দেশে তিনি পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ একটী প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি একটী সিংহ (৯) স্থাপিত করেন। স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে ও স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধদেবের উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কয়েকজন শিক্ষক শ্রমণগণের সহিত এই স্থানের অধিকার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক কালে শ্রমণগণ পরাজিত হইতেছিলেন; এমন সময়ে উভয় দলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, এই স্থান শ্রমণগণের প্রকৃত অধিকারভুক্ত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই কোনরূপ দৈব ঘটনা ঘটিবে। এই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র, প্রমাণ স্বরূপ ঊর্দ্ধস্থ সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল; ইহাতে প্রতিবাদীগণ ভীত হইয়া এই মীমাংসা স্বীকার করিয়া, সেই স্থান ত্যাগ করিল।

তিনমাস স্বর্গের আহার গ্রহণ করার জন্য সাধারণ মনুষ্যের শরীরের গন্ধ হইতে বিভিন্ন, এক স্বর্গীয় গন্ধ বুদ্ধের শরীর হইতে নির্গত হইতেছিল। তিনি অবতরণ করিয়াই স্নান করেন; যে স্থানে তিনি স্নান করেন, পরবর্ত্তীকালে তথায় এক স্নানাগার নির্ম্মিত হয়—উহা এক্ষণেও বর্ত্তমান

---

(৯) প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম এইস্থান দেখিতে আসিয়া অশোক নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ দেখিতে পান। এই স্তম্ভের ঊর্দ্ধদেশে কারুকার্য্য খচিত একটী হস্তী ছিল। কানিংহাম মনে করেন যে, ফা-হিয়ান এই স্তম্ভই দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভের ঊর্দ্ধস্থ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভবপর। শ্রাবস্তির স্তম্ভোপরি ফা-হিয়ান ষণ্ড দেখিয়াছেন বলিয়াছেন, কিন্তু হিউয়েন-সিয়াং হস্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

রহিয়াছে। যে স্থানে ভিক্ষুণী উৎপাল বুদ্ধদেবকে সর্ব্ব প্রথমে সম্মান প্রদর্শন করেন, তথায় এক্ষণে এক স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পৃথিবীতে বাস কালিন যে যে স্থানে বুদ্ধদেব স্বকীয় কেশ কর্ত্তন (১০) ও নখচ্ছেদন করেন, সেই সকল স্থলেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে যে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন (১১) বুদ্ধ ও তিনি স্বয়ং উপবেশন করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে তাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছিলেন (১২) এবং যে যে স্থানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল সেই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং সেই সকল স্তূপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে দেবতাধিপতি শক্র ও ব্রহ্মলোকপতি অবতরণ করিয়াছিলেন, সে স্থানেও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

.এই স্থানে প্রায় এক সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সাধারণ ভাণ্ডারগৃহ হইতে (১৩) তাঁহাদের আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং কেহ হীন, কেহ মহাযান মতাবলম্বী হইলেও একত্র থাকিয়া নিজ নিজ আচার প্রতিপালন করেন। তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিকটে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট এক দৈত্য বাস করে। এই দৈত্য তদ্দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদন করিয়া যাহাতে ভিক্ষুগণ

(১০) ফা-হিয়ান, ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। হিউয়েন-সিয়াং পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(১১) প্রথম বুদ্ধ ক্রোকছন্দ, দ্বিতীয় কনকমুনি এবং তৃতীয় কশ্যপ নামে অভিহিত হইতেন। প্রথমোক্তের সময়ে মনুষ্যের ৪০, ০০০ সহস্র বৎসর, দ্বিতীয়ের সময়ে ৩০,০০০ এবং তৃতীয়ের সময়ে ২০, ০০০ বৎসর পরমায়ু ছিল।

(১২) কেহ কেহ এই স্থানের অর্থ করিয়াছেন যে, "তাঁহারা ধ্যানমগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন।"

(১৩) বিল বলিয়াছেন যে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ একত্র আহার গ্রহণ করিতেন। কিন্তু, তাহা সম্ভবপর মনে হয় না।

নিরুপদ্রবে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন তজ্জন্য সুসময়ে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া, ও কোনরূপ বিপদ উৎপাদন না করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘের দানপতির (১৪) কার্য্য করেন। ইহার দয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, সকলে দৈত্যের ব্যবহারার্থ এক আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ইহার উপবেশনের জন্য কার্পেট এবং জীবন ধারণের জন্য আহার প্রদান করেন। সঙ্ঘ প্রত্যহ নিজেদের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া তিনজনকে আহার প্রেরণে নিযুক্ত করেন। বর্ষাবাস শেষ হইলেই, দৈত্য নিজ দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া, ক্ষুদ্র সর্পাকারে পরিণত হয়; ইহার কর্ণের পার্শ্বে শ্বেত চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

ভিক্ষুগণ তাহাকে চিনিতে পারিলেই, একটী তাম্রপাত্র ক্ষীর পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে সর্পকে স্থাপন করেন এবং পরে সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দলবদ্ধ হইয়া শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নিকট দিয়া গমন (১৫) করেন। এই ব্যাপার শেষ হইলেই, দৈত্য অদৃশ্য হয় এবং এই প্রকারে সে বৎসরে একবার মাত্র দেখা দেয়। এই দেশ অত্যন্ত উর্ব্বরা, অধিবাসিগণ সমৃদ্ধিশালী এবং এরূপ সুখী যে অপর স্থানের ব্যক্তিগণের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। বৈদেশিকগণ এতদ্দেশে আগমন করিয়া যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহা-দের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই সরবরাহ করা হয়।

(১৪) প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১৫) এই স্থানের অনুবাদে মতভেদ দৃষ্ট হয়। লেগী বলিয়াছেন "As soon as the monks recognise it, they fill a copper vessel with cream, into which they put the creature and then carry it round from the one who has the highest seat (at their tables) to him who has lowest, when if appears as if saluting them." আমরা অধিকাংশ অনুবাদকের মত গ্রহণ করিয়াছি।

সঙ্ঘারামের ৫০ যোজন উত্তর পশ্চিমে, "অগ্নি দৈত্য" নামে একটী সঙ্ঘারাম আছে। অগ্নি দৈত্য নামে একজন দুষ্ট প্রকৃতির দৈত্য, স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; তজ্জন্য পরবর্ত্তীকালে এই স্থানে একটী বিহার নির্ম্মিত হয়। বিহার উৎসর্গকালীন অর্হতের হস্ত হইতে মন্ত্রঃপুতবারি ভূমিতে পতিত হয়। বর্ত্তমানেও এই জল সেইস্থানে রহিয়াছে এবং যতই উহা মুছিবার বা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, উহা সর্ব্বক্ষণই দৃষ্ট হয় এবং কিছুতেই অদৃশ্য হয় না।

এই স্থানেই আরও একটী স্তূপ আছে; মনুষ্যের সহায়তা ব্যতিরেকে (১৬) এক দয়াদ্রচিত্ত-দৈত্য সকল সময়েই এই স্থান পরিষ্কৃত রাখেন ও জল বিকীর্ণ করেন। দুষ্টচিত্ত এক রাজা এক সময়ে বলিলেন "যখন তুমি এই কার্য্য করিতে সক্ষম হও, তখন আমি বহুসংখ্যক সৈন্যাবলী সহ যত দিন পর্য্যন্ত এইস্থানে ধূলা ও মল পুঞ্জীকৃত না হয়, ততদিন অপেক্ষা করিব; দেখি তুমি পরিষ্কার করিতে সক্ষম হও কিনা।" ঐ দৈত্য তৎক্ষণাৎ ঝটিকা প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিলে, সকল ময়লা দূরীভূত হইল এবং সেই স্থান পবিত্র হইল।

এই স্থানে গণনাতীত শত শত ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। যদি কেহ এই সকল স্তূপের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন, তবে প্রত্যেক স্তূপের পার্শ্বে এক একটী লোক রাখিতে পারেন। এই কার্য্য সমাধান্তে, এই সকল লোকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে না।

একটী সঙ্ঘারামে ৬।৭ শত ভিক্ষু বাস করেন। এই সংঙ্ঘারামস্থ

(১৬) বিল অনুবাদ করিয়াছেন যে, "এই স্তূপ মনুষ্যের সাহায্য-ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইয়াছিল।"

একটী স্থানে প্রত্যেকবুদ্ধ (১৭) আহার করিতেন (১৮)। যে স্থানে বুদ্ধদেব মৃত্যুর পরে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থান রথচক্রের আকারের ন্যায় বৃহৎ; এবং যদিও চতুষ্পার্শ্বেই তৃণ জন্মে, এই স্থানে তৃণাদি জন্মিতে পারে না। যে স্থানে তিনি তাঁহার বস্ত্র শুষ্ক করিয়াছিলেন, তথায়ও তৃণ নাই; কিন্তু, যে স্থানে বস্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় বস্ত্রের চিহ্ন রহিয়াছে।

(১৭) ফা-হিয়ান, ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১৮) বিল "ফল ভক্ষণ" করিয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কান্যকুব্জ

ফা-হিয়ান, এই দৈত্য-বিহারে বর্ষাবাস (১) অতিবাহিত করিয়া, পরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সাত যোজন অগ্রসর হইয়া, গঙ্গাতীরবর্ত্তী কান্যকুব্জে (২) পৌঁছিলেন। এই স্থানে হীনযান মতাবলম্বিগণের দুইটী সঙ্ঘারাম আছে। নগরের পশ্চিমদিকে ৬।৭ লি দূরে, গঙ্গার উত্তরতীরে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তিনি 'জীবনের অবিনশ্বরত্ব' ও মনুষ্যশরীর জল বুদ্বুদের ন্যায় এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাবধিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া এবং দক্ষিণ দিকে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পর্য্যটকগণ আলি (৩) নামক গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। এই গ্রামের যে স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, যে স্থানে তিনি উপবেশন এবং ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

(১) ৪০৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ।

(২) হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদত্ত রাজার সুন্দরী শত কন্যার মধ্যে ৯৯ জন জনৈক ঋষিকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হওয়ায় ঋষির অভিশাপে কুব্জারূপে পরিণতা হয়। তিনি ইহাকে কিউ-নিউ-সিং "কন্যা-কুব্জ" বলিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ এই ঋষিকে "মহা-বৃক্ষ" ঋষি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

(৩) এই স্থান নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সাচী

এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তিন যোজন অগ্রসর হইয়া, তাঁহারা সাচী (১) নামক বৃহৎ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজধানীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া উপস্থিত হইলে রাজ পথের যে স্থানে বুদ্ধদেব নিজ দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিয়া, মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে উহা সাত হস্ত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল, সেই স্থানে পৌছান যায়। এই বৃক্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ ক্রোধ ও দ্বেষ-পরবশ হইয়া, কখনও কখনও ঐ বৃক্ষ ছেদন করে, কখনও ইহা সমূলোৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে; কিন্তু, ইহা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানেই পুনর্ব্বার দেখা দেয়। এই প্রদেশেই পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বুদ্ধ ভ্রমণ এবং উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্থানে যে সকল স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাবধিও রহিয়াছে।

(১) অধ্যাপক উইলসন সাচীকে বর্ত্তমান কানপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাকে বর্ত্তমান সাকেট বলিয়াছেন।

(২) সাধারণতঃ দন্তকাষ্ঠ বট বৃক্ষের হইয়া থাকে; কিন্তু, লেগী বলিয়াছেন যে, চিনদেশে বটবৃক্ষ না থাকায় ফা-হিয়ান "উইলো" বৃক্ষের দন্ত কাষ্ঠের কথা বলিয়াছেন।

বিংশ অধ্যায়

কোশল এবং শ্রাবস্তি

এই স্থান হইতে দক্ষিণে আট যোজন যাইয়া পর্য্যটকগণ কোশল (১) রাজ্যের অন্তর্গত শ্রাবস্তি (২) নগরে পৌছেন। নগরে লোক সংখ্যা অত্যল্প—আন্দাজ দুই শত পরিবার; এই স্থানে রাজা প্রসেনজীৎ (৩) রাজত্ব

---

(১) বর্ত্তমান অযোধ্যা।

(২) হিউয়েন-সিয়াং ষষ্ঠখণ্ড দ্রষ্টব্য। কানিংহাম ইহাকে রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে অযোধ্যা হইতে ৫৮ মাইল দূরবর্ত্তী বলিয়াছেন। সাহেৎ মাহেঠ নামক স্থানে বহুদূর-ব্যাপী ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই নগরেই শাক্য-মুনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া অনেক বৎসর যাপন করেন।

রেমুসাৎ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, হিউয়েন-সিয়াং কোশল এবং শ্রাবস্তিকে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং পি-সো-কিয়া (বৈশালী) পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তি পৌছেন এবং তথা হইতে কপিলবস্তু উপস্থিত হন। পরে কলিঙ্গ হইয়া তিনি কোশলে আইসেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, হিউয়েন-সিয়াংয়ের সময়ে কোশল শব্দটী ভারতবর্ষের কোন প্রদেশকে প্রয়োগ করা হইত, এবং ফা-হিয়ান সেই প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। সি-ইউ-কি-তে হিউয়েন-সিয়াং যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত ফা-হিয়ানের বর্ণনারও সাদৃশ্য দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ফা-হিয়ান বুদ্ধদেবের জীবনের যে সকল ঘটনা কোশলে ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন, হিউয়েন-সিয়াং সেগুলি শ্রাবস্তিতে ঘটিয়াছিল বলিয়াছেন। লেগী বলিয়াছেন যে, উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল বলিয়া দুইটী রাজ্য ছিল।

(৩) প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন।

করিতেন এবং এই স্থানেই মহাপ্রজাপতির (৪) বিহার, ও (৫) বৈশ্যাধিপতি সুদত্তের গৃহ ছিল; এই স্থানেই অঙ্গুলিমাল্য (৬) অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, এই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ ঘৃণা ও দ্বেষপরবশ হইয়া এই সকল স্তূপ ধ্বংশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; কিন্তু, স্বর্গ হইতে বজ্রাঘাৎ ও বিদ্যুত সহকারে এরূপ প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না।

নগর হইতে দ্বাদশ শত পদ দক্ষিণে, বৈশ্যাধিপতি সুদত্ত দক্ষিণাভিমুখী (৭) একটী বিহার (৮) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইলে, ইহার প্রত্যেক পার্শ্বেই প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভের উর্দ্ধদেশে বামদিকে চক্র (৯) এবং দক্ষিণে ষণ্ডমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। বিহারের বামে ও দক্ষিণ স্বচ্ছ ও পবিত্র বারিপূর্ণ পুষ্করিণী, প্রচুর বৃক্ষ, নানা বর্ণের বহুসংখ্যক পুষ্পে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ইহাই জেতবন বিহার।

---

(৪) প্রজাপতি—বুদ্ধদেবের ধাত্রী ও খুল্লতাত পত্নী। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করেন।

(৫) অনাথ-পিণ্ডক নামে বৈশ্য দানের জন্য বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন।

(৬) শৈব সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি।

(৭) বিল পূর্ব্বাভিমুখী বলিয়াছেন।

(৮) ইটেল বলিয়াছেন যে, শ্রাবস্তির নিকটে উপবন মধ্যে অনাথ-পিণ্ডক প্রসেনজিৎ-পুত্র রাজকুমার জেতের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিহার নির্ম্মাণ করেন। বুদ্ধদেব ২৩ বৎসর এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন।

(৯) ধর্ম্ম-চক্র।
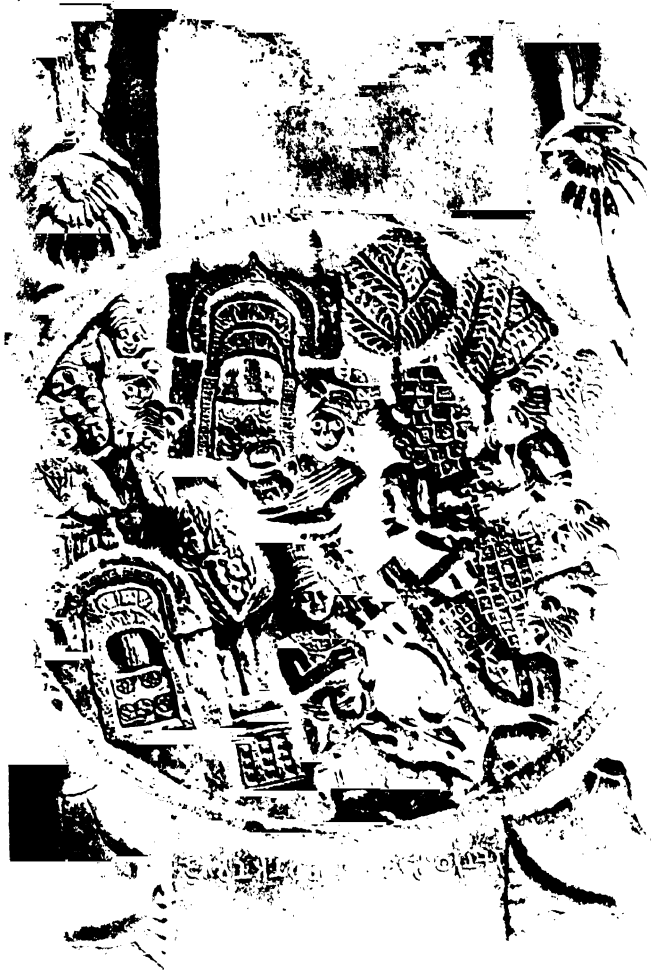
বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর হিতার্থে (১০) নব্বই দিবস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখন প্রসেনজিৎ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া গোশীর্ষ চন্দন কাষ্ঠে (১১) তাঁহার এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, যে স্থানে তিনি সাধারণতঃ উপবেশন করিতেন, তথায় স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য এই মূর্ত্তি স্বস্থান পরিত্যাগ করে। বুদ্ধদেব মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি তোমার স্ব-স্থানে প্রত্যাগমন কর। আমার পরিনির্ব্বাণ লাভ হইলে, তুমি আমার চতুর্ব্বর্গ শিষ্যের নিকটে আদর্শ হইবে।" এই বলিলে মূর্ত্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই মূর্ত্তিই বুদ্ধদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম মূর্ত্তি এবং এই দৃষ্টেই পরে অন্যান্য সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব তৎপরে বৃহৎ বিহারের দক্ষিণস্থ কুড়ি পদ দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র বিহারে গমন করিলেন।

জেতবন বিহার পূর্ব্বে সাত তলা ছিল। চতুষ্পার্শস্থ রাজন্যবর্গ ও অধিবাসিগণ উপহার প্রদানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন; রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপ দ্বারা, পুষ্প বিকীর্ণ, গন্ধ দ্রব্য ও বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাত্রিকে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল করিতেন। এক সময়ে এক মূষিক প্রজ্জ্বলিতা পলিতা সহযোগে পতাকা কি চাঁদোয়ায় অগ্নি প্রয়োগ করে, এবং বিহার ভস্মীভূত হয়। নরপতিগণ এবং তাঁহাদের অমাত্য ও প্রজাবর্গ চন্দনের মূর্ত্তি ধ্বংশ হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হন; কিন্তু ৪।৫ দিবস পরে পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রবিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইলে চন্দনের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। সকলেই জয়োৎফুল্ল হৃদয়ে একত্রীভূত হইয়া সেই বিহার পুনর্নির্ম্মাণে ব্রতী

(১০) সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(১১) ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হইল। দ্বিতল নির্ম্মিত হইলে, তাহারা প্রতিমূর্ত্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে আনয়ন করিল।

যখন ফা-হিয়ান ও টাও-চিং প্রথমে জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীপতি কি প্রকারে তথায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন নানা প্রকার কষ্টদায়ক কথা তাঁহাদের মনোমধ্যে উতিত হইল। পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সতীর্থগণ সমভিব্যবহারে তাঁহারা অনেক রাজ্যের অভ্যন্তর দিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন: সেই সকল বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; কেহ কেহ জীবনের অবিনশ্বরত্ব ও অনিত্যতা প্রমাণ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন; এবং অন্য তাঁহারা যে স্থানে বুদ্ধদেব বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু যে স্থানে আজ তিনি নাই, তাঁহারা সেই স্থানে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল কথা হৃদয় মধ্যে উদিত হওয়াতে তাঁহারা অবসাদ-গ্রস্থ হইয়াছিলেন। ভিক্ষুকগণ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কোন্ রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। পর্য্যটকগণ উত্তর করিলেন "আমরা হান রাজ্য হইতে আসিতেছি।" ভিক্ষুগণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমাদের ধর্ম্মের জন্য যে পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশ হইতে কেহ এতদ্দেশে আগমন করিবেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।" তাঁহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন "শিক্ষক ও ছাত্র আমরা কোন দিন হান দেশীয় মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাই নাই।"

বিহারের চার লি উত্তর পশ্চিমে একটী কুঞ্জ আছে। বিহারের নিকটে বাস করিতে পারিবে বলিয়া পূর্ব্বে পাঁচ শত অন্ধ ভিক্ষুক এই কুঞ্জে বাস করিত। একদিবস ইহাদের মঙ্গলার্থে বুদ্ধদেব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল। উৎফুল্ল হৃদয়ে, ভিক্ষুকগণ

তাহাদের যষ্টি সকল মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া যাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। তৎক্ষণাৎ যষ্টিগুলি বৃক্ষরূপে এবং শীঘ্রই মহীরুহ সমূহে পরিণত হইল। অধিবাসীরা এই সকল বৃক্ষের যথেষ্ট প্রশংসা করে এবং কেহই ইহাদের শাখাদি কর্ত্তনে সাহসী না হওয়ায়, বৃক্ষগুলি কুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। এই প্রকারে ইহা এই নামে অভিহিত হইয়াছে এবং জেতবনস্থ অনেক ভিক্ষু মাধ্যাহ্নিক আহার শেষ করিয়া কুঞ্জে যাইয়া ভগবদচিন্তায় ব্যাপৃত হন।

জেতবন বিহারের ৬।৭ লি উত্তর-পূর্ব্বে বিশাখা মাতার (১২) নির্ম্মিত অন্য একটী বিহার আছে; এই স্থানে তিনি সশিষ্য বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই মঠ অদ্যাবধিও রহিয়াছে।

জেতবন বিহারে ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য বৃহৎ গৃহগুলির দুইটী করিয়া দ্বার আছে—একটী পূর্ব্বাস্য, অপরটী উত্তরাস্য। অত্রস্থ উদ্যান-ভূমি বৈশ্যাধিপতি সুদত্ত স্বুবর্ণ-মুদ্রা দ্বারা আবৃত করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। বিহার এই ভূমির ঠিক মধ্যে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধদেব এই স্থানে অনেক কাল বাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও লোককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এত অধিক কাল তিনি আর অন্য কোন স্থানেই বাস করেন নাই। যে যে স্থানে তিনি ভ্রমণ বা উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই পরে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানের বিভিন্ন নাম প্রদান করা হইয়াছে। এই স্থানেই সুন্দরী একজনকে হত্যা করিয়া বুদ্ধদেবের স্কন্ধে এই অপরাধ আরোপ করে। জেতবনের পূর্ব্বদ্বারে, রাজপথের পশ্চিমে ও ৭০ পদ দূরে, বুদ্ধদেব অবিশ্বাসিগণের ৯৬ সম্প্রদায়ের পক্ষ-সমর্থন-কারিগণের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। রাজা ও তাঁহার প্রধান প্রধান

(১২) কানিংহামের মতে ইহা জেতবন বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

অমাত্য এবং প্রজাবর্গ দলবদ্ধ হইয়া ইহা শ্রবণার্থ এই স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। তখন, অবিশ্বাসীদের সম্প্রদায়ভুক্ত চঞ্চমান (১৩) নামে এক স্ত্রীলোক ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া ও যাহাতে তাহাকে অন্তর্ব্বত্নী বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য অতিরিক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া সমবেত জন-সঙ্ঘের সম্মুখে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবকে দোষী করিল। ইহাতে দেবতাধিপতি শক্র নিজে ও কয়েকজন দেবতাকে মূষিকরূপে পরিণত করিয়া, তাহার কটিদেশস্থ সূত্রগুলি ছিন্ন করিলেন। তৎক্ষণাৎ, স্ত্রীলোকটীর অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি ভূমিতে পতিত হইল। পৃথিবীও তন্মুহূর্ত্তে দ্বিধা হইলেন এবং সে জীবন্তাবস্থায় নরকে গমন করিল। এই স্থানেই দেবদত্ত বিষাক্ত-নখদ্বারা বুদ্ধদেবকে আঘাত করিবার প্রয়াস করিলে, জীবন্তাবস্থায় নরকে গমন করেন। পরবর্ত্তীকালে এই দুই স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

আরও, যে স্থানে বুদ্ধদেব বিধর্ম্মীদিগের সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে ৬০ হস্ত অপেক্ষা উচ্চ এক বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজপথের পূর্ব্বদিকে এবং বিহারের ঠিক অপর দিকে ৬০ হস্তের অধিক উচ্চ ব্রাহ্মণদিগের উৎসর্গীকৃত এক মন্দির আছে। যে কারণে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে তাহা এই ঃ—সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে থাকেন, তখন বুদ্ধদেবের বিহারের ছায়া বিধর্ম্মীদিগের মন্দিরের উপরে পতিত হইত ; কিন্তু, সূর্য্য যখন পূর্ব্ব দিকে থাকেন, তখন দেবালয়ের ছায়া উত্তর দিকে পতিত হইত ; কদাচ, বিহারের উপরে পড়িত না। অবিশ্বাসিগণ সকল সময়েই তাহাদের মন্দির পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত রাখিবার জন্য এবং পূজার্চ্চনার জন্য লোক

(১৩) হিউয়েন-সিয়াং, ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নিযুক্ত রাখিত ; কিন্তু, প্রতি প্রাতঃকালে সকল বর্ত্তিকাগুলি দেব-মন্দির হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বুদ্ধদেবের মন্দিরে দৃষ্ট হইত। ব্রাহ্মণগণ অতি-মাত্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এই সকল শ্রমণগণ আমাদের বর্ত্তিকাগুলি অপহরণ করিয়া বুদ্ধের সেবায় প্রয়োগ করে। কিন্তু, তথাপি আমরা তাহাদের জন্ত আমাদের পূজাদি হইতে বিরত থাকিব না।" সেই রাত্রিতে ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং মন্দির-রক্ষার্থ ব্রতী হইলেন ; কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের পূজিত দেবতাগণই সেই সকল বর্ত্তিকা-সহকারে তিনবার বুদ্ধদেবের বিহার প্রদক্ষিণ করিয়া, বর্ত্তিকাগুলি বুদ্ধদেবকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। বুদ্ধদেবকে পূজা করিয়া দেবতাগণ অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণগণ এই ব্যাপারে বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বীয় স্বীয় পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন। লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন জেতবন বিহারের চতুর্দ্দিকে ৯৮টী (১৪) সঙ্ঘারাম ছিল এবং একটী মাত্র সঙ্ঘারাম ব্যতিরেকে অপর সকল সঙ্ঘারামেই ভিক্ষুণী-গণ বাস করিতেন। এই মধ্য-রাজ্যে ৯৬টী বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। এই সকল সম্প্রদায়ই ভবিষ্যৎ জীবনের কথা স্বীকার করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই শিষ্য আছে এবং তাহারা সকলেই ভিক্ষা করে ; তবে, তাহারা ভিক্ষাপাত্র (১৫) সঙ্গে লয় না। আরও, তাহারা সময়ানুযায়ী পথের পার্শ্বে দাতব্য গৃহ স্থাপন করিয়া পর্য্যটকগণকে গৃহ, খট্টাঙ্গ, শয্যা, আহার ও পানীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া পুণ্যার্চ্চনের চেষ্টা করে। ভিক্ষু-গণকেও এই প্রকার আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। অদ্যাপিও

(১৪) বিল ৯০টী সঙ্ঘারামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৫) বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সদাসর্ব্বদাই ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে রাখিতে হইত।

দেবদত্তের শিষ্যগণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী তিন জন বুদ্ধকে পূজা করে; কিন্তু, শাক্য মুনিকে করে না।

শ্রাবস্তি নগরের ৪লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে, যে স্থানে পৃথিবীপূজ্যের সহিত সাহি- (১৬) রাজ্য-আক্রমণকারী বিরুদ্ধহ (১৭) রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং রাজপথের যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, (১৮) সেই স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১৬) সাহিরাজ্য—সম্ভবতঃ শাক্যরাজ্য।

(১৭) বিরুদ্ধহ বা বৈদূর্য্য—কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ-পুত্র। ইনি কপিলবস্তু ধ্বংশ করেন।

(১৮) বিরুদ্ধহ কপিলবস্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালীন বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং বুদ্ধদেব তাঁহাকে সেই অভিযান হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু, কিয়দ্দিবস পরেই তিনি পুনরায় কপিলবস্তু আক্রমণ করিয়া ধ্বংশ করেন।

একবিংশ অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ (১)

শ্রাবস্তির ৫০লি পশ্চিমে টু-ই (২) নগরে যে স্থানে কশ্যপ-বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পর্য্যটকগণ তথায় উপনীত হইলেন। যে স্থানে কশ্যপ তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন (৩) এবং যে স্থানে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই উভয় স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থানে কশ্যপ-তথাগতের দেহ (৪) নিহিত রহিয়াছে, সে স্থানেও একটী প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১) বিল ও রেমুসাৎ এই অধ্যায়ে কেবল ক্রকুছন্দ ও কনকমুনি বুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা কশ্যপ-বুদ্ধের কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

(২) কানিংহাম এই নগরকে সাহারা মাহাটের পশ্চিমস্থ টাডোয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, কশ্যপ-বুদ্ধ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রেমুসাৎ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, কশ্যপ-বুদ্ধের জন্ম হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৯৯২৮৫৯ বৎসর অতীত হইয়াছে।

(৩) সকল বুদ্ধেরই নিজ নিজ পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শাক্যমুনির সহিতও শুদ্ধোধনের দেখা হইয়াছিল।

(৪) বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কশ্যপের দেহ ভস্মীভূত হইবার পরেও, তাঁহার অস্থিগুলি অবিকৃত ছিল এবং জম্বুদ্বীপের সকল অধিবাসীবর্গ একত্রীভূত হইয়া এক যোজন উচ্চ একটী স্তূপ তাঁহার অস্থির উপরে নির্ম্মাণ করেন।

শ্রাবস্তি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দ্বাদশ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া পর্য্যটকগণ ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের (৫) জন্ম স্থান না-পি-কীতে (৬) উপনীত হন। যে স্থানে তিনি তাঁহার পিতার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং যে স্থানে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ হয়, এই উভয় স্থানেই স্তূপ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে আন্দাজ এক যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা কনক-মুনি বুদ্ধের (৭) জন্মস্থানে পৌঁছেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ লাভের ও তাঁহার পরিনির্ব্বাণের স্থানে স্তূপ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

(৫) সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইনি নবম কল্পে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে মনুষ্যের পরমায়ু ৬০,০০০ হাজার বৎসর ছিল। শিরিশ বৃক্ষমূলে আসীন হইয়া তিনি এক সময়ে চল্লিশ সহস্র ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

(৬) এই স্থান অদ্যাপিও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উইলসন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী স্থানগুলি আলোচনা করিলে, ইহাকে গোরক্ষপুরের উত্তরস্থ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, ল্যাণ্ড্রেস যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের পর্য্যটক দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং সে হিসাবে না-পি-কী গোরক্ষ-পুরের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয়।

(৭) মনুষ্যের পরমায়ু যখন ৪০,০০০ বৎসর ছিল, তখনই কনকমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন।

বুদ্ধদেবের জন্ম

(চৈনিক চিত্র হইতে)

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.
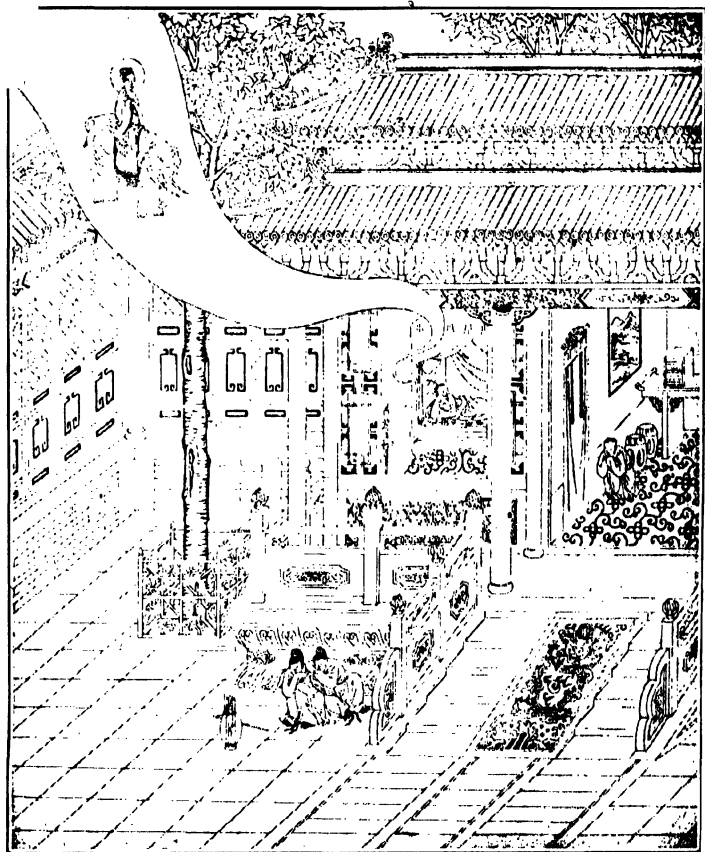
দ্বাবিংশ অধ্যায়

কপিলবস্তু

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে এক যোজনের কম পথ অগ্রসর হইয়া, উঁহারা কপিলবস্তুতে (১) উপস্থিত হইলেন; কিন্তু এ নগরে রাজা বা অধিবাসী ছিল না। কেবলই ভগ্নাবশেষ। মাত্র কয়েকটী ভিক্ষু এবং কয়েক ঘর সাধারণ অধিবাসী আছে। যে স্থানে পুরাকালে রাজা শুদ্ধোধনের (২) প্রাসাদ ছিল, সেস্থানেও যুবরাজ ও তাঁহার মাতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল; যে স্থানে যুবরাজ শ্বেত হস্তীতে (৩) আরোহণ করিয়া তাঁহার মাতৃ-দেবীর গর্ভে প্রবেশ করিতেছেন এরূপ বোধ হইয়াছিল; নগরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া যে স্থান হইয়া কুমার পীড়িত ব্যক্তিকে (৪) দেখিয়া তাঁহার রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—এই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত

---

(১) কপিলবস্তু—শাক্যমুনির জন্মস্থান। বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের উত্তর পশ্চিমে। বারাণসীর একশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) বুদ্ধদেবের পিতা।

(৩) বুদ্ধদেব যখন তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে হস্তীর আকারে গর্ভে প্রবেশ করেন। চৈনিক চিত্রকরের পরিকল্পনা হইতে আমরা এই বিষয়ক একটী চিত্র প্রদান করিলাম।

(৪) একদিন ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলে বুদ্ধদেব দেখিতে পাইলেন যে, পথিপার্শ্বে একজন কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্যে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। লাপরোথ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব পশ্চিমদ্বার দিয়া বহির্গমন করিতেছিলেন।

হইয়াছে। যে স্থানে ঋষি আই (৫) কুমারের অঙ্গে বুদ্ধত্বের চিহ্নগুলি (৬) পরীক্ষা করিয়াছিলেন; যে স্থানে নন্দ ও অন্য সকলের সহিত হস্তীর মৃত্যু সংঘটিত হইলে তিনি তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (৭); যে স্থানে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ৩০ লি দূরে তীর নিক্ষেপ করিয়াও ঐ তীরকে পরে ভূগর্ভে প্রবেশ করাইয়া জলের উৎস সৃজন করিয়া (৮), পর্য্যটকগণের পানার্থ কূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; যে স্থানে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির (৯) পরে, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; যে স্থানে পাঁচশত শাক্য নিজ পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া উপালিকে (১০) পূজা করিয়াছিলেন; যে স্থানে বুদ্ধদেব দেবতাগণের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে বুদ্ধদেবের পিতার সেই গৃহে প্রবেশ নিবারণের জন্য চারিজন দেবতা ও অন্যান্য সকলে দ্বাররক্ষা করিয়াছিলেন; যে স্থানে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া ন্যাগ্রোধ

(৫) তপস্বী অসিত।

(৬) ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৭) বুদ্ধের জীবনীতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ রাজকুমার সিদ্ধার্থকে একটী সুন্দর হস্তী প্রেরণ করেন; কিন্তু, হস্তী কপিলবস্তুর নিকটে পৌঁছিলে, দেবদত্ত মুষ্ট্যাঘাতে হস্তীকে নিহত করেন। নন্দ পথিমধ্যে হস্তী দেখিতে পাইয়া তাহাকে একপার্শ্বে লইয়া যান; কিন্তু, সিদ্ধার্থ তাহাকে পথিপার্শ্বে দেখিয়া হস্তীর লাঙ্গুল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন। বুদ্ধদেব এই সময়ে দশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন।

(৮) শাক্য-যুবকগণের পরীক্ষাকালে এই ব্যাপার ঘটে।

(৯) একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১০) উপালি পরামাণিককে সম্মান প্রদর্শন করাইয়া বুদ্ধদেব যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাহাই প্রমাণিত করেন।

বৃক্ষ-তলে (১১) উপবেশন করিয়াছিলেন (এই ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ বর্ত্তমানেও বিদ্যমান রহিয়াছে) ; যে স্থানে মহা-প্রজাপতি বুদ্ধদেবকে সঙ্ঘতি (১২) উপহার প্রদান করিয়াছিলেন ; যে স্থানে রাজা বৈদূর্য্য শাক্যবংশ ধ্বংশ করিলে শাক্যবংশীয়গণ শ্রোতপন্ন (১৩) নামে জন্মগ্রহণ করেন, এই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শেষোক্ত স্তূপ বর্ত্তমানেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে স্থানে যুবরাজ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া কৃষকগণকে ক্ষেত্রকর্ম্মে ব্রতী দেখিয়াছিলেন (১৪), সেই রাজকীয় ক্ষেত্র নগর হইতে কয়েক লি উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল।

(১১) বোধি বৃক্ষ।

(১২) বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বস্ত্র।

(১৩) প্রথম শ্রেণীর ঋষি। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, শাক্যবংশীয় ৫০০ শত কুমারী বৈদুর্য্যের অন্তঃপুর-প্রবেশে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগকে এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের হস্ত পদাদি কর্ত্তন করা হয়। তাঁহারা বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের ক্ষতাদি আরোগ্য করেন ও তাঁহাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলে তাঁহারা শ্রোতপন্নে পরিণতা হন।

(১৪) সিদ্ধার্থের বিনোদনের জন্য এক দিবস তাঁহার পিতৃদেবের একজন মন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, সিদ্ধার্থকে কৃষিকর্ম্ম সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া দেখান হউক। এতদুদ্দেশ্যে ক্ষেত্র-কর্ম্মোপযোগী সকল অস্ত্রাদি আনয়ন করা হইল। হল দ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনিত হইলেই কয়েকটী কীট ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। দেবতাগণের চক্রান্তে, তৎক্ষণাৎ একটী কাক আসিয়া সেই কীটগুলি ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটী ভেকও তাহাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময়ে একটী সর্প আসিয়া সেই ভেককে গ্রাস করিল। কিন্ত, পরক্ষণেই আকাশমার্গ হইতে একটী ময়ূর নিম্নে আসিয়া সর্পের প্রাণহানি করিল। তন্মুহূর্ত্তেই একটী বাজ পক্ষী ময়ূরের প্রাণ

নগর হইতে ৫০লি পশ্চিমে লুম্বিনি নামক উদ্যানে রাজ্ঞী পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়াছিলেন। পুষ্করিণীর উত্তর দিক দিয়া রাজমাতা নির্গতা হইয়া কুড়ি পদ অগ্রসরান্তে, তিনি তাঁহার হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়া ও পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া যুবরাজকে প্রসব করেন। কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, রাজমাতা সাতপদ অগ্রসর হয়েন। দুই জন দৈত্য-রাজ তাঁহার গাত্র ধৌত করেন। যে স্থানে তাঁহারা তাঁহার গাত্র ধৌত করেন, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থান কূপে পরিণত হয়। এই কূপ ও পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণী হইতে ভিক্ষুগণ সদাসর্ব্বদা পানার্থ জলগ্রহণ করেন (১৫)।

বুদ্ধদেবগণের ইতিহাসে চারিটী করিয়া নির্দ্ধারিত স্থান আছে। প্রথম, যে স্থানে তাঁহারা বুদ্ধত্বলাভ করেন ও যে স্থানে তাঁহারা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন; দ্বিতীয়, যে স্থানে তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করেন ও সত্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন; তৃতীয় অবিশ্বাসিগণকে পরাজিত করেন এবং চতুর্থ, যে স্থানে তাঁহারা তাঁহাদের শত্রুগণের হিতার্থে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানও সময় বিশেষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কপিলবস্তু এক্ষণে মরুভূমি-প্রায় ও জনশূন্য। লোক সংখ্যা অত্যল্প। রাজপথে শ্বেত হস্তী ও সিংহের জন্য চলাচল দুর্গম ও বিশেষ সাবধানতার সহিত ভ্রমণ করিতে হয়।

সংহার করিল। পরিশেষে একটী শ্যেন পক্ষী বাজকে নিহত করিল। জম্বু-বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধদেব এই দৃশ্যে অত্যন্ত কাতর হইলেন।

(১৫) এই স্থানের অনুবাদে বিল ও লেগীর মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও, লেগীর অনুবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে।

বুদ্ধ দেবের গৃহ ত্যাগ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রামরাজ্য ও তত্রস্থ স্তূপ

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান হইতে পাঁচ যোজন পূর্ব্বদিকে রামরাজ্য বলিয়া একটী রাজ্য আছে। এতদ্দেশীয় রাজা বুদ্ধদেবের শরীরাবশেষের এক অংশ (২) প্রাপ্ত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তদুপরি একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও উহাকে রামের স্তূপ নামে অভিহিত করেন। এই স্তূপের নিকটস্থ এক কূপের (৩) মধ্যে এক দৈত্য বাস করিত; সেই দৈত্য দিবারাত্র এই স্তূপ রক্ষা করিত ও পূজোপহারাদি প্রদান করিত। রাজা অশোক আটটী স্তূপ বিনষ্ট করিয়া ৮৪,০০০ স্তূপ (৪) নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অন্য সাতটী স্তূপ বিনষ্ট করিয়া, এইটী বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু, তখন উল্লিখিত দৈত্য অশোকের

---

(১) রাম রাজ্য—হিউয়েন-সিয়াং ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য। কপিলবস্তু ও কুশীনগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান। মহাবংশে "রামগান' বলিয়া স্থানের উল্লেখ আছে। কানিংহাম রামরাজ্য বা চৈনিক লান-মোকে বর্ত্তমান দেওকালি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণান্তে তাঁহার শরীরাবশেষ আট অংশে বিভক্ত হইলে রামরাজ্য এক অংশ প্রাপ্ত হয়।

(৩) মহাবংশ নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) প্রবাদ এই যে অশোক ৮৪০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন। অশোকের স্তূপ নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী এইরূপ:—অশোক স্তূপ নির্ম্মাণে অভিলাষী হইয়া দৈত্যদিগকে আহ্বান করিলেন। এবং তাঁহাদিগকে জম্বুদ্বীপের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের চিহ্ন রক্ষণার্থ স্তূপ নির্ম্মাণ এবং স্তূপ নির্ম্মাণ

সম্মুখে উপনাত হইয়া, তাঁহাকে দৈত্যের প্রাসাদে লইয়া গিয়া পূজোপকরণগুলি প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে বলিল "যদি ইহাপেক্ষা উত্তমরূপে পূজা করিবার শক্তি আপনার থাকে, তাহা হইলে আপনি স্তূপটী বিনষ্ট করিয়া, এই সকল চিহ্ন লইয়া যাইতে পারেন। আমি তাহা হইলে আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব না।" রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল উপকরণগুলি পৃথিবীতে দুর্লভ; সুতরাং তিনি স্বকীয় ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে এই স্থান বনজঙ্গলপূর্ণ হইল এবং এই স্থানে জল সিঞ্চন করিতে ও স্তূপ সুসংস্কৃত রাখিতে কেহই থাকিলেন না; কিন্তু, এক হস্তি-যূথ তাহাদের শুণ্ডে করিয়া জল বহন করিয়া রীতিমত রূপে জল সিঞ্চন করিত এবং নানা প্রকার পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্য আনয়ন করিয়া

হইলে পুনরায় সকল দৈত্যকে তাঁহার নিকটে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। দৈত্যগণ শীঘ্রই রাজাদেশ প্রতিপালন করিয়া তাঁহার নিকটে উপনীত হইল। রাজা উপগুপ্তকে জানাইলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা এই যে, একই সময়ে সকল স্তূপে বুদ্ধের দেহাবশেষ স্থাপিত হয়। ইহা শুনিয়া উপগুপ্ত রাজাকে বলিলেন যে, দৈত্যগণ দেহাবশেষ সহ প্রত্যেকে এক একটী স্তূপের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিবে। দৈত্যগণ রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিল এবং সূর্য্যগ্রহণ হইবামাত্র যাহাতে সেই চুরাশী হাজার স্তূপের অভ্যন্তরে দেহাবশেষ স্থাপন করে, তদ্রূপ আদিষ্ট হইল। দ্বিপ্রহরের সময় উপগুপ্ত স্বকীয় অদ্ভুত ক্ষমতাবলে হস্ত দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে পৃথিবী অন্ধকার হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে শরীরাবশেষগুলি একই সময়ে বিভিন্ন স্তূপ সমূহে স্থাপিত হইল। এই স্তূপ-নির্ম্মাণ হইতেই অশোক ধর্ম্মাশোক নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঁয়ত্রিশ হাজার একশত দশ কোটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং অশোকেরই আদেশে যক্ষগণ সমুদ্রপ্রান্তে দশ কোটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

স্তূপে পূজা করিত। এক সময়ে একজন তীর্থযাত্রী (৫) অন্য রাজ্য হইতে পূজার্থ এই স্তূপে উপনীত হইলেন। হস্তিযূথকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু, তিনি যখন হস্তিগণকে বিধিসঙ্গতভাবে গন্ধদ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে দেখিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন--কারণ, তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, এস্থানে এমন কোন সঙ্ঘারাম নাই যাহার যতিগণ স্তূপ রক্ষা ও উপাসনাদি করিতে পারেন এবং সেই জন্যই হস্তিগণকে এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার-ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রমণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। স্বহস্তে তিনি সেই সকল তৃণ ও বৃক্ষাদি দূরীভূত করিলেন, এবং স্থানটী সুসংস্কৃত করিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা ভিক্ষুগণের জন্য একটী আবাসস্থল প্রস্তুত করিলেন; এবং এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, তিনি ঐ সঙ্ঘারামের অধিস্বামী হইলেন। এক্ষণেও এই স্থানে ভিক্ষুগণ বাস করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অধিক দিন ঘটে নাই; কিন্তু, সেই সময় হইতেই একজন শ্রমণ এই মঠে প্রধানত্ব করেন (৬)।

(৫) লেগী "একজন" ও বিল "কয়েকজন তীর্থযাত্রীর" কথা বলিয়াছেন।

(৬) পরিচ্ছেদ বিভাগে এই স্থানে বিল ও লেগীর মধ্যে পার্থক্যতা দৃষ্ট হয়। বিল ও অন্যান্য অনুবাদকগণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথম প্যারাগ্রাফ এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ

এই স্থান হইতে পূর্ব্ব দিকে চারি যোজন পথ অগ্রসর হইয়া যে স্থানে যুবরাজ ছন্দককে (১) তাঁহার শ্বেত অশ্বসহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন সেই স্থানে তাঁহারা উপনীত হইলেন।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে চারি যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা "অঙ্গার স্তূপে" (২) পৌঁছিলেন। এ স্থানেও একটী সঙ্ঘারাম আছে।

দ্বাদশ যোজন পূর্ব্বদিকে যাইয়া তাঁহারা কুশীনগরে (৩) উপস্থিত হইলেন। ইহার উত্তর দিকে নৈরঞ্জন নদী তীরে দুইটী বৃক্ষের মধ্যে (৪) উত্তর দিকে নিজ মস্তক ন্যস্ত করিয়া বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এই স্থানেই তাঁহার শেষ-শিষ্য সুভদ্র (৫) অর্হত্ব প্রাপ্ত হন; এই

---

(১) ছন্দক বুদ্ধদেবের সারথি। বুদ্ধদেব তাঁহার অশ্ব কন্থককে (অশ্বরাজ) পরিত্যাগ করিলে সে আর নগরে প্রত্যাগমন করে নাই—দুঃখে মৃত হয়। জাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অশ্বরাজের মৃত্যু হইলে সেই মুহূর্ত্তে সে দেবতারূপে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে।

(২) এই স্থানে বুদ্ধদেবকে দাহ করা হয়। হিউয়েন-সিয়াং ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৩) পালি কুশীনারী। বর্ত্তমানেও ইহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। হিউয়েন-সিয়াং ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য। প্রায় দুই মাইল স্থান লইয়া ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

(৪) শালবৃক্ষ।

(৫) বারাণসী-বাসী ১২০ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের রাত্রিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হিউয়েন-সিয়াং ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ

৭৯ পৃষ্ঠা

নগরেই তাঁহারা তাঁহার স্বর্ণের শবাধারে সাত দিবস ধরিয়া উপহার প্রদান করেন ; এই স্থানেই বজ্রপাণি তাঁহার সুবর্ণের গদা নিক্ষেপ করেন ; এবং এই স্থানেই আট জন রাজা (৬) বুদ্ধদেবের ভস্মীভূত শরীরাবশেষ গ্রহণ করেন। এই সকল স্থলেই স্তূপ ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহারা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নগরের লোক সংখ্যা অত্যল্প ; কেবল কয়েক ঘর বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ভিক্ষু আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দ্বাদশ যোজন যাইয়া পর্য্যটকগণ যে স্থানে লিচ্ছবিগণ (৭) বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের স্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং যথায় তিনি তাঁহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছিলেন না, অথচ তাঁহারা তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হওয়াতে, তিনি একটী বৃহৎ ও গভীর খাল খনন করিলে তাঁহারা অগ্রসরে অক্ষম হন এবং বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেন, সেই স্থানে এই ঘটনার বিবরণ প্রস্তর স্তম্ভে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৬) বৈশালীর অধিবাসিগণ। ইঁহারা বুদ্ধদেবের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বৈশালী (১)

এই নগর হইতে দশ যোজন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পর্য্যটকগণ বৈশালী রাজ্যে উপনীত হইলেন। বৈশালী নগরের উত্তরে বৃহৎ অরণ্যে একটী দ্বিতল বিহার (২) আছে; এই বিহারে বুদ্ধদেব বাস করিতেন। আনন্দের শরীরের অর্দ্ধাংশের (৩) উপরে নির্ম্মিত স্তূপও এই স্থানে রহিয়াছে। নগরাভ্যন্তরে আম্রপলি (৪) কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত

---

(১) বৈশালী—অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে ফি-সী-লি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াং সপ্তম খণ্ড দ্রষ্টব্য। কানিংহাম বলিয়াছেন যে, বৈশালী গণ্ডক নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। গণ্ডকের পূর্ব্বতীরে বেসারা নামক একটী গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে রাজা বিশাল-কা-গড় (অর্থাৎ রাজা বিশালের দুর্গ) নামক একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, রাজপ্রাসাদের পরিধি ৪ হইতে ৫ লি অর্থাৎ ৩৫০০ হইতে ৪৪০০ ফীট। কানিংহাম পুরাতন দুর্গটী মাপ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা ১৫৮০ ফীট দৈর্ঘ ও ৭৫০ ফীট প্রস্থ অর্থাৎ ৪৬০০ ফীট। আবুল ফজল বেসার নামক একটী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) মহাবংশে এই বিহারকে মহাবন বিহার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ষড়্বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) অম্বাপলি, আম্রপলি বা আম্রদারিকা—বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক স্থলে ইঁহার উল্লেখ আছে। আম্রপলি বেশ্যাবৃত্তি করিতেন। তিনি অনেক নরকে বাস করিয়া এক লক্ষবার ভিক্ষাবৃত্তি ও দশ সহস্র বার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু,

বিহার অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নগরের তিন লি দক্ষিণে রাজপথের পশ্চিমে পূর্ব্বোক্ত আম্রপলি বুদ্ধদেবের বাসের জন্ত যে উদ্যান দান করিয়াছিলেন, তাহাই অবস্থিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের প্রাক্কালে, যখন তিনি নগরের পশ্চিমদ্বার হইয়া নগর-বহির্ভাগে গমন করিতেছিলেন, তখন নগরের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন "এই স্থানেই আমি শেষবার ধর্ম্মপ্রচার করিলাম (৫)।" পরবর্ত্তীকালে সকলে এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

নগরের তিন লি উত্তর পশ্চিমে "বাণ ধনুক পরিত্যাগের স্থান" নামে (৬) একটী স্তূপ রহিয়াছে। যে কারণে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে তাহা এই:—গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক রাজার হীন জাতীয়া রাজ্ঞী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। প্রধানা রাজ্ঞী উক্ত রাজ্ঞীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া বলে "তুমি একটী অকল্যাণকারী দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ" এবং তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত আধারে সেই মাংসপিণ্ড জলে নিক্ষেপ করে। অন্ত একটী নরপতি নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে এই আধার দেখিতে পান।

কশ্যপ-মহাবুদ্ধের সময় আত্মসংযম অবলম্বন করাতে দেবীত্ব প্রাপ্ত হন এবং অবশেষে, বৈশালীতে আমবৃক্ষের তলদেশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু, আম্রপলি পুনরায় পূর্ব্ববৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিম্বিসারের ঔরসে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মে। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং আম্রপলি সংসার-ত্যাগ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

(৫) এই স্থানের অনুবাদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। লেগী "Here I have taken my last walk" বলিয়াছেন এবং বিল "In this place I have performed the last religious act of my earthly career" বলিয়াছেন। অন্যতম অনুবাদক "This is the last place I shall visit" করিয়াছেন। আমরা বিলের অনুবাদই গ্রহণ করিয়াছি।

(৬) হিউয়েন-সিয়াং সপ্তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আধারটী তাঁহার নিকট আনীত হইয়া উন্মুক্ত হইলে, তন্মধ্যে এক সহস্র ক্ষুদ্র বালক দৃষ্ট হইল। তিনি তাহাদের লালন-পালন করিলেন। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বলবান ও সাহসী হইল এবং বাহুবলে সকলকেই পরাস্ত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা তাহাদের জন্মদাতার রাজ্য আক্রমণ করিল এবং তজ্জন্য ঐ রাজ্যের রাজা অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুঃখিত হইলেন। বালকগণের মাতা তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন যে, "অপর রাজার বলবান ও অসম-সাহসিক সহস্র পুত্র আছে এবং তিনি তাহাদেরই ভরসায় আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেন; এই জন্যই আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছি।" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন "এজন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। কেবল আমার জন্য দুর্গ প্রাচীরের উপরে একটী উচ্চ আসন স্থাপন করুন; যখন তাহারা দুর্গ আক্রমণ করিবে তখন আমিই তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিব।" রাজা রাজ্ঞীর প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং যখন শত্রু দুর্গ আক্রমণ করিল, তখন তিনি দুর্গ প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "তোমরা আমারই গর্ভজাত সন্তান। তোমরা কি প্রকারে এরূপ বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হইয়াছ?" তাহারা উত্তর করিল "কি প্রকারে আপনি আমা-দের গর্ভধারিণী হইলেন?" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন "যদি তোমরা আমার কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিতে না চাও, তবে তোমরা আমার দিকে চাহিয়া মুখ ব্যাদন কর।" তৎপরে, তিনি দুই হস্তে তাঁহার স্তন্য চাপিয়া ধরাতে, প্রত্যেকটি হইতে ৫০০ করিয়া দুগ্ধের ধারা নির্গত হইয়া তাঁহার পুত্রদের মুখে পড়িতে লাগিল। আক্রমণকারীরা বুঝিতে পারিল যে, তিনিই তাহাদের গর্ভ-ধারিণী এবং তাহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উভয় রাজাই ধর্ম্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই প্রত্যেক-বুদ্ধরূপে

পরিণত হইলেন। এই দুই জন প্রত্যেক বুদ্ধের স্তূপ বর্ত্তমানেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে, যখন লোকজ্যেষ্ঠ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন "এই স্থানেই অন্য জন্মে আমি আমার ধনুক ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।" এই প্রকারে সকলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করে এবং স্তূপ এই নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সহস্র পুত্র ভদ্রকল্পের সহস্র বুদ্ধ।

এই স্তূপের পার্শ্বেই বুদ্ধদেব আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না মনস্থ করিয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন "এই সময় হইতে তিন মাসের মধ্যে আমি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব।" রাজা মার (৭) আনন্দকে এরূপ ভাবে বিমোহিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন যে, আনন্দ বুদ্ধদেবকে আরও অধিক কাল পৃথিবীতে বাসের জন্য প্রার্থনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে তিন চারি লি পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঘটনার স্মারকচিহ্ন স্বরূপ একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে—বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীর কয়েকজন ভিক্ষু বিনয় পিঠক সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে ভ্রমে পতিত ও সে জন্য তিরস্কৃত হইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা বুদ্ধদেবেরই কথা। ইহাতে সাত শত অর্হৎ ও ভিক্ষু যাহারা অন্য ভাবে নিয়ম প্রতিপালন করিতেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার বিনয় পিঠক সংক্রান্ত পুস্তক পরীক্ষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা

(৭) দৈত্য-রাজ। বৌদ্ধশাস্ত্রে সময়ে সময়ে শত হস্ত বিশিষ্ট হস্তীতে আরূঢ় মারের উল্লেখ আছে। মার মুনিদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য নানা রূপ-ধারণ করেন।

করেন (৮)। পরবর্ত্তীকালে সকলে এই স্থানে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। ইহা অদ্যাবধিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(৮) দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সঙ্ঘ। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে কশ্যপের সভাপতিত্বে এক সঙ্ঘ আহূত হয়। নরপতি কনিষ্কের সময়ে তৃতীয় সঙ্ঘ আহূত হয়। প্রথম সঙ্ঘে আনন্দ, উপালি ও কশ্যপ সূত্রাদি সংগ্রহ করেন। পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহ ও অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

আনন্দের (১) পরিনির্ব্বাণ

পূর্ব্বদিকে চারি যোজন অগ্রসর হইলে পর্য্যটকগণ পঞ্চনদের সঙ্গম-স্থলে (২) উপনীত হইলেন। পরিনির্ব্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে যখন আনন্দ মগধ হইতে বৈশালী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন দেবতাগণ রাজা অজাতশত্রুকে (৩) এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া ও সৈন্য পরিবৃত হইয়া আনন্দের পশ্চাদ্গমন করিয়া নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে, বৈশালীর লিচ্ছবিগণও আনন্দের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নদীতীরে সমাগত হইলেন। এই প্রকারে উভয় পক্ষই এক সময়ে নদীতীরে পৌঁছিলে, আনন্দ বিবেচনা করিলেন যে, যদি তিনি প্রত্যাবর্ত্তন

---

(১) বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য ও সহচর। যে দিবস শাক্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, আনন্দ সেই দিন জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন সকল পৃথিবী আনন্দে মগ্ন হইয়াছিল বলিয়া, আনন্দ নাম প্রদান করা হয়। বুদ্ধদেবের পদানুসরণ করিয়া ইনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

(২) এই স্থান সঠিক রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। ফা-হিয়ান বৈশালী পৌঁছিবার পূর্ব্বে গণ্ডক পার হইয়াছিলেন। বৈশালী হইতে তিনি গণ্ডকের বাম তীর হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

(৩) বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রু পিতৃ-হত্যা সাধন করিয়া মগধের সিংহাসনাধিরোহণ করেন। বর্ত্তমানকালে, ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ৫৭৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। পরে বুদ্ধদেব তাঁহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন

করেন, তবে লিচ্ছবিগণ রুষ্ট হইবেন। কিন্তু, অগ্রসর হইলে রাজা অজাতশত্রু ক্রোধান্বিত হইবেন। তজ্জন্য তিনি নদীর ঠিক মধ্যস্থলে সমাধি-প্রাপ্ত (৪) হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং নদীর উভয় তীরে অর্দ্ধাংশ স্থাপিত করিলেন। সুতরাং, প্রত্যেক রাজাই (৫) অর্দ্ধাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, নিজ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া, এক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন (৬)।

(৪) সমাধি—বৌদ্ধধর্ম্মের এক অঙ্গ। "বিশ্বকোষ' একবিংশ খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) ফা-হিয়ান বলিতেছেন যে, আনন্দ সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া নদীমধ্যে ভস্মীভূত হইলেন। আবার বলিতেছেন যে, তৎপরে তিনিই তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক তীরে একার্দ্ধ রক্ষা করিলেন।

(৬) বৈশালীতে তখন সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে, সে স্থানে রাজাও ছিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পাটলিপুত্র (১)

নদী পার হইয়া এবং দক্ষিণ দিকে এক যোজন (২) অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজকগণ মগধ রাজ্যের অন্তঃর্গত পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন। এই নগরেই রাজা অশোক (৩) বাস করিতেন। নগর-মধ্যস্থ রাজ-প্রাসাদ এবং অন্যান্য গৃহ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে। রাজা অশোক-নিয়োজিত দৈত্যগণই এই সকল প্রাসাদাদির প্রস্তর স্তূপীকৃত, প্রাচীর ও দ্বার নির্ম্মাণ এবং কারুকার্য্য সুশোভিত ও মণিমুক্তাখচিত স্থাপত্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর কোন মনুষ্যই এরূপ সুকৌশলে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিত না।

রাজা অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (৪) অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জন ও নিশ্চিন্তে গৃধ্রকূট (৫) পর্ব্বতে বাস করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। রাজা

(১) পাটলিপুত্র—বর্ত্তমান পাটনা। পাটলিপুত্র সম্বন্ধে এক বিস্তৃত পাদটীকা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আর এ স্থলে পাদটীকা দেওয়া হইল না।

(২) প্রায় চারি মাইল।

(৩) অশোক নিজ রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন।

(৪) রাজভ্রাতা মহেন্দ্র। মহাবংশে "মহিন্দর" উল্লেখ আছে কিন্তু সে স্থলে তিনি রাজা অশোকের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

(৫) আমরা অধ্যাপক জ্যাকসন-কৃত গৃধ্রকূট পর্ব্বতের বর্ত্তমান আলোকচিত্র প্রদান করিলাম। উনত্রিংশ অধ্যায়ে গৃধ্রকূটের বিস্তৃত বর্ণনা ফা-হিয়ান প্রদান করিয়াছেন। পর্য্যটক হিউয়েন-সিয়াং নবম খণ্ডে গৃধ্রকূটের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং যাহাতে রাজভ্রাতার সকল অভাব পূরণ হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আসিয়া বাস করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ ও অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, রাজভ্রাতা পর্ব্বতে নির্জ্জনবাসই পছন্দ করিয়া রাজ-নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন এবং আমি আপনার বাসের জন্য নগরাভ্যন্তরে একটী পর্ব্বত নির্ম্মাণ করাইয়া দিব।" তদনুসারে রাজা অশোক নিমন্ত্রণোপযোগী আহার্য্য-সংগ্রহ ও দৈত্যগণকে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন "আগামী কল্য তোমরা সকলেই আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে; কিন্তু, তোমাদের উপবেশনের জন্য আসন নাই, সুতরাং, প্রত্যেকেই উপবেশনার্থ এক একখানি প্রস্তর আনয়ন করিবে।" পরদিবস দৈত্যেরা প্রত্যেকে এক একখানি বৃহৎ প্রস্তর-সহ আগমন করিল। আহারান্তে, রাজা দৈত্যগণকে ঐ সকল প্রস্তরাসন একখানির উপর অন্যখানি স্তূপীকৃত করিয়া একটী পর্ব্বত নির্ম্মাণ করাইলেন এবং পর্ব্বতের পাদদেশে ৩৫ ফীট দীর্ঘ, ২২ ফীট প্রস্থ এবং ১১ ফীট উচ্চ একটী প্রস্তরের কক্ষও পাঁচখানি বৃহৎ প্রস্তর-যোগে প্রস্তুত করাইলেন।

এই নগরে, কোন সময়ে রাধাস্বামী নামক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী, সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী, সচ্চরিত্র এক ব্রাহ্মণ (৬) একাকী

ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সিয়াং বর্ণিত এই সকল স্থান আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। বুদ্ধদেব অনেককাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

(৬) ফা-হিয়ান রাধাস্বামীকে মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত অথচ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। সম্ভবতঃ রাধাস্বামী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেগী "Brahman by caste, but a Buddhist by faith"—জাতিতে ব্রাহ্মণ কিন্তু ধর্ম্মে বৌদ্ধ বলিয়া পাদটীকা দিয়াছেন।

পাটলিপুত্রের রেলিং

৮৯ পৃষ্ঠা
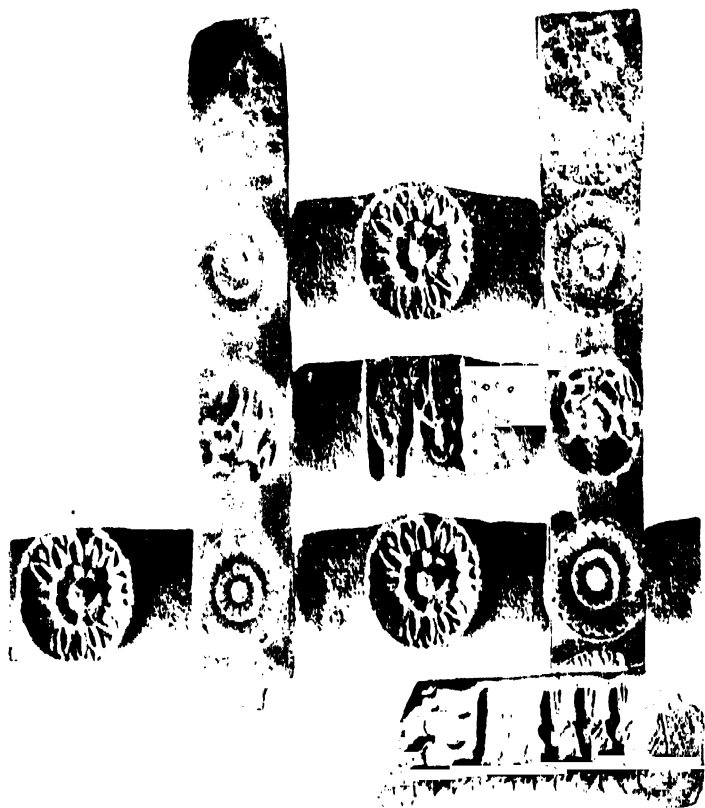
Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros

বাস করিতেন। এতদ্দেশীয় রাজা তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিতেন। রাজা যখন তাঁহার তত্ত্ববার্ত্তা লইতে ও প্রণাম করিতে যাইতেন, তখন রাধাস্বামীর সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না; এবং, যত্তপি তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিতেন, তাহা হইলে রাজা হস্ত ত্যাগ করিবামাত্র রাধাস্বামী উহা বারি দ্বারা ধৌত করিতেন (৭)। তিনি, সম্ভবতঃ, পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক বয়স্ক ছিলেন এবং রাজ্যশুদ্ধ সকলেরই তাঁহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। কেবল এই এক ব্যক্তি দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপৃত হইল এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ যতিগণকে নির্য্যাতন করিতে সাহসী হইতেন না।

রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপের নিকটে মহাযান (৮) সম্প্রদায়ের জন্য একটী সুন্দর ও সম্ভ্রমাকর্ষক সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছে; হীনযান সম্প্রদায়েরও একটী সঙ্ঘারাম আছে। এই উভয় সঙ্ঘারামে ৬।৭ শত যতি বাস করেন। শ্রমণগণের ব্যবহার এবং পাঠোপযোগী ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উপযুক্ত।

চতুর্দ্দিক হইতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রমণ ও পাঠাধ্যায়িগণ এই সঙ্ঘারামদ্বয়ে উপনীত হইয়া থাকেন। মঞ্জুশ্রী (৯) নামক এক ব্রাহ্মণ-শিক্ষক এই সঙ্ঘারামে বাস করেন। এই রাজ্যের প্রধান শ্রমণ ও মহাযান-ভিক্ষুগণ মঞ্জুশ্রীকে বিশেষ সম্মান করেন এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

(৭) বিল বলিতেছেন যে রাধাস্বামী এরূপ ক্ষেত্রে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতেন। লেগী মাত্র হস্ত প্রক্ষালনের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) পরিশিষ্টে মহাযান ও হীনযান সম্বন্ধীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৯) মঞ্জুশ্রী—ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই প্রদেশের নগর ও গ্রামগুলিই মধ্যরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অধিবাসীরা ধনী ও সমৃদ্ধিশালী এবং উপচিকীর্ষা ও ধর্ম্মাচরণে একে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রত্যেক বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে (১০) তাহারা প্রতিমা সকলের শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করে। তাহারা চতুর্চক্র বিশিষ্ট রথ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বংশনির্ম্মিত পাঁচটী তলাবিশিষ্ট এক রথ নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থলে ২০ হস্ত বা ততোধিক উচ্চ স্তূপাকৃতি কাষ্ঠের এক স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। ইহার চতুস্পার্শ্বে শ্বেতবস্ত্র ও কেশ নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হয় এবং তৎপরে ইহাকে নানাবর্ণে চিত্রিত করা হয়। সুবর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি-গ্রথিত দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয় এবং তদুপরি রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপ স্থাপনা করা হয়। রথের চতুষ্কোণে কোলঙ্গা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটীতে উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং পরিচারকবেশী বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। সুন্দর ও সম্ভ্রমাকর্ষক প্রায় কুড়ি খানি রথ আনয়ন করা হয়: কিন্তু প্রত্যেক রথ বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত। নির্দ্ধারিত দিবসে রাজ্যস্থ যতিগণ ও অপরাপর জনসাধারণ একত্র হন; গায়ক ও অভিজ্ঞ বাদ্যকরগণ সমবেত হয় এবং পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য সহকারে তাহারা উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণগণ অগ্রসর হইয়া বৌদ্ধগণকে নগর-প্রবেশে আমন্ত্রণ করেন। ইঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় দুই রাত্রি অতিবাহিত করেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাঁহারা বর্ত্তিকাসকল প্রজ্বলিত রাখেন; সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে এবং উপহার প্রদত্ত হয়। অন্য সকল

---

(১০) অন্যতম অনুবাদক এই স্থানে লিখিয়াছেন "Every year in celebration of the eighth day of the moon"—বুদ্ধদেব এই দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যেও এই প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। এই সকল রাজ্যের বৈশ্যাধিপতিগণ নগরে নগরে ঔষধাদি বিতরণের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় (১১) স্থাপন করেন। দেশস্থ দরিদ্র ও আতুর, খঞ্জ, ব্যাধিত, বৃদ্ধ সকলেই এই সকল গৃহে গমন করে এবং সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় ও চিকিৎসকগণ রোগীর রোগ পরীক্ষা করেন। রোগীর প্রয়োজনীয় পথ্য ও ঔষধ প্রদত্ত হয় এবং তাহারা স্বচ্ছন্দে বাস করে। আরোগ্য-লাভ করিলে তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করে।

যখন রাজা অশোক সাতটী স্তূপ ধ্বংস করিয়া, ৮৪,০০০ স্তূপ নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন তখন সর্ব্বপ্রথমে তিনি যে বৃহৎ স্তূপটী নির্ম্মাণ করেন, তাহা এই নগরের দক্ষিণে কিঞ্চিদধিক তিন লি দূরে অবস্থিত। এই স্তূপের সম্মুখে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন রহিয়াছে এবং তদুপরি একটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিহারের দ্বার উত্তরাভিমুখী এবং ইহার

---

(১১) অশোকের দ্বিতীয় অনুশাসন দ্রষ্টব্য। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা নিজ রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং পার্শ্বস্থ চোল, পাণ্ড্য, সত্যিয়পুত্র, কেরলপুত্র, এমন কি তাম্রপর্ণী প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণের রাজ্যে এবং এণ্টিওকস নামক যবন রাজ্যের ও উক্ত যবনরাজ্যের সামন্ত নৃপতিগণের রাজ্যেও দুই প্রকার চিকিৎসালয় —মনুষ্য চিকিৎসালয় ও পশু চিকিৎসালয়—স্থাপন করিয়াছেন।" অশোকের অনুষ্ঠিত চিকিৎসালয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট-স্মিথ (Vincent Smith) বলিয়াছেন :—

"No such foundation was to be seen elsewhere in the world at that date : and its existence, anticipating the deeds of modern christian charity, speaks well both for the character of the citizens, who endowed it, and for the genius of the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease. The earliest hospital in Europe is said to have been opened in the tenth century."

দক্ষিণে চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ হস্ত পরিধি ও ত্রিশহস্তের অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট একটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভোপরি নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে :—"অশোক যতিসঙ্ঘকে জম্বুদ্বীপ দান করিয়াছিলেন এবং পরে উহা অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনবার তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" এই স্তূপের ৩।৪ শত পদ দূরে রাজা অশোক নিল নগরে স্থাপন করেন। এই স্থানে ত্রিশ ফীটের অধিক উচ্চ একটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে এবং ইহার উর্দ্ধদেশে একটী সিংহ আছে। কি ঘটনা পরম্পরায় নিলি নগর স্থাপিত হইয়াছিল, এবং নগর স্থাপনের বৎসর, দিন ও মাস ঐ স্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

কীর্তিপুরে প্রাপ্ত স্তম্ভ শীর্ষ
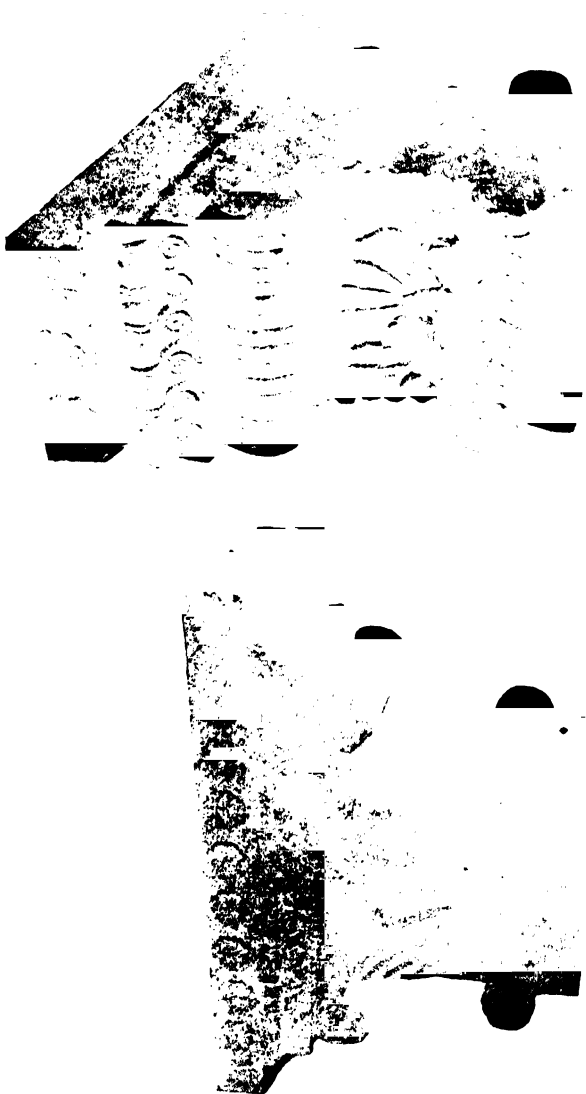
অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রাজগৃহ

পর্য্যটকগণ এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে নয় যোজন পথ অগ্রসর হইয়া একটী ক্ষুদ্র নির্ম্মল প্রস্তর শৈলে (১) উপনীত হইলেন। ইহার উর্দ্ধদেশে প্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষ আছে; কক্ষের দ্বার দক্ষিণাভিমুখী। যখন দেবতাধিপতি শক্র বংশীবাদন পূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে প্রীত করিবার অভিলাষে দেব-বাদ্যকর পঞ্চশিখাকে আনয়ন করেন, তখন বুদ্ধদেব এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন শক্র প্রস্তরের উপর নিজ অঙ্গুলি দ্বারা রেখাঙ্কন করিয়া বুদ্ধদেবকে বিয়াল্লিশটী (২) প্রশ্ন করিলেন। এই সকল রেখাচিহ্ন বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়; এবং এই স্থানে একটী সঙ্ঘারামও আছে।

এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক যোজন পথ অতিক্রম করিয়া যে স্থানে সারিপুত্র জন্মগ্রহণ এবং পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই

(১) হিউয়েন-সিয়াং ইহাকে ইন্দ্র-শীলা গুহা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য। গিরিয়ক নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী শৈলকে এই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই শৈলের দুইটী শীর্ষ আছে—একটী শীর্ষের উপরে বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

(২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নল গ্রামে (৩) পর্য্যটকগণ উপনীত হইলেন (৪)। যে স্থানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, সেই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়। অদ্যাপিও সেই স্তূপ রহিয়াছে।

পশ্চিমদিকে আর এক যোজন পথ অগ্রসর হইলে তাঁহারা রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নূতন-রাজগৃহ (৫) নগরে উপনীত হইলেন।

(৩) নালন্দ—বর্ত্তমান বড় গাঁ। নালন্দের সুপ্রসিদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়। কানিংহাম ২৬০০ ফীট দীর্ঘ ও ৪০০ ফীট প্রস্থ স্থানে ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ঐ স্থানকেই নালন্দের মঠ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফা-হিয়ান নালন্দকে গিরিয়ক হইতে এক যোজন বলিয়াছেন। সিংহলের পালি গ্রন্থেও নালন্দকে রাজগৃহ হইতে ১ যোজন দূরবর্ত্তী বলা হইয়াছে। হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, নালন্দ বুদ্ধগয়ার পিপুলবৃক্ষ হইতে ৭ যোজন অর্থাৎ ৪৯ মাইল। রাজপথের দূরত্ব হিসাবে এই গণনা ঠিক। সকল দিক বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান বড় গাঁকে নিঃসন্দেহে নালন্দ বলা যাইতে পারে। আমরা স্বচক্ষে নালন্দ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

(৪) চৈনিক গ্রন্থে সারিপুত্রের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—যখন সারিপুত্র জানিতে পারিলেন যে, তথাগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন তখন তিনি বুদ্ধদেবকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি কদাচ ঐ ঘটনা চক্ষে দেখিবেন না—কারণ তিনি উহা সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনবার তিনি এই কথা নিবেদন করিলে, বুদ্ধদেব তাঁহাকে নির্ব্বাণের অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সারিপুত্র একশত বার বুদ্ধদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং বুদ্ধদেবের পদযুগল তিনবার নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া, রাজগৃহে প্রস্থান করিয়া তথায় নির্ব্বাণ-লাভ করিলেন।

(৫) এই স্থানেই বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণান্তে প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহূত হয়। ফা-হিয়ানের মতে অজাতশত্রু ইহা নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু, কোন কোন লেখক রাজা বিম্বিসার এই নগর নির্ম্মাণ করেন এইরূপ বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ পিতা যাহা আরম্ভ করেন, পুত্র তাহা সম্পন্ন করেন।

রাজগৃহ

এই নগরে দুইটী সঙ্ঘারাম ছিল। নগরের পশ্চিমদ্বারের তিনশত পদ দূরে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর উচ্চ, বৃহৎ, সুন্দর ও সম্ভ্রমাকর্ষক স্তূপ রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া এবং দক্ষিণদিকে চারি লি অগ্রসর হইলে একটী উপত্যকায় উপস্থিত হওয়া যায়। চক্রাকার এই উপত্যকা পাঁচটী পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত এবং এই পর্ব্বতমালা দেখিতে নগর প্রাচীরের ন্যায়। এই স্থানেই রাজা বিম্বিসারের পুরাতন রাজধানী ছিল,—ইহা উত্তর দক্ষিণে সাত কি আট লি এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে পাঁচ ছয় লি। এই স্থানেই সারি-পুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন উপসেনার (৬) সাক্ষাৎলাভ করেন; নিগ্রন্থ (৭) এই স্থানেই অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া এবং বিষাক্ত অন্ন রন্ধন করিয়া বুদ্ধদেবকে ঐ অন্ন আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন; রাজা অজাতশত্রু (৮) মদ্যপানে উন্মত্ত এক কৃষ্ণকায় হস্তীকে বুদ্ধদেবকে বিনষ্ট করিবার জন্য এইস্থানেই প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং নগরের উত্তর-দক্ষিণ কোণে এক বৃহৎ বক্র উপত্যকায় জীবক অম্বপালির (৯) উদ্যানে এক বিহার নিম্মাণ

(৬) অন্যতম নাম অশ্বজীৎ। বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে যে পাঁচজন শিষ্য লাভ করেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম।

(৭) নিগ্রন্থ—বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী—(ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী)। হিউয়েন-সিয়াং দ্রষ্টব্য।

(৮) দেবদত্ত কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়াই অজাতশত্রু এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

(৯) পঞ্চবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। জীবক অম্বপালির গর্ভে ও বিম্বিসারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।

করিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেবকে উপহার প্রদান ও প্রতিপালনের জন্য ১২৫০ শিষ্যসহ বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনাই এই স্থানেই সম্পাদিত হয়। এই সকল স্থান পূর্ব্বেরই ন্যায় রহিয়াছে; কিন্তু নগরাভ্যন্তরে কিছুই নাই—শূন্য ও পরিত্যক্ত। একটী লোকও এই নগরে বাস করে না।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

গৃধ্রকূট পর্ব্বত (১)

উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে পর্ব্বত-গাত্র হইয়া পঞ্চদশ লি অগ্রসর হইলে পর্য্যটকগণ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উর্দ্ধদেশ হইতে তিন লি নিম্নে দক্ষিণাভিমুখী একটী পর্ব্বত-কন্দর আছে। বুদ্ধদেব এই স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে, ত্রিশ পদ দূরে অন্য একটী গহ্বরে আনন্দের ধ্যানমগ্নাবস্থায় দেবতা মার পিশুন (২) বৃহৎ এক গৃধ্রের আকার ধারণ করিয়া গুহার সম্মুখে থাকিয়া শিষ্যকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন, বুদ্ধদেব তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে পর্ব্বতভেদ করিয়া আনন্দের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহার ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন। পক্ষীর পদচিহ্ন এবং বুদ্ধদেবের হস্তার্পণের চিহ্ন অদ্যাপিও রহিয়াছে এবং এই কারণেই এই পর্ব্বতকে গৃধ্রকূট পর্ব্বত বলা হয়।

পর্ব্বত-কন্দরের সম্মুখে যে সকল স্থানে চারি জন (৩) বুদ্ধ উপবেশন

(১) হিউয়েন-সিয়াং নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য। এই পর্ব্বতের কেন এরূপ নামকরণ হইল, তাহা ফা-হিয়ান এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকগণ বলেন যে, ইহার শীর্ষদেশ গৃধ্রের ন্যায় বলিয়া ইহা এই নামে আখ্যাত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) মারের অন্যতম নাম।

(৩) শাক্যমুনি, কশ্যপ, কনকমুনি এবং ক্রকুচ্ছন্দ—ইঁহারা সকলেই ভদ্রকল্পে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান রহিয়াছে। অর্হৎগণ যে সকল গুহায় উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন, সেই সকল স্থানও রহিয়াছে। এই প্রকার কয়েক শত গুহা আছে। বুদ্ধদেবের কক্ষের সম্মুখে তাঁহার ভ্রমণকালে যে স্থানে দেবদত্ত পর্ব্বতের উত্তরদিক হইতে বুদ্ধদেবের প্রতি পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আঘাত করেন, সেই স্থানে এই পর্ব্বত অদ্যাপিও রহিয়াছে (৪)।

যে গৃহে বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সেই গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল গৃহ-প্রাচীরের ইষ্টকের ভিত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের চূড়াগুলি সুন্দর সবুজবর্ণ বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রমাকর্ষক; অন্য পাঁচটী পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা এইটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ফা-হিয়ান নূতন রাজগৃহে গন্ধ, পুষ্প, তৈল এবং বর্ত্তিকা ক্রয় করিয়া ও এই সকল পর্ব্বত-চূড়ায় লইবার জন্য তত্রস্থ দুইজন ভিক্ষুর সাহায্য-গ্রহণ করিলেন। তিনিও পর্ব্বতের শীর্ষদেশে উপনীত হইয়া পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্য দ্বারা পূজা করিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগতা হইলে প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। তিনি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু চক্ষের জল নিবারণ করিয়া বলিলেন "এই স্থানে বুদ্ধদেব সুরঙ্গম সূত্র

(৪) বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পুরাকালে রাজগৃহে "সিউয়ান" নামক এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং সিউয়ানের "সিউমোথি" নামক এক পুত্র ছিলেন। সিউয়ানের মৃত্যুর পরে সিউমোথি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করেন ও লোষ্ট্রাঘাতে তাঁহার জীবনান্ত করেন। এই জন্য পরবর্ত্তী জন্মে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেবদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তথাগতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে আঘাত করে ও তাহাতে রক্তপাত হয়।

প্রচার করিয়াছিলেন। আমার এমন সময়ে জন্ম হইয়াছিল যে, আমি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারি নাই; এবং এক্ষণে, তিনি যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তাহাই আমি দেখিতে সমর্থ হইলাম; অন্য কিছুই নাই।" এই বলিয়া তিনি পর্ব্বত-কন্দরের সম্মুখে সুরঙ্গম সূত্র (৫) আবৃত্তি করিলেন এবং তথায় রাত্রি-বাস করিয়া নূতন রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৫) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ত্রিংশ অধ্যায়

বেণুবন

পুরাতন নগর হইতে তিনশত পদ দূরে, রাজপথের পশ্চিমে পর্য্যটকগণ করণ্ড বেণুবন (১) ও তন্মধ্যস্থ পুরাতন বিহার দেখিতে পাইলেন। কয়েকজন যতি এই স্থান পরিষ্কৃত রাখেন ও জলসিঞ্চন করেন।

বিহারের উত্তরে দুই কি তিন লি দূরেই শ্মশান। চীন ভাষায় এই শব্দের অর্থ "যে ভূমিতে মৃতকে নিক্ষেপ করা হয়।"

পর্য্যটকগণ দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বত-গাত্র দিয়া পশ্চিম দিকে তিন শত পদ অগ্রসর হইলে পর্ব্বত-গাত্রে পিপ্পল গুহা (২) নামে এক গহ্বর দেখিতে পান। মাধ্যাহ্নিক আহার গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব এই স্থানে নিয়মিত ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতেন।

পশ্চিম দিকে আরও ৫।৬ লি অগ্রসর হইলে, পর্ব্বতের উত্তরে, তাঁহারা শ্রতপর্ণ গুহা দেখিতে পান। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণান্তে পাঁচশত অর্হৎ

(১) রাজা বিম্বিসার এই বন বুদ্ধদেবকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন এবং বিম্বিসার এই বনে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। এক বিষাক্ত সর্প নিদ্রিত বিম্বিসারকে দংশনে উদ্যত হইলে, করণ্ড নামক এক পক্ষীর চীৎকারে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং এই প্রকারে রাজার জীবন রক্ষা পাওয়াতে এই বনকে এই নামে আখ্যাত করা হয়। হিউয়েন-সিয়াং নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য। ইৎ- সং দ্রষ্টব্য।

(২) বুদ্ধদেব এই গুহায় ধ্যানমগ্ন হইয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন।

এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া সূত্রগুলি আনয়ন করেন। তিনখানি উচ্চাসন প্রস্তুত করিয়া বিশেষরূপে সজ্জিত করা হয়। বামদিকের আসনে সারিপুত্র আসন পরিগ্রহণ করেন এবং মৌদ্গাল্যায়ন দক্ষিণের আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৯ জন অর্হৎ উপস্থিত ছিলেন। মধ্যবর্ত্তী আসনে মহাকশ্যপ সভাপতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দ বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ে এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; উহা অদ্যাপিও রহিয়াছে।

পর্ব্বত গাত্রে অনেকগুলি গহ্বর আছে; এই সকল গহ্বরে অর্হৎগণ উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। নগরের উত্তর দ্বারে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে তিন লি অগ্রসর হইলে দেবদত্তের প্রস্তর-কক্ষে (৩) উপনীত হওয়া যায় এবং এই কক্ষ হইতে পঞ্চাশ পদ দূরে বৃহৎ, চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণের পর্ব্বত রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তীকালে একজন ভিক্ষু এই পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন:—"এই দেহ অনিত্য, কষ্টদায়ক ও অহঙ্কারের কারণ এবং ইহা অপবিত্র। এই দেহের উপরে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে এবং ইহা আমাকে নির্য্যাতন করিতেছে।" ইহা মনে করিয়া তিনি ছুরিকা গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু, তিনি পুনর্ব্বার এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন:— "পৃথিবীপূজ্য আত্মহত্যা নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আমি তিনটী রিপুকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।" তৎক্ষণাৎ, নিজ ছুরিকা দ্বারা তিনি

(৩) শ্রুতপর্ণ বা সতপন্ন গুহা। এই গুহা রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সোন ভাণ্ডার নামে খ্যাত এক গুহার কথা অবগত হওয়া যায়। আমরা একটী বৃহৎ গুহা পর্ব্বতোপরি দেখিয়াছি কিন্তু বস্তুতঃ উহাই সতপন্ন গুহা কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

তাঁহার কণ্ঠ ছেদন করিলেন। প্রথম ছেদে তিনি স্রোতাপন্ন লাভ করিলেন; গলদেশের অর্দ্ধেক ছেদিত হইলে তিনি অনাগামীন্ এবং ঐ কার্য্য শেষ হইলে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া ও পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।
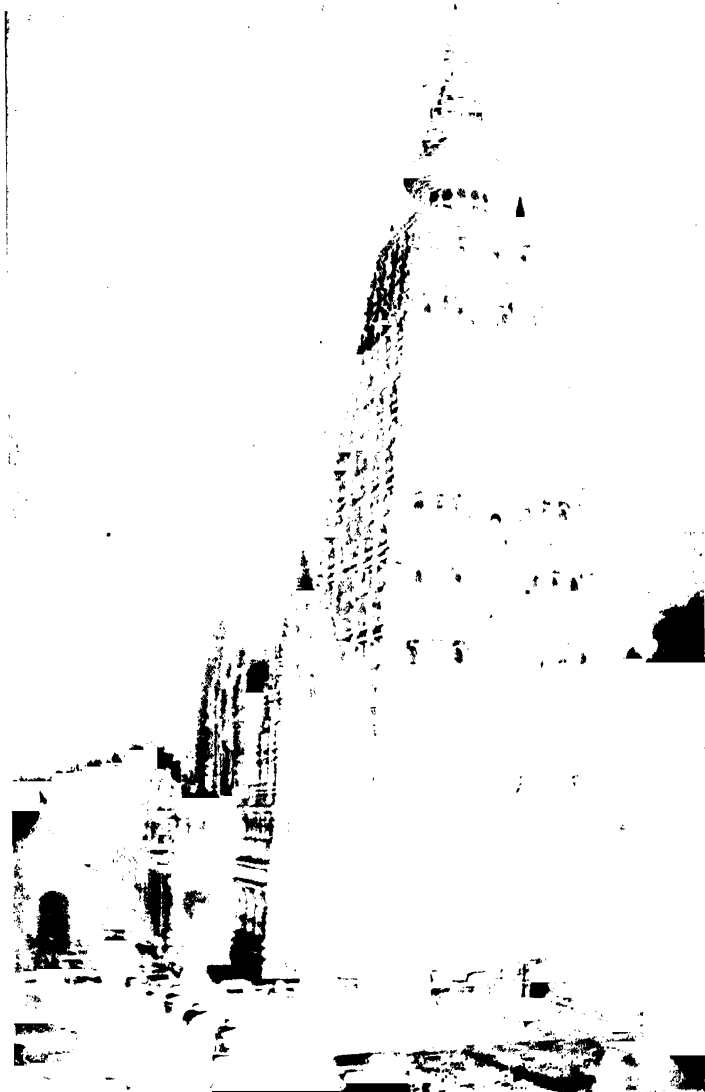
একত্রিংশ অধ্যায়

গয়া

এই স্থান হইতে পশ্চিমদিকে চারি যোজন পথ অগ্রসর হইয়া, পর্য্যটকগণ গয়া (১) নগরে উপনীত হইলেন; নগরের অভ্যন্তর শূন্য ও পরিত্যক্ত। পুনর্ব্বার দক্ষিণ দিকে কুড়ি লি অগ্রসর হইয়া যে স্থানে বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর ধরিয়া (২) কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, পরিব্রাজকগণ তথায় উপনীত হইলেন।

এই স্থান হইতে তুই লি উত্তরে যে স্থানে বুদ্ধদেব অবগাহনার্থ জলমধ্যে প্রবেশ করিলে, (২) জনৈক দেবতা তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলনের জন্য বৃক্ষ-শাখা অবনত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

এই স্থান হইতে তুই লি উত্তরে যে স্থানে গ্রাম্য-বালিকাগণ (৩) বুদ্ধদেবকে পরমান্ন প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং পুনর্ব্বার উত্তরদিকে তুই লি অগ্রসর হইলে যে স্থানে বুদ্ধদেব এক

(১) বর্ত্তমান গয়ার পূর্ব্বপশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে ইহা বুদ্ধগয়া নামে খ্যাত। শাক্যমুনি এই স্থানে সাত বৎসর অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

(২) নীলাঞ্জন নদীতে অবগাহন কালীন এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

(৩) সিংহলে প্রচলিত পুস্তকেও সুজাতা কর্ত্তৃক পরমান্ন প্রদানের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্তরোপরি উপবেশন করিয়া ঐ পরমান্ন আহার করিয়াছিলেন সেই স্থান তাঁহারা দর্শন করিলেন। অদ্যাপিও সেই বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। প্রস্তর খণ্ডখানি দীর্ঘ-প্রস্থে প্রায় ছয় হাত এবং উচ্চে কিঞ্চিদধিক দুই হস্ত। মধ্যভারতে শীত ও গ্রীষ্মের সমতার জন্য বৃক্ষাদি সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কোন কোন স্থানে দশসহস্র বৎসরও জীবিত থাকে।

উত্তর পূর্ব্বদিকে অৰ্দ্ধযোজন দূরে বোধিসত্ত্ব পর্ব্বত-গাত্রস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া যুগ্মাসনে আসীন ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন "যদি আমার পক্ষে বুদ্ধত্ব-লাভ সম্ভব হয়, তবে যেন কোন অলৌকিক চিহ্ন প্রকাশ পায়।" তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতগাত্রে কিঞ্চিদধিক তিন ফীট উচ্চ বুদ্ধের ছায়ার আবির্ভাব হইল। এই ছায়া অদ্যাপিও উজ্জ্বল রহিয়াছে। এই সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং দেবতাগণ আকাশে পরিষ্কার স্বরে বলিতে লাগিলেন "এই স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ অথবা যিনি আসিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন নাই, বা করিবেন না। এই স্থান হইতে অৰ্দ্ধ যোজন দক্ষিণ পশ্চিমে যে পত্র (৪) বৃক্ষ আছে সেই স্থানেই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী বুদ্ধগণও করিবেন।" এই কথা বলিবার পরক্ষণেই দেবতাগণ সঙ্গীত ধ্বনি সহ অগ্রবর্ত্তী হইবার পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

(৪) তালবৃক্ষ বলিয়া লেগী পাদটীকা দিয়াছেন। ফা-হিয়ানের "পই-টো" অর্থে লেগী পত্র বৃক্ষ (palm tree) করিয়াছেন। কিন্তু, কোন গ্রন্থকারই ইহাকে তালগাছ বলেন না। হিউয়েন-সিয়াং "পিপল বৃক্ষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "পই-টো" — বট বৃক্ষ — বোধি। অনেক গ্রন্থকারই বোধি বৃক্ষ বলিয়াছেন।

ছয় বৎসর তপস্যান্তে

১০৫ পৃষ্ঠা

বোধিসত্ত্বও গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষের ত্রিশ পদ দূরে একজন দেবতা তাঁহাকে কুশ (৫) প্রদান করিলে তিনি উহা গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব পত্রবৃক্ষতলে কুশ স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন রাজা মার তিনটী সুন্দরী যুবতীকে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা উত্তর হইতে এবং স্বয়ং রাজা মার দক্ষিণ হইতে তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় মৃত্তিকায় স্থাপন করিলে দৈত্যসৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রস্থান করিল এবং পূর্ব্বোক্তা যুবতীত্রয় বৃদ্ধারূপে পরিণতা হইল।

যে স্থানে বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং উল্লিখিত অন্যান্য স্থান সমূহে পরবর্ত্তীকালে জন-সাধারণ স্তূপ নির্ম্মাণ ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্যাপিও এই সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে স্থলে বুদ্ধদেব মোক্ষলাভ করিয়া বিমুক্তি ভোগ করিয়াছিলেন; যে পত্র বৃক্ষ-তলে তিনি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে সপ্ত দিবস কাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; যে স্থানে দেবতাগণ বহুমূল্যবান সপ্তরত্ন নির্ম্মিত গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সপ্তদিবস অনবরত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; যে ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে তিনি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন; এবং ব্রহ্মদেব আসিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন (৬); যে স্থানে অন্ধ মুচিলিন্দ দৈত্য

---

(৫) "Grass of lucky omen" বলিয়া লেগী অনুবাদ করিয়াছেন।

(৬) বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া শাক্যমুনি নির্ব্বাণ লাভ করিবেন কি ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ শাক্যকে ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি ধর্ম্মের

(৭) সাত দিবস তাঁহাকে বৃত্তাকারে রক্ষা করিয়াছিলেন; যে স্থানে চারি জন দেবরাজ (৮) তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র আনয়ন করিয়াছিলেন; যে স্থানে পাঁচশত বণিক্ ভর্জ্জিত অন্ন ও মধু প্রদান করিয়াছিলেন; এবং যে স্থানে বুদ্ধদেব কশ্যপ-ভ্রাতৃগণ (৯) ও তাঁহাদের সহস্র শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—এই সকল স্থলেই স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছে।

যে স্থানে বুদ্ধদেব মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথায় তিনটী সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হয়; যতিগণ এক্ষণেও সেই স্থানে বাস করেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসিগণ যতিগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান

জন্য যেরূপ অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন। জম্বুদ্বীপের নরপতিরূপে তিনি সহস্র লৌহশলাকা বিদ্ধ হইয়াছিলেন, বারাণসীধামে নিজ দেহের চর্ম্ম দ্বারা কাগজ ও অস্থি দ্বারা লেখনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অগ্নিকুণ্ডে কি প্রকারে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই সকল স্মরণ করাইয়া দেবগণ তাঁহাকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৭) মুচিলিন্দ দৈত্য ঝটিকা ও বৃষ্টিপতন কালে বুদ্ধদেবকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

(৮) বুদ্ধদেব একদা ৪৯ দিন অনাহারে ছিলেন। সেই সময় দুইজন বণিক্ বনস্পতিদ্বারা সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে ভর্জ্জিত চাউল ও মধু প্রদান করেন। কিন্তু, বুদ্ধদেবের নিকট আহার গ্রহণের কোন পাত্র না থাকায়, চারিজন দেবতা চারিটী সুবর্ণ পাত্র আনয়ন করিলে তিনি উহা গ্রহণে অসম্মত হন। অবশেষে সাধারণ একটী পাত্র আনয়ন করিলে তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। কোন কোন গ্রন্থে দুইজন বণিকের স্থলে পাঁচশত বণিকের উল্লেখ আছে।

(৯) মহাকশ্যপের সহিত এই কশ্যপের কোন সংস্রব ছিল না। উরুবিল্ব, নদী-কশ্যপ এবং গয়া কশ্যপ নামে তিন ভ্রাতা। ইঁহারা পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য হইয়াছিলেন।

করেন; সুতরাং কোনরূপ অভাব নাই। যতিগণ বিনয়পিটক সংক্রান্ত নিয়মাবলী যথাযথরূপে প্রতিপালন করেন। উপবেশন, উত্থান এবং অন্যান্য সকলের সমবেত হইবার কালে প্রবেশ সম্বন্ধীয় নিয়ম বুদ্ধদেবের এই পৃথিবীতে অবস্থানকালীন যে ভাবে প্রতিপালিত হইত, বর্ত্তমানেও সেইরূপে প্রতিপালিত হয়। যে স্থানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে তিনি জ্ঞানলাভ করেন; যে স্থানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এবং যে স্থানে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন এই স্থান চারিটীই (১০) নির্দ্ধারিত হইয়া চারিটী বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১০) কপিলবস্তু, গয়া, বারাণসী এবং কুশীনগর।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

রাজা অশোক

পূর্ব্বজন্মে রাজা অশোক বাল্যকালে রাজপথে ক্রীড়ারত থাকাকালীন(১) বুদ্ধকে (২) ভ্রমণ-রত দেখিতে পান। বালকের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, বালক সাহ্লাদে এক মুষ্টি ধূলি গ্রহণ করিয়া কশ্যপকে প্রদান করেন। বুদ্ধ ঐ ধূলি মুষ্টি গ্রহণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু ইহারই প্রতিদান স্বরূপ বালক জম্বুদ্বীপের রাজা হইয়া লৌহচক্র (৩) প্রবর্ত্তনের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এক সময়ে যখন তিনি দ্বীপের পরিদর্শন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন তিনি দুইটী লৌহ-

---

(১) কোন সময়ে শাক্য আনন্দের সহিত ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজপথে কতিপয় বালক ক্রীড়ারত হইয়া মৃত্তিকার-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতেছিল। একজন দূরে বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইয়া, তিনি নিকটে আসিলে ভিক্ষা প্রদান করিবে স্থির করিল। এতদুদ্দেশ্যে ঐ বালক, বুদ্ধদেব সমাগত হইলে তাঁহাকে এক মুষ্টি ধূলি প্রদানে ইচ্ছুক হইল কিন্তু বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র স্পর্শ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তাহার অন্যতম সঙ্গীর স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্রে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিল। ধূলিমুষ্টি গ্রহণান্তর বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিলেন "এই মৃত্তিকা জলসিক্ত করিয়া কর্দ্দমে পরিণত কর ও চৈত্যে লেপন কর। আমার নির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে এই বালক এই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের জন্য রাজা হইয়া ৮৪,০০০ স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিবে।"

(২) বিল "শাক্যবুদ্ধ" ও লেগী "কশ্যপবুদ্ধ" করিয়াছেন। ল্যাণ্ড্রেসও শাক্যবুদ্ধ করিয়াছেন।

(৩) সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পর্ব্বত মধ্যে (৪) দুষ্ট ব্যক্তিগণের শাস্তির জন্য ব্যবহৃত একটী নরক (৫) দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন্ত্রিগণের নিকট নরক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন "দৈত্যাধিপতি যম দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই স্থানে শাস্তি প্রদান করেন।" রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন "দৈত্যাধিপতিও দুষ্ট প্রকৃতির লোকগণকে শাসনের জন্য একটী নরক প্রস্তুতকরণে সক্ষম হইয়াছেন। আমি পৃথিবীপতি, আমার নরক না থাকিবে কেন?" তিনি তাঁহার অমাত্য-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার নরক নির্ম্মাণ এবং নরকস্থ অপরাধী ব্যক্তিগণকে শাস্তি দিবার ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? তাঁহারা উত্তর করিলেন যে, অত্যন্ত ক্রূর প্রকৃতির লোক ব্যতীত অন্যের দ্বারা (৬) এরূপ কার্য্য সম্ভবপর নহে। রাজা ইহাতে এই প্রকার ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। এই সকল ব্যক্তি পুষ্করিণীতীরে দীর্ঘ, বলবান, কৃষ্ণবর্ণীয়, পীত-কেশী এবং সবুজবর্ণের চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে স্বকীয় পদদ্বারা মৎস্য ধৃত করিতেছে ও তাহাদিগকে হত্যা করিতেছে দেখিতে পাইল। তাহার নিকট হইতে কেহই পলায়নে সক্ষম হইতেছিল না। রাজানুচরগণ এই ব্যক্তিকে রাজসমীপে উপস্থিত করিল। রাজা গোপনে ইহাকে নিম্নোক্ত আদেশ দিলেন "তুমি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা এক চতুষ্কোণ স্থান বেষ্টন কর। এই স্থানে সকল প্রকার পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ রোপণ কর; মনুষ্যের অবগাহণার্থ সুন্দর সুন্দর

---

(৪) "Iron circuit of two hills" (লেগ্গ) এবং "two iron circle mountains (বিল)। পরিশিষ্টে অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) হিউয়েন-সিয়াং, অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৬) বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী দ্বাদশটী গুরুতর পাপের মধ্যে কারারক্ষণ একটী।

পুষ্করিণী খনন কর ; যাহাতে এই স্থান মনুষ্যের লোভনীয় হয়, তজ্জন্য ইহাকে সর্ব্বপ্রকারে চিত্তাকর্ষক কর ; ইহার দ্বারগুলি সুদৃঢ় কর ; এবং যখনই কেহ এই স্থানে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহাকে ধৃত করিয়া অপরাধীর ন্যায় শাস্তি দেও এবং কোন প্রকারেই যেন সে নরকের বহির্দ্দেশে গমন না করিতে পারে। যদি আমিও এই স্থানে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাকেও সেই প্রকারে নির্য্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হইও না এবং আমাকেও পলায়ন করিতে দিবে না। আমি এক্ষণে তোমাকে এই নরকের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিলাম।”

কিয়দ্দিবস পরেই একজন ভিক্ষু নিয়মিত ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়া এই নরক-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নরকের প্রহরীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নির্য্যাতনের জন্য প্রস্তুত হইল ; কিন্তু, ভিক্ষু ভীত হইয়া তাঁহার মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপ্তির জন্য এক মুহূর্ত্ত সময় প্রার্থনা করিলেন। পরক্ষণেই, অন্য একটা ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করাতে রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া প্রস্তরের খল্লে নিক্ষেপ করিয়া এরূপ ভাবে পেষণ করিতে লাগিল যে, রক্তের ফেণ নির্গত হইল। ভিক্ষু এই দৃশ্য দেখিয়া অনিত্য জীবন এবং এই দেহের অসহনীয় ক্লেশ ও শূন্যতার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ইহা বুদ্বুদ ও ফেন মাত্র তাহাই মনে করিতে করিতে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নরকরক্ষিগণ পরে তাঁহাকে ধৃত করিয়া ফুটন্ত জলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু, ভিক্ষুর মুখমণ্ডলে প্রীতিকর জ্যোতির আবির্ভাব হইল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল; কটাহস্থ জল শৈত্যগুণ লাভ করিল। কটাহের মধ্যস্থলে পদ্ম উত্থিত হইল এবং ভিক্ষুকে তন্মধ্যে আসীন দেখা গেল। রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ নরকের বহির্দ্দেশে গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিল এবং

তাঁহাকে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু, রাজা উত্তর করিলেন "পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে আমি সে স্থানে যাইতে সাহসী হইতেছি না।" প্রহরীবর্গ উত্তর করিল "ইহা ক্ষুদ্র ঘটনা নহে। মহারাজের এই ঘটনা সন্দর্শনের জন্য সত্বর তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বের সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইল বিবেচনা করা হউক।" রাজা রক্ষীর পশ্চাদানুসরণ পূর্ব্বক নরকে প্রবেশ করিলেন এবং ভিক্ষুও তাঁহার হিতার্থে ধর্ম্ম প্রচার করাতে তিনি এই ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বন্ধন-মুক্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা অশোক নরকধ্বংশ করিলেন এবং পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন ও সম্মান করিতে লাগিলেন এবং অনুতাপ, এবং অষ্টম প্রকার সংযম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা পত্র বৃক্ষ (৭) তলে গমন করিতে লাগিলেন।

রাজা অনবরত কোথায় গমন করেন, মন্ত্রিগণের নিকট রাজ্ঞী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা রাজার পত্রবৃক্ষতলে যাইবার কথা নিবেদন করিলেন। রাজ্ঞী রাজার অনুপস্থিতিকালে ঐ বৃক্ষচ্ছেদনোদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করিলেন। রাজা বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলে, এই দৃশ্যে শোকাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার মুখে বারি নিক্ষেপ করিলে, অনেকক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য-লাভ করিলেন। তখন তিনি বৃক্ষের কন্দদেশের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত করিলেন এবং শত সহস্র কলসী গোদুগ্ধ বৃক্ষের মূলদেশে ঢালিয়া দিতে আদেশ দিলেন। ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বৃক্ষ সজীব না

(৭) দুই শতাব্দী পরে হিউয়েন-সিয়াংও এই বৃক্ষ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হইলে, তিনি সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিবামাত্র পুনরায় কন্দদেশ হইতে বৃক্ষ সজীব হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে প্রায় একশত হস্ত উচ্চ হইয়াছে।
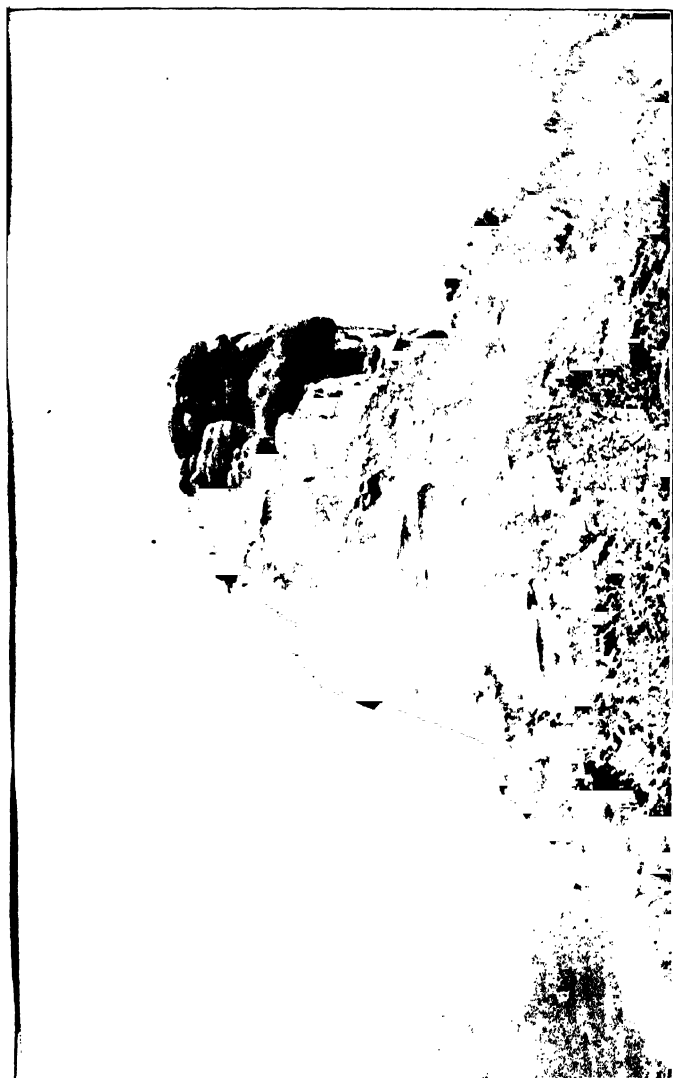
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

গুরুপদ পর্ব্বত

এই স্থান হইতে তিন লি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পর্য্যটকগণ গুরুপদ পর্ব্বতে (১) উপনীত হইলেন। মহাকশ্যপ বর্ত্তমানেও এই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি পর্ব্বত-প্রবেশের জন্য উহাতে ছিদ্র করিয়া পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কিন্তু, যে স্থান দিয়া তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেই ছিদ্র দিয়া মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না।. পর্ব্বত-মধ্যে বহুদূরে গমন করিলে একটী ছিদ্র আছে এবং কশ্যপের দেহ এই স্থানে রহিয়াছে। যে ছিদ্র দিয়া তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ছিদ্রের বহির্দ্দেশে তাঁহার হস্ত প্রক্ষালনের মৃত্তিকা

(১) গুরুপদ বা কুক্কুটপদ। গয়ার সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মহা কশ্যপ এই স্থানে বাস করিতেন এবং প্রবাদ এই যে, তিনি অদ্যাপিও এই স্থানে বাস করিতেছেন। ফা-হিয়ান কুক্কুটপদকে বৌদ্ধ-গয়া হইতে তিন লি দূরে অবস্থিত বলিয়াছেন। তিন লি স্থলে প্রকৃতপক্ষে তিন যোজন বা একবিংশ মাইল দূরে বুদ্ধ-গয়া অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে, লিপিকর প্রমাদে এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। হিউয়েন-সিয়াং এর মতে ইহা সপ্তদশ মাইল দূরে অবস্থিত। বৌদ্ধ-গয়া হইতে কুক্কুটপদ পৌছিতে যে দুইটী নদী অতিক্রম করিতে হয়, উহাদের এই সপ্তদশ মাইলের সহিত যোগ করিলে উনবিংশ মাইল হয়। ইহার প্রকৃত দূরত্ব কুড়ি মাইল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম কুক্কুটপদই যে বর্ত্তমান কুরকিহার তাহা সপ্রমাণ করেন।

রহিয়াছে। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মস্তকে ক্ষত হইলে তাহারা এই মৃত্তিকা সংযোগে তৎক্ষণাৎ সুস্থবোধ করে। পুরাকালের ন্যায় বর্ত্তমানেও এই স্থানে অর্হৎগণ বাস করেন। এতদ্দেশীয় (২) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রতিবৎসরে এই পর্ব্বতে সমাগত হইয়া কশ্যপকে উপহার প্রদান করে; এবং ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের নিকট অর্হৎগণ রাত্রিতে সমাগত হইয়া তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন এবং তাঁহাদের সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন।

এই পর্ব্বতে যথেষ্ট বৃক্ষ জন্মে এবং প্রচুর সিংহ, ব্যাঘ্র ও নেকড়ে আছে; সুতরাং এ স্থানে বিশেষ সতর্কতার সহিত ভ্রমণ করিতে হয়।

(২) বিল "Buddhist pilgrims of that and other countries" লিখিয়াছেন। অন্যতম টীকাকার ল্যানড্রেস "The clergy of all Reason of all kingdoms and countries, come here annually" করিয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

বারাণসী

এই স্থান হইতে ফা-হিয়ান পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথাবলম্বনে পাটলিপুত্রের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন (১) করিতে থাকেন। দশযোজন পথ অতিক্রম করিলে তিনি "মরুভূমি" নামক একটী বিহারে উপনীত হন। এই স্থানে বুদ্ধদেব বাস করিয়াছিলেন। এখনও এখানে যতিগণ বাস করেন।

ঐ পথাবলম্বন করিয়া পশ্চিমদিকে দ্বাদশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তিনি কাশীরাজ্যের বারাণসী নগরে উপনীত হইলেন। নগরের দশ লি উত্তর-পূর্ব্বে তিনি ঋষিগণের মৃগদাবস্থ (২) উদ্যানের বিহারে পৌঁছিলেন। পুরাকালে, এই স্থানে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ (৩) বাস করিতেন এবং

(১) পাটলিপুত্র হইতে ফা-হিয়ান রাজগৃহাভিমুখে গমন করেন এবং তথা হইতে গৃধ্রকূটে যান। গৃধ্রকূট হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া এবং নীলাঞ্জন নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। এই স্থান হইতে তিনি পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহল ও তথা হইতে চীনে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি বারাণসী দর্শন করেন নাই বলিয়া বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হন। অধ্যায়ের প্রারম্ভে কেবল ফা-হিয়ানের নাম দেখিয়া মনে হয় যে, টাও-চিং ফা-হিয়ানের সহিত গৃধ্রকূটে গমন করেন নাই।

(২) সারনাথ।

(৩) চতুর্দ্দশ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মৃগগণ তাঁহার সহিত রাত্রিবাস করিত। পৃথিবী-পূজ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার কালে, দেবতাগণ আকাশে এইরূপ গান করিতে লাগিলেন— রাজা স্থদ্ধোদনের পুত্র সংসার পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানার্জ্জন করিয়া সাতদিবসের মধ্যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" প্রত্যেকবুদ্ধ ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্য এই স্থানের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। পৃথিবীপূজ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে, জনপদবাসীরা এইস্থানে বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছে।

বুদ্ধদেব কৌণ্ডিন্য (৪) ও তাঁহার চারিজন বন্ধুকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু, তাঁহারা তাঁহার অভিলাষের কথা অবগত হইয়া পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন "এই শ্রমণ গৌতম (৫) ছয়বৎসর ক্লেশকর তপশ্চারণ করিয়াছেন; সেই সময়ে

(৪) মগধের অন্যতম রাজপুত্র ও শাক্যমুনির মাতুল। কৌণ্ডিন্য ও তাঁহার চারিজন বন্ধু শাক্যমুনির তপশ্চারণের সময় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। বুদ্ধদেব জীর্ণশীর্ণা-বস্থায় আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, কৌণ্ডিন্য ও তাঁহার বন্ধুগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, শাক্যের আর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাই তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীক্ষেত্রে যাইয়া তপশ্চারণ করিতে লাগিলেন। শাক্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে, কৌণ্ডিন্য ও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য যে ক্লেশ সহ্য করিয়া-ছিলেন, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে এই পাঁচ জনকেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা মৃগদাব বনে বাস করিতেছেন। বুদ্ধ তথায় যাইয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করেন।

(৫) ফা-হিয়ানের গ্রন্থে কেবল এই স্থানেই বুদ্ধদেব "গৌতম" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ ফা-হিয়ান শাক্য, শাক্যবুদ্ধ এবং শাক্যমুনি নামেই অভিহিত করিয়াছেন। চীনরাজ্যে শাক্যমুনি নামই প্রচলিত। ডাক্তার রীজ ডাভিডস

দৈনিক একটী শস্য ও একটী চাউল আহার করিয়াও বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই ; এক্ষণে তিনি মনুষ্যসংসর্গে বাস করিয়া এবং তাঁহার শরীর, মন ও বাক্যের উপরে কোনরূপ বাধা না দিয়া কি প্রকারে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন ? জ্ঞানমার্গের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক আছে ? অদ্য যখন তিনি আমাদের নিকটে উপনীত হইবেন, তখন আমরা সাবধান হইয়া থাকিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিব না।” বুদ্ধদেব সেস্থানে আগমন করিলে উল্লিখিত পাঁচ বন্ধু দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়াছিলেন ; এই স্থান হইতে উত্তরে ৮০ পদ দূরে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করতঃ কৌণ্ডিন্য ও অপর চারিজনকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া দীক্ষিত করিয়াছিলেন ; আরও কুড়িপদ উত্তরে তিনি মৈত্রেয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (৬) করিয়াছিলেন। দক্ষিণে অৰ্দ্ধশত পদ দূরে এলপাত্র দৈত্য (৭) তাঁহাকে কোন্ সময়ে সে নাগ শরীর হইতে মুক্তিলাভ করিবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—এই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল স্তূপ বর্ত্তমানেও বিদ্যমান রহিয়াছে। উপবনে দুইটী সঙ্ঘারাম আছে এবং যতিগণ উভয় সঙ্ঘারামেই বাস করিতেছেন।

এই উপবনস্থ বিহার হইতে ত্রয়োদশ যোজন উত্তরপশ্চিমে গমন

বলিয়াছেন যে, গৌতম শাক্যবংশীয় পারিবারিক নাম এবং বর্ত্তমানকালেও নাগর বংশীয় রাজগণ গৌতম নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৬) ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, তুষিত স্বর্গেই বুদ্ধদেব এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

(৭) অন্যত্র এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

করিলে কৌশম্বি (৮) নামক একটী রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় (৯)। এই রাজ্যস্থ বিহার গোশীর বন (১০) নামে খ্যাত—এই স্থানে পুরাকালে বুদ্ধদেব বাস করিতেন। পুরাকালের ন্যায় এই স্থানেও যতিগণ বাস করেন—ইঁহারা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে আট যোজন পথ অগ্রসর হইলে, যেস্থানে বুদ্ধদেব দুষ্ট দৈত্যকে (১১) বিনাশ করিয়াছিলেন, তথায় উপনীত হওয়া যায়। ঐস্থানে এবং যে স্থানে তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেন, এবং যে স্থানে তিনি বাস করিতেন, এই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী সঙ্ঘারামও আছে—ইহাতে একশতাধিক যতি বাস করেন।

(৮) বর্ত্তমান কুসিয়া বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এলাহাবাদ হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী যমুনা নদী-তীরস্থ কোসম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৯) অন্যতম অনুবাদক রেমুসাৎ বলিয়াছেন যে, কৌশম্বির বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে, ফা-হিয়ান স্বয়ং এ রাজ্য পর্য্যটন করেন নাই।

(১০) গোশীর নামক এক বৈশ্যাধিপতি বুদ্ধদেবকে এক উদ্যান ও বিহার উৎসর্গীকৃত করেন। সিংহলে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে দৃষ্ট হয় যে, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বৎসর বুদ্ধদেব এই স্থানে অতিবাহিত করেন।

(১১) অধ্যাপক রিজ ডাভিডস মনে করেন যে, ফা-হিয়ান এই স্থলে যক্ষ অলাবকের দীক্ষার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দক্ষিণ প্রদেশ (১) এবং পারাবত সঙ্ঘারাম

এই স্থান হইতে দুইশত যোজন দূরে দক্ষিণ নামক একটী প্রদেশ আছে। এই প্রদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী কশ্যপ বুদ্ধের (২) নামে উৎসর্গীকৃত একটী সঙ্ঘারাম আছে। এই বৃহৎ সঙ্ঘারাম (৩) পর্ব্বত-গাত্র হইতে খোদিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচতলা ; সর্ব্বনিম্নটী হস্তীর আকারে,—ইহাতে পাচশত কক্ষ আছে ; তদূর্দ্ধটী সিংহাকৃতি ও চারিশত কক্ষ বিশিষ্ট ;

(১) দক্ষিণ প্রদেশ—বর্ত্তমান "ডেকান"—দাক্ষিণাত্য।

(২) বিংশ অধ্যায়স্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) এই স্থান এক্ষণেও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কর্ণেল সাইক এই স্থানকে এলোরার গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ("Notes on the Religious, Moral and Political state of India")। সাইক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "Those who have read my description of the Caves of Ellora may be induced to recognise in these stupendous and magnificent works, the originals of Fa-hien's monastery and 1500 chambers" অর্থাৎ এলোরার গুহার বর্ণনা পড়িলে ফা-হিয়ান বর্ণিত সঙ্ঘারাম ও পঞ্চদশ শত কক্ষের কথা মনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে ল্যাপরোথ নামক টীকাকারক যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ-যোগ্য—"It is even probable that the monastery of the Pigeon still exists in the rocks of the Deccan where it was originally cut, and that its discovery is reserved for some learned Englishman who still traverses the country in the character of an able enquirer and a practised observer" অর্থাৎ ইহা সম্ভবপর যে, পারাবত সঙ্ঘারাম বর্ত্তমানেও দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে রহিয়াছে এবং কোন অভিজ্ঞ ইংলিসম্যান হয় ত এখনও উহা আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন

তৃতীয়টী অশ্বাকারের ও তিনশত কক্ষ বিশিষ্ট; চতুর্থটী আকারে ষণ্ডের ন্যায় এবং উহাতে দুইশত কক্ষ আছে এবং পঞ্চমটী কপোতের ন্যায় এবং ইহাতে একশত কক্ষ আছে। সঙ্ঘারামের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে একটী উৎস রহিয়াছে। এই উৎসের জল পর্ব্বতস্থ সকল কক্ষগুলির পুরোভাগ দিয়া ও সকল কক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া, সকল তল বেষ্টন করিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ তলের দ্বারদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে। যতিগণের সকল কক্ষ গুলিতেই আলোক প্রবেশের জন্য পর্ব্বত-গাত্র-ভেদ করিয়া গবাক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কোন কক্ষেই অন্ধকার নাই—সকলগুলিই উজ্জ্বল। আরোহণার্থ পর্ব্বতে ছিদ্র করিয়া অধিরোহিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান-কালে অধিবাসিগণ ক্ষুদ্রাকৃতি বলিয়া অধিরোহিণীর সাহায্যে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে সক্ষম হয়; কিন্তু পুরাকালে তাহারা একবারেই (৪) ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে সক্ষম হইত। এইজন্য এই সঙ্ঘারামকে পারাবত সঙ্ঘারাম বলা হয়। এই স্থানে অর্হৎগণ বাস করেন।

চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ অধিবাসীশূন্য এবং অকর্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমাকীর্ণ। পর্ব্বত হইতে বহুদূরে গ্রাম আছে। গ্রামস্থ অধিবাসীবৃন্দ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা অপর কোন ধর্ম্মেরই বিষয় অবগত নহে। এতদ্দেশীয় জনগণ অনবরত পক্ষ-ধারী ব্যক্তিগণকে সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিতে দেখে। এক সময়ে যখন বিভিন্ন দেশীয় যাত্রিগণ পূজার্থ এই স্থানে সমবেত হইয়াছিল, তখন গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা উড়িতে পার না কেন?

(৪) অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তথায় কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব এক সময়ে পঞ্চদশ যোজন উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই স্থানের যাত্রিগণকে উড়িতে দেখিয়াছি।" তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল যে, তাহাদের পক্ষ এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

দক্ষিণ প্রদেশ ভ্রমণ করা বিপজ্জনক—উপযুক্ত রাজপথ নাই। কিন্তু, যাঁহারা এই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে অভিলাষী হন, তাঁহারা যেন অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য এতদ্দেশীয় নরপতির হস্তে ন্যস্ত করেন। তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত রক্ষী প্রদান করিবেন। এই সকল রক্ষী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্য রক্ষীদিগকে অর্থাদি ন্যস্ত করিয়া সুবিধাজনক পথ দেখাইয়া দিবে। ফা-হিয়ান এই প্রদেশে যাইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি তদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের প্রমুখাৎ এই সকল শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায়

পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন

বারাণসী হইতে পর্য্যটকগণ পুনর্ব্বার পাটলিপুত্রে গমন করেন। বিনয় পিটক সংক্রান্ত পুস্তকানুসন্ধানই ফা-হিয়ানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর-ভারতের নানারাজ্যে ভ্রমণকালীন তিনি একজন শিক্ষককে মৌখিক (২) ইহা আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু লিখিত কোন পুঁথি দেখেন নাই। এই জন্যই তিনি বহুদূর ভ্রমণ করিয়া মধ্যভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। এই প্রদেশস্থ মহাযান সঙ্ঘারামে (৩) তিনি একখণ্ড বিনয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের এই পৃথিবীতে থাকা কালীন যখন প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহুত হয়, তখন যে নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছিল, এই খণ্ড বিনয়েও সেই সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ ছিল। মূলগ্রন্থ জেতবন বিহারে ছিল। অন্য অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শিক্ষকের মত ও অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হইত। মূলতঃ এক হইলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। এই খণ্ড বিনয়ের নিয়মাবলী সম্পূর্ণ ছিল এবং ইহা দৃষ্টান্তাদি পরিপূর্ণ ছিল (৪)।

---

(১) সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) এই স্থানের অনুবাদ লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। লেগী "Eighteen schools" বিল "Eighteen sects" এবং কেহ কেহ "Eighteen Collections" বলিয়াছেন।

(৩) ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তখন মধ্যভারত বা গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ উত্তরভারতস্থ জনপদ সমূহাপেক্ষা উন্নত ছিল।

(৪) ফা-হিয়ান পরে ইহা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অধিকন্তু, তিনি সর্ব্বাস্তিবাদ নিয়মের ৬।৭ সহস্রগাথা নকল করিয়াছিলেন—চীন দেশীয় যতিগণও এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। এই সকলও কদাপি লিপিবদ্ধ হয় নাই—চিরদিনই আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে তিনি ৬।৭ সহস্রগাথা সংযুক্ত সমুক্ত-বিধর্ম্ম-হৃদয়, ২৫০০ গাথাসংযুক্ত সূত্র, ৫০০০ সহস্র গাথাযুক্ত পরিনির্ব্বাণ বৈপুল্য সূত্রের এক অধ্যায় এবং মহাসঙ্ঘিকা অভিধর্ম্ম (৫) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুস্তক অনুসন্ধানে এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া ফা-হিয়ান এই স্থানে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বিনয় সংক্রান্ত নিয়ম অভ্যাস করেন। টাও-চিং (৬) যখন মধ্যপ্রদেশে উপনীত হইয়া শ্রমণগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিয়ম এবং শ্রমণগণের সম্ভ্রমাকর্ষক ব্যবহার দর্শন করেন, তখন সীন দেশস্থ যতিগণ কর্ত্তৃক কি প্রকার অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই সকল প্রতিপালিত হইত, মনে করিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, এই সময় হইতে যতদিন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত না হন, ততদিন যেন তিনি সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ না করেন। এই জন্যই তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া হানদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। হানদেশে সম্পূর্ণ বিনয় পিটক প্রচারোদ্দেশ্যেই ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি একাকীই তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৫) পরিশিষ্টে অতিরিক্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬) ফা-হিয়ানের অন্যতম সঙ্গী। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

চম্পা (১) এবং তাম্রলিপ্তি (২)

গঙ্গার গতি লক্ষ্য করিয়া এবং পূর্ব্বদিকে অষ্টাদশ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া ফা-হিয়ান গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে চম্পানামক সুবৃহৎ রাজ্যে উপনীত হইলেন। এই রাজ্যের যে স্থানে বুদ্ধদেব স্বকীয় বিহারের পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং যে যে স্থানে তিনি ও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। সকল স্তূপেই যতিগণ বাস করেন। পূর্ব্বদিকে প্রায় আরও পঞ্চাশ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া তিনি তাম্রলিপ্তি নামক বন্দর যে দেশের রাজধানী তথায় উপনীত হন। এই প্রদেশে দ্বাবিংশটী সঙ্ঘারাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটীতেই যতিগণ বাস করেন। এই স্থানেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব আছে। ফা-হিয়ান এই স্থানে সূত্র নকল ও প্রতিমূর্ত্তির আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া দুই বৎসর অতিবাহিত করেন।

অতঃপর তিনি এক বৃহৎ বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র দিয়া শীত ঋতুর প্রারম্ভে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করেন। চতুর্দ্দশ দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা সিংহল (৩) প্রদেশে উপস্থিত হন। অধিবাসীদের মতে সিংহল হইতে তাম্রলিপ্তি সাতশত যোজন দূর।

---

(১) বর্ত্তমান ভাগলপুর। হিউয়েন-সিয়াং দশম খণ্ড দ্রষ্টব্য। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বর্ত্তমান ভাগলপুর সহরের চব্বিশ মাইল দূরবর্ত্তী পাথরঘাটা নামক স্থানকে প্রাচীন চম্পা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) বর্ত্তমান তমলুক।

(৩) সেনবংশীয় বিজয় সেনের নামানুসারে হইতে লঙ্কা সিংহল নামে অভিহিত হয়। গ্রীক-গ্রন্থকারগণ ইহাকে তাপ্রোবেণ বা তাম্রপর্ণী বলিয়াছেন।

এই রাজ্য একটী বৃহৎ দ্বীপে অবস্থিত এবং ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশ যোজন ও উত্তর দক্ষিণে ত্রিশ যোজন ব্যাপৃত। ইহার দক্ষিণে ও বামে প্রায় একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ১০, ২০, এমন কি ২০০ শত লি দূরে দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই সকল দ্বীপই বৃহৎ দ্বীপের অধীন। অধিকাংশ দ্বীপেই মুক্তা এবং নানা প্রকার মূল্যবান প্রস্তর আছে। একটী দ্বীপে উজ্জ্বল মণি পাওয়া যায়—এই দ্বীপ প্রায় ১০লি। দ্বীপের রাজা এই সকল মণি-রক্ষার্থ প্রহরী নিযুক্ত করেন এবং সংগ্রাহকগণের সংগৃহীত প্রত্যেক দশটী মণির তিনটী গ্রহণ করেন।

অষ্টাস্ত্রিংশ অধ্যায়

সিংহল (১)

সিংহলে পূর্ব্বে কোন অধিবাসী ছিল না; কিন্তু, কেবল দৈত্য ও নাগগণ বাস করিত। বিভিন্ন দেশীয় বণিক্‌গণ এই সকল দৈত্য ও নাগগণের সহিত বাণিজ্য করিত। ক্রয় বিক্রয়কালে দৈত্যগণ উপস্থিত থাকিত না। তাহারা মূল্যবান বিক্রেয় পণ্যের উপরে মূল্য লিখিয়া দিত। বণিক্‌গণ নির্দ্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া উহা লইয়া প্রস্থান করিত।

বৈদেশিকগণের এইরূপ গমনাগমনের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিগণ এই ভূ-খণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া দলে দলে এই দ্বীপে আসিতে লাগিল এবং এই প্রকারে তাহারা একটী জাতিতে পরিণত হইল। দ্বীপের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কোন প্রভেদ নাই। প্রচুর বৃক্ষাদি জন্মে। অধিবাসীবৃন্দের ইচ্ছানুসারে ভূমিতে শস্যবপন করা হয়; শস্যবপনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

যখন বুদ্ধদেব তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিবলে দুষ্ট নাগগণকে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এতদ্দেশে (২) শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি

(১) হিউয়েন-সিয়াং একাদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) বুদ্ধদেব সিংহলে গমন করেন কিনা সে বিষয়ে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অশোক-পুত্র (বা ভ্রাতা) মহেন্দ্রই সিংহলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অন্যত্র বলিয়াছেন "যখন

বুদ্ধের দন্ত মন্দির

১৩১ পৃষ্ঠা

ngraved & Printed by K. V. Seyne & Bro

রাজধানীর উত্তরে এক পদ, ও পঞ্চদশ যোজন দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের শীর্ষদেশে অপর পদ স্থাপন করিয়াছিলেন। নগরের উত্তরদিকে যে স্থানে বুদ্ধদেব এক পদ স্থাপন করিয়াছিলেন, (৩) তথায় রাজা চারিশত হস্ত উচ্চ সুবর্ণ ও রৌপ্য এবং সকল মূল্যবান মণিমুক্তাদি সুশোভিত একটী বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্তূপের নিকটে তিনি অভয়-গিরি নামক একটী সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। এই সঙ্ঘারামে এক্ষণে পাঁচ সহস্র যতি বাস করেন। এই সঙ্ঘারামে সুবর্ণ ও রৌপ্য-খচিত ও সপ্তরত্ন সমন্বিত কুড়ি হস্তেরও অধিক উচ্চ এবং নীলমণির একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির ভাব বর্ণনাতীত। মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তের তালুতে একটী অমূল্য মুক্তা রহিয়াছে।

ফা-হিয়ানের হানদেশ পরিত্যাগের পরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; তিনি যে সকল ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপর দেশীয়; পরিচিত পর্ব্বত বা নদী, বৃক্ষ বা তরুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় নাই; তাঁহার সহযাত্রিগণের মধ্যে (কেহ মৃত্যুতে, কেহ বিভিন্ন পথে গমন করায়) কেহই আর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না; কোন পরিচিত মুখ বা পরিচিত ব্যক্তির ছায়া তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না এবং সকল সময়েই তিনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্টবোধ

ধরণীতলে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মাশোক অভ্যুদয় লাভ করেন, তখন প্রকৃত করুণ-ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র সমুদ্ভূত হন। তিনি তরঙ্গভঙ্গে ভীষণ দুস্তর ও অতল জলধি আকাশপথে উত্তীর্ণ হইয়া এই দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বৌদ্ধনীতির উপদেশ দিয়াছিলেন।"

(৩) পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিতেছিলেন। এক দিবস, যখন তিনি এই মূর্ত্তির সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন অকস্মাৎ এক বণিক্ শ্বেতরেশমের একখানি ব্যজনী মূর্ত্তিকে উপহার প্রদান করিল এবং অজ্ঞাতসারে ফা-হিয়ানের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

এই দেশের এক রাজা পুরাকালে পি-টোবৃক্ষের শাখা (৪) মধ্যভারত হইতে আনয়ন করিয়া বুদ্ধদেবের মন্দিরের নিকটে উহা প্রোথিত করেন এবং ক্রমে এই স্থানে প্রায় দ্বিশত হস্ত উচ্চ একটী বৃক্ষ জন্মে। ইহা দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে হেলিতে আরম্ভ করিলে রাজা উহার পতনাশঙ্কায় ৮।৯ বিঘৎ পরিমাণের একটী দণ্ড সাহায্যে উহাকে সোজা করিয়া রাখেন। ঠিক ঐ স্থানেই বৃক্ষের অন্য একটী শাখা মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকার উপরে উঠিয়া চারি বিঘৎ স্থান অধিকার করে। যদিও ঐ দণ্ডটী এই জন্য দ্বিখণ্ডিত হয়, তথাপি অধিবাসীরা ইহা স্থানান্তরিত করে নাই। বৃক্ষের তলদেশে একটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মন্দির মধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যতিগণ ও সাধারণ ব্যক্তিগণ অক্লান্ত-মনে এই মূর্ত্তিকে পূজা করেন। নগরে বুদ্ধদেবের দন্তের জন্য বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ও এই বিহার-নির্ম্মাণে সপ্তরত্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করেন এবং নগরাভ্যন্তরস্থ অধিবাসিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও গভীর। এই রাজ্যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠাবধি কোন দুর্ভিক্ষ, বা অভাব, রাজবিদ্রোহ বা বিপত্তি সংঘটিত হয় নাই। যতি-সঙ্ঘের কোষাগারে বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রস্তর এবং অমূল্য মণি আছে। এক সময়ে এতদ্দেশীয় একজন রাজা এই সকল কোষাগারের একটীতে

(৪) ইহা 'বোধিদ্রুম'। একত্রিংশ অধ্যায় ৪ পাদটীকা (১০৪ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ মূল্যবান মুক্তা দেখিয়া প্রলোভিত এবং ঐগুলি বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিন দিবস পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি যতিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করেন। ইহারই ফল স্বরূপ, তিনি যতিগণকে তাঁহার মন্দ অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে কোন রাজা এবং ভিক্ষু চল্লিশ বৎসরের না হইলে, যাহাতে কোষাগারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন।

নগরাভ্যন্তরে অনেক বৈশ্য ও সাবিয়ান (৫) বণিক্‌গণ বাস করেন। ইঁহাদিগের গৃহাদি সুন্দর ও সম্ভ্রমাকর্ষক। রাজধানীস্থ রাজপথ ও গমন-মার্গগুলি সুসংস্কৃত। প্রধান রাজপথ-চতুষ্টয়ের শীর্ষদেশে চারিটী ভজনগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই স্থান-চতুষ্টয়ে অষ্টম, চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ দিবসে তাঁহারা কার্পেট আচ্ছাদন ও বেদী নির্ম্মাণ করেন এবং চতুর্দ্দিকস্থ স্থান হইতে যতি ও সাধারণ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। অধিবাসীরা বলে যে, এতদ্দেশে প্রায় ষাট হাজার যতি আছেন; ইঁহাদের সকলেরই আহার্য্য সাধারণ-কোষ হইতে প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত রাজা স্বয়ং নগরের অন্য স্থানে পাঁচ ছয় সহস্র ব্যক্তিকে আহার্য্য সরবরাহ করেন। অভাব হইলে, ভিক্ষাপাত্রসহ নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ ভিক্ষাপাত্রপূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

(৫) সম্ভবতঃ আরব দেশীয় বণিক।

তৃতীয় মাসের মধ্যভাগে বুদ্ধদেবের দন্ত (৬) বহির্দ্দেশে আনয়ন করা হয়। দশ দিবস পূর্ব্বে রাজা একটী বৃহৎ হস্তীকে নানারূপে সুসজ্জিত করেন এবং কোন সুবক্তা রাজবেশে সজ্জিত হইয়া ও ঐ হস্তীতে আরোহণ করিয়া বৃহৎ দামামা ধ্বনি করিতে করিতে নিম্নোক্ত রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিতে থাকে—বোধিসত্ত্ব তিন অসংখ্যকল্পে নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি রাজত্ব, রাজধানী, স্ত্রী ও পুত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া অপরকে প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি পারাবতের জীবন রক্ষার্থ নিজ দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ভিক্ষা স্বরূপ দান করিয়াছিলেন; ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবারাণার্থ নিজ শরীর দান করিয়াছিলেন; এমন কি তিনি নিজ অস্থি ও করোঠি প্রদানেও দ্বিধাবোধ

(৬) দন্ত ধাতু যে মন্দিরে সংরক্ষিত আছে উহার নাম মালিগাব মন্দির। উহা তত্রত্য বৌদ্ধ বিহারের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিহারটী একটী হ্রদের পশ্চিমকূলে প্রতিষ্ঠিত দন্ত ধাতুর মন্দিরের দ্বার হস্তিদন্ত নির্ম্মিত। দ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে:—

"সর্ব্বজ্ঞ বক্ত্রসরসীরুহ রাজহংসং।
কুন্দেন্দু সুন্দররুচিং সুরবৃন্দবন্দ্যম্॥
সদ্ধর্ম্মচক্র সহজং জনপারিজাতং।
শ্রীদন্তধাতুমমলং প্রণমামি ভক্ত্যা॥"

মন্দির মধ্যে একটী টেবিলের উপর ঘণ্টাকৃতি বৃহৎ সুবর্ণ করণ্ড। এই করণ্ডের অভ্যন্তরে আর ছয়টী সুবর্ণ করণ্ড যথাক্রমে একটীর অভ্যন্তরে অপরটী অবস্থিত এবং প্রত্যেক করণ্ডই মূল্যবান নানাধাতু রঞ্জিত: সুবর্ণপদ্ম এবং পদ্মমধ্যে দন্তধাতু নিহিত। এই দন্ত কুন্দ কুসুমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। উহার উপর বৈদুর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন দন্তটী ক্ষণে ক্ষণে নানাবর্ণ ধারণ করিতেছে।

করেন নাই (৭)। এই প্রকারে তিনি অপর জীবজন্তুর জন্য বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। এবং, তজ্জন্য তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিয়া ৪৫ বৎসর কাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অনাথকে আশ্রয়দান ও পতিতকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কার্য্যসমাধান্তে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। সেই দিবস হইতে ১৪৯৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং সকল জীবিত বস্তু অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। দশ দিবস পরে, বুদ্ধদেবের দন্ত আনয়ন করিয়া অভয়গিরি বিহারে নীত হইবে। যতি বা সাধারণ ব্যক্তি যিনিই হউন না কেন, যাঁহারা পুণ্যার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা রাজপথ সুসংস্কৃত ও সজ্জিত করুন; পবিত্র দন্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্য সংগ্রহ করুন।"

এই ঘোষণা শেষ হইলে, রাজা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বোধিসত্ত্বের পাচশত প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন—এক স্থানে সুদান (৮) রূপে, অন্য স্থানে হস্তিরাজরূপে; তৃতীয় স্থানে মৃগরূপে; চতুর্থ স্থানে অশ্বরূপে (৯) প্রভৃতি। এই সকল মূর্ত্তিই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত এবং সুন্দরভাবে নির্ম্মিত—দেখিলে সজীব বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে বুদ্ধদেবের দন্ত আনয়ন করা হয় এবং রাজপথের মধ্যস্থান দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে সর্ব্বত্রই উপহার প্রদান করা হয় এবং এই প্রকারে ইহা অভয়গিরি বিহারে নীত হয়। তথায় যতি ও সাধারণ ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া সমবেত

(৭) নবম ও একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৮) সুদান বা সুদত্ত। গৌতমরূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বজন্মে শাক্যমুনি সুদান বা সুদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

(৯) বুদ্ধদেব ছয়বার হস্তীরূপে, দশবার মৃগরূপে এবং চারিবার অশ্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

হন। তাঁহারা গন্ধ দ্রব্য ও বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন এবং নব্বই দিবস ধরিয়া দিবারাত্র অনবরত দন্তের পূজা করা হয়। তৎপরে দন্তকে নগর মধ্যস্থ বিহারে লইয়া যাওয়া হয়। উপবাস-দিবসে বিহারের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয় এবং নিয়মানুযায়ী পূজার্চ্চনা করা হয়।

অভয়গিরি বিহারের চল্লিশ লি পূর্ব্বে একটী পর্ব্বতে চৈত্য নামে একটী বিহার আছে। এই বিহারে দুই সহস্র যতি বাস করেন। এই সকল যতিগণের মধ্যে ধর্ম্মগুপ্ত (১০) নামে এক পরম ধার্ম্মিক শ্রমণ আছেন। রাজ্যস্থ সকলেই ইঁহাকে সম্মান করেন। তিনি চল্লিশ বৎসরের অধিককাল এক পর্ব্বতের কক্ষে বাস করিয়াছেন এবং সদাসর্ব্বদা এরূপ বদান্যতা দেখাইয়াছেন যে, সর্প ও মূষিক একে অপরের অনিষ্ট না করিয়া একই কক্ষে বাস করে।

(১০) ধর্ম্মগুপ্ত খৃষ্টীয় ৪০০ বৎসর কালে প্রাদুর্ভূত হন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

মহাবিহার

নগরের সাত লি দক্ষিণে মহাবিহার নামক একটী বিহার আছে। এই বিহারে তিন সহস্র যতি বাস করেন। ইঁহাদের একজন ধর্ম্মপ্রাবণতা এবং বিনয় পিঠক সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রতিপালনের জন্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অর্হৎ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তদ্দেশীয় নরপতি ঐ বিষয় পরীক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। এবং নিয়মানুযায়ী সকল যতিগণকে একত্রীভূত করিয়া, ভিক্ষু সম্পূর্ণ জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন যে, ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ভিক্ষুর মৃত্যুর পরে রাজা তাঁহাকে নিয়মানুযায়ী সমাহিত করিলেন। বিহারের ৪।৫ লি পূর্ব্বে তাঁহারা ত্রিশ বর্গ হস্ত পরিমিত ও তদ্রূপ উচ্চ একটী চিতা প্রস্তুত করিলেন। উর্দ্ধদেশে চন্দন, মুশব্বর ও অন্যান্য সুগন্ধ-কাষ্ঠ স্থাপিত হইল।

চিতার চতুর্দ্দিকে, চিতারোহণের জন্য অধিরোহিণী প্রস্তুত হইল। প্রায় রেশমের ন্যায়, কেশ-নির্ম্মিত, এবং পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্র দ্বারা তাঁহারা ভিক্ষুর শবকে বারংবার আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহারা শবাধারও নির্ম্মাণ করিলেন। এই শবাধার দেখিতে আমাদের দেশীয় শবাধারেরই ন্যায়, তবে ইহাতে দৈত্য ও মৎস্যের মূর্ত্তি ছিল না।

শবদাহকালে রাজা এবং তদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ দলবদ্ধ হইয়া পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। যখন সমবেত ব্যক্তিবর্গ শবাধারের পশ্চাতে পশ্চাতে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন,

তখন স্বয়ং রাজা পুষ্প ও গন্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহা সম্পন্ন হইলে চিতার উপরে শবাধার স্থাপন করা হইল এবং তদুপরি তুলসীর তৈল ঢালিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করা হইল। চিতা প্রজ্বলিত হইলে প্রত্যেকেই ভক্তিচিত্তে নিজ বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া ব্যজনী ও ছত্রসহ দূর হইতে চিতায় নিক্ষেপ করিলেন।

শবদাহ শেষ হইলে, সমবেত জনবৃন্দ অস্থিসকল একত্র রক্ষা করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন। ফা-হিয়ান এই শ্রমণকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পান নাই এবং কেবল তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজা (১) বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান থাকাতে এবং যতিগণের জন্য একটী নূতন বিহার-নির্ম্মাণে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ একটী যতিসঙ্ঘ আহ্বান করেন। যতিগণকে আহার্য্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়া এবং সময়ানুযায়ী উপহার প্রদান করিয়া, তিনি সুন্দর ষণ্ডদ্বয় নির্ব্বাচিত করিলেন। এই ষণ্ডদ্বয়ের শৃঙ্গ সুবর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্যবান দ্রব্যে সুসজ্জিত করা হইল। সুবর্ণের একটী হলও আনয়ন করা হইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং প্রস্তাবিত বিহারের চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা কর্ষণ করিলেন। পরে তিনি এই স্থান ও এই স্থানস্থিত অধিবাসী, ভূমি, গৃহাদি যতিসঙ্ঘকে দান করিয়া যাহাতে পরবর্ত্তীকালে কেহই ইহা লোপ বা পরিবর্ত্তন না করিতে পারে, তজ্জন্য ধাতবপাত্রে এই দানের বিষয় উৎকীর্ণ করিলেন।

এই প্রদেশে ফা-হিয়ান একজন ভারতীয় যতিকে বেদী হইতে এইরূপ আবৃত্তি করিতে শ্রবণ করেন:—"বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র প্রথমতঃ

১ রাজা মহানাম ৪১০ হইতে ৪৩২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বৈশালীতে ছিল; পরে গান্ধারে নীত হইয়াছে। বহুশতাব্দী পরে ইহা পশ্চিম-তুখারে যাইবে; পরে খোটেনে, তথা হইতে খরাচর (২) এবং পরে হান রাজ্যে, তথা হইতে সিংহলে যাইয়া পুনর্ব্বার মধ্যভারতে পৌছিবে। পরে ইহা তুষিত স্বর্গে আরোহণ করিবে; এবং বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ইহা দর্শন করিয়া বলিবেন "শাক্যমুনি বোধিসত্ত্বের ভিক্ষাপাত্র আসিয়াছে।" এবং, সকল দেবতাগণের সহিত তিনি সাতদিবসকাল ইহাকে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য উপহার দিবেন। সাত দিবস অতিবাহিত হইলে ইহা পুনর্ব্বার জম্বুদ্বীপে গমন করিবে এবং তথায় ইহা সামুদ্রিক নাগগণের রাজগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া তাঁহাদের রাজপ্রসাদে নীত হইবে। যখন মৈত্রেয় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন ইহা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া যে অন্ন-পর্ব্বত হইতে ইহা সর্ব্বপ্রথমে আগমন করিয়াছিল, তথায় গমন করিবে। যখন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন চারিজন দেবরাজ পুনর্ব্বার বুদ্ধদেবের বিষয় চিন্তা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ভদ্রকল্পের সহস্র বুদ্ধ একই ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করিবেন; এবং ভিক্ষাপাত্র অন্তর্দ্ধান করিলে, বৌদ্ধধর্ম্মও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম লয় পাইলে, মনুষ্যের পরমায়ুও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পাঁচবৎসরে সীমাবদ্ধ হইবে এবং মনুষ্য অত্যন্ত কুস্বভাবাপন্ন হইবে। তৃণ ও বৃক্ষ স্পর্শিত হইবামাত্র তরবারি ও গদায় পরিণত হইবে এবং তদ্দারা তাহারা নিজেরা যুদ্ধ করিয়া আঘাতপ্রাপ্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণ মনুষ্য-সহবাস হইতে দূরে পলায়ন করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয়গ্রহণ করিবেন এবং যখন দুষ্টগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন পুনর্ব্বার তাঁহারা প্রত্যাগমন

(২) খরাচর—সিন-সান পর্ব্বতমালার সানুদেশস্থ জনপদ

করিয়া বলিবেন "পুরাকালে মনুষ্যের দীর্ঘ পরমায়ু ছিল; কিন্তু তাহারা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়াতে এবং সকলপ্রকার অন্যায়াচরণ করাতে, আমাদের পরমায়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পাঁচবৎসরে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সকলে পুনরায় সমবেত হইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই এবং ভদ্রোচিত সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করি। যখন আমরা প্রত্যেকে স্বধর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিব, তখন মনুষ্যের পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়া পুনর্ব্বার অশীতি সহস্র বৎসর হইবে। যখন মৈত্রেয় পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবেন, তখন তিনি, যে সকল শাক্য নিজ নিজ পরিবার পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ত্রিরত্নের শরণ লইয়াছেন, এবং যাঁহারা ত্রিরত্নকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধার করিবেন; পরে, যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবল আছে তাঁহারাই উদ্ধার পাইবেন (৩)।"

ফা-হিয়ান ইহা নকল করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ইহাতে ঐ যতি বলিলেন যে, "ইহা কোন সূত্রের অঙ্গীভূত নহে; ইহা কেবল আমারই কল্পনাপ্রসূত (৪)।"

(৩) এই প্রসঙ্গে "সমসাময়িক ভারত" প্রথম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠায় কালানসের উক্তি দ্রষ্টব্য।

(৪) বিলে ও লেগীতে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও অর্থবোধে বিশেষ কষ্ট হয় না।

চত্বারিংশ অধ্যায়

প্রত্যাগমন

ফা-হিয়ান এতদ্দেশে দুইবৎসর বাস করেন ; এবং পাটলিপুত্রে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত মাহিশাশক (১) সম্প্রদায়ান্তর্গত বিনয় পিটক সংগ্রহেও সক্ষম হইয়াছিলেন। দীর্ঘাগম এবং সমুক্তগাম সূত্রও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সকলই অপরিজ্ঞাত ছিল। এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি একটী বৃহৎ বাণিজ্যপোতে আরোহণ করেন। এই পোতে দুইশতেরও অধিক লোক ছিলেন এবং রজ্জু সহকারে এই পোতের সহিত আর একটী ক্ষুদ্র পোতও সংযুক্ত ছিল। অনুকূল বায়ুতে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তিনদিবস অগ্রসর হইয়া পরে ঝটিকা-ক্রান্ত হন। পোতখানিতে ছিদ্র হয় এবং তাহাতে জলপ্রবেশ করিতে থাকে। বণিক্‌গণ ক্ষুদ্র পোতখানিতে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হন ; কিন্তু, ক্ষুদ্র পোতস্থিত ব্যক্তিগণ পশ্চাৎ অধিক লোক-সমাগমে ক্ষুদ্র তরীখানি নিমজ্জিত হয়, এই আশঙ্কায় বন্ধনরজ্জু কর্ত্তন করে। বণিক্‌গণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে মরণাশঙ্কা করিতে থাকে। ছিদ্র দিয়া অধিক পরিমাণে জল উঠিবার আশঙ্কায় সকলে নিজ নিজ বৃহৎ বৃহৎ পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফা-হিয়ানও নিজ কমণ্ডলু, স্নানপাত্র ও অন্যান্য কয়েকটী পাত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন ; কিন্তু পশ্চাৎ বণিক্‌গণ তাঁহার পুস্তক ও প্রতিমূর্ত্তি সকল নিক্ষেপ করে, এই ভয়ে একাগ্রচিত্তে তিনি অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং নিম্নোক্ত প্রকারে হানদেশীয় বৌদ্ধ ঋষিগণের নিকট আবেদন করিতে

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লাগিলেন "আমি ধর্ম্মান্বেষণে বহুদূরে ভ্রমণ করিয়াছি। আপনাদের ঐশ্বরিক শক্তিবলে আমাকে আমার আশ্রয়স্থানে আনয়ন করুন।"

এই প্রকারে দিবারাত্র ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে, ত্রয়োদশ দিবসে অর্ণবপোতখানি একটী দ্বীপের নিকট পৌঁছিল। এবং ভাঁটার সময়ে ছিদ্রের স্থান নির্ণয় করিয়া উহা রোধ করা হইল এবং আমরা পুনরায় গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই স্থানে অনেক সামুদ্রিক জলদস্যু আছে এবং ইহাদের সহিত সাক্ষাত-লাভ হইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। সমুদ্রের আদি অন্ত নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিম নির্দ্ধারণ করা যায় না; কেবল সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র-দৃষ্টে অগ্রসর হওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রিতে কেবল সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে গতিশূন্য হইয়া অগ্রসর হইতে হয়। বণিক্‌গণ কোন্ দিকে জাহাজ চালনা করিবে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছিল না। অতল সমুদ্রে তলস্পর্শ সম্ভবপর ছিল না, এবং নোঙ্গর করিবারও কোন স্থান ছিল না। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হইলে নাবিকেরা পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক নিরূপণে সক্ষম হইয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যস্থ কোন পর্ব্বতে আঘাত করিলে উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না।

এই প্রকারে নব্বই দিবসের অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া, নাবিকেরা যবদ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে কুসংস্কারপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা উল্লেখযোগ্য নহে। এই স্থানে পাঁচমাস অতিবাহিত করিয়া, ফা-হিয়ান পুনর্ব্বার অন্য একটী বণিক্-পোতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। এই পোতে দুইশতের অধিক যাত্রী ছিলেন। তাঁহারা পঞ্চাশ দিবসের আহার্য্য সহ চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবসে অগ্রসর হইলেন।

ফা-হিয়ান জাহাজেই বর্ষাবাস অতিবাহিত করিলেন। নাবিকগণ

যবদ্বীপের রেলিং

১৩৮ পৃষ্ঠা

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bro
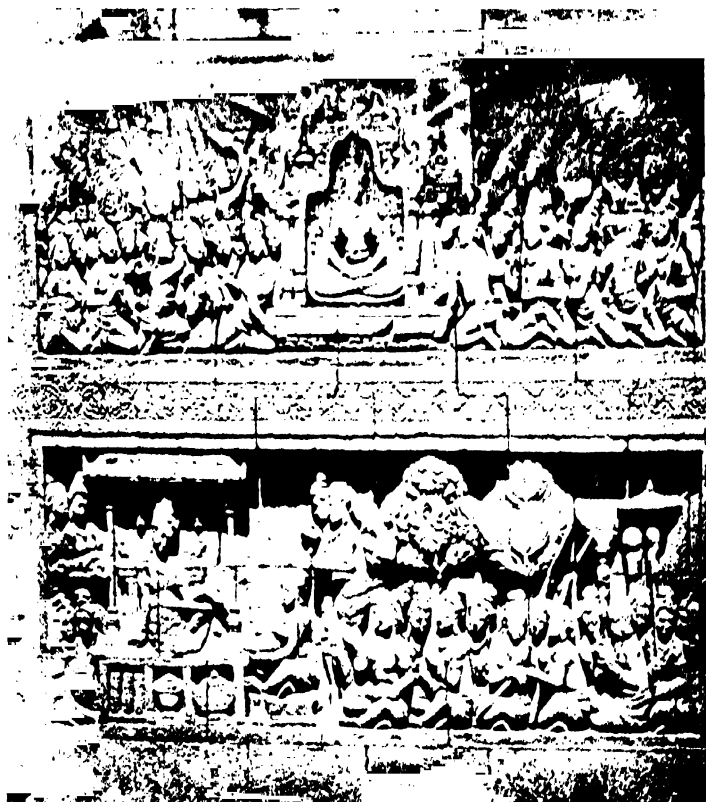
কোয়াং-চো পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্ব্বদিকে । একমাস অতীত হইলে, দ্বিতীয় যামের পরে ঝটিকা ও বৃষ্টিপতন হইতে লাগিল। ইহাতে বণিক্ ও যাত্রীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। ফা-হিয়ান পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে অবলোকিতেশ্বর এবং হানদেশীয় যতিসঙ্ঘের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাদেরই ঐশ্বরিক শক্তিবলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিলেন। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণ পরামর্শ করিয়া বলিল "জাহাজে এই শ্রমণ থাকিবার জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং আমাদিগকে দারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। এই ভিক্ষুকে কোন দ্বীপে নামাইয়া দেই। একজনের জন্য আমাদের সকলের এরূপ বিপদে থাকা সমীচীন নহে।" ফা-হিয়ানের জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদিগকে বলিলেন "যদি তোমরা এই ভিক্ষুকে নামাইয়া দিতে যাও, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নামাইয়া দিবে। যদি তাহা না কর, তবে আমাকে হত্যা কর। যদি তোমরা এই শ্রমণকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিতে যাও, তবে হানদেশে পৌঁছিয়া আমি রাজার নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। তদ্দেশীয় রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান এবং ভিক্ষুগণকে সম্মান করেন।" বণিক্‌গণ ইহাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল এবং তাহারা ফা-হিয়ানকে তৎক্ষণাৎ নামাইয়া দিতে সাহসী হইল না।

এই সময়ে আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায়, তরী-পরিচালকগণ অনবরত ভ্রম করিতেছিল। যবদ্বীপ পরিত্যাগের পরে ৭০ দিবসের অধিককাল অতিবাহিত—এবং খাদ্য ও পানীয় প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাহারা রন্ধনের জন্য সমুদ্রের লবণাক্ত জল ব্যবহার করিতেছিল এবং মিষ্ট জল বিশেষ সাবধানতাসহকারে বিভক্ত হইতেছিল। প্রত্যেকে

দৈনিক দুই "পাঁইটের" অধিক পাইতেন না। শীঘ্র তাহাও নিঃশেষিত হইল এবং তখন বণিক্‌গণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। "সাধারণ নিয়মানুসারে কোয়াংচো পৌঁছিতে পঞ্চাশ দিবস লাগে; কিন্তু, এক্ষণে তাহাপেক্ষা অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা নিশ্চয়ই অন্য পথে অগ্রসর হইয়াছি।" তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উত্তর পশ্চিমদিকে পোতের গতি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশ দিবারাত্র পরে তাঁহারা লাও পর্ব্বতের দক্ষিণে চ্যাংকোয়াংয়ের শাসিত প্রদেশের সীমান্তে উপনীত হইয়া সুপেয় বারি ও শাক-সবজী সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা অনেক বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে কূলে পৌঁছিয়া এবং চীনদেশীয় সুপরিচিত শাক-সবজী দেখিয়া ইহা যে হানদেশ তাহা তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু, এ স্থানে মনুষ্য-সমাগম না দেখিয়া তাঁহারা কোন্ স্থানে পৌঁছিয়াছেন তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কেহ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা কোয়াং-চো পৌঁছেন নাই। আবার কেহ কেহ বলিলেন যে, তাঁহারা উহা অতিক্রম করিয়াছেন। এই অনিশ্চিত অবস্থায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম না হওয়ায় কয়েকজন একটী ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া একটী প্রণালী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দুইটী শিকারীর সাক্ষাত পাইয়া তাহাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে আনয়ন করিলেন এবং ফা-হিয়ানকে দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ফা-হিয়ান সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, ধীরে অথচ পরিষ্কার স্বরে তাহারা কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল "আমরা বুদ্ধদেবের শিষ্য।" পুনরপি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এই পর্ব্বতমালার মধ্যে কি অন্বেষণ করিতেছ?" তাহারা মিথ্যা বলিতে লাগিল এবং বলিল যে, "আগামী

কল্য সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস। আমরা বুদ্ধদেবকে উপহারার্থ পিচের অনুসন্ধান করিতেছি।" ফা-হিয়ান পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কোন দেশ?" তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল "ইহা চোয়াং-কোয়াংয়ের শাসিত প্রদেশের সীমান্ত এবং ইহা সীন রাজ্যের অন্তর্ভূত।" বণিকগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইল এবং তাহাদের অর্থের ও পণ্যের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া চ্যাংকোয়াং নগরে লোক প্রেরণ করিল।

শাসনকর্ত্তা লিই বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে, একজন শ্রমণ পুস্তক ও প্রতিমূর্ত্তিসহ সমুদ্রপার হইয়া তদ্দেশে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে প্রহরীসহ তথায় উপনীত হইলেন এবং পুস্তক ও প্রতিমূর্ত্তিসহ নিজ প্রধান নগরে পৌছিলেন। বণিকগণ ইয়াং-চো অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু, যখন ফা-হিয়ান সিংচো পৌছিলেন, তখন শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে তথায় শীত ও গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গ্রীষ্মাবাস অতিবাহিত করিলে, ফা-হিয়ান বহুদিন সতীর্থগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায়, চ্যাং-আন গমনে বিশেষরূপে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু, গুরুতর কার্য্যে ব্রতী থাকার জন্য তিনি রাজধানীতে গমন করিলেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সূত্র ও বিনয়পিটক সংক্রান্ত সংগৃহীত পুস্তকগুলি প্রদর্শন করাইলেন।

চ্যাং-আন পরিত্যাগের পরে মধ্য-ভারত পৌছিতে ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সেই প্রদেশে তিনি প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাগমনকালে সিংচো পৌছিতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি প্রায় ত্রিশটী বিভিন্ন প্রদেশ অতিক্রম করিয়াছিলেন। পশ্চিমদিকের মরুভূমি হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যতি-সঙ্ঘের সম্ভ্রমাকর্ষক

ব্যবহার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বর্ণনা করা ভাষার সাধ্যাতীত; এবং তাঁহার শিক্ষকগণ এই সকল বিষয় অবগত ছিলেন না বলিয়া, ফা-হিয়ান নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া অথবা সমুদ্র মধ্যস্থ বিপদ তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ত্রিরত্নের প্রভাবে তিনি তাঁহার বিপদকালে সাহায্যলাভ ও রক্ষা পাইয়াছিলেন; এবং, যাহাতে উপযুক্ত পাঠকগণ তাঁহার বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন ও যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন (১)।

*   *   *   *   *

কিয়া-ইন্ (২) বৎসরে, সান রাজত্বের ইহি সময়ে, কন্যারাশির বৎসরে, গ্রীষ্মকালে, গ্রীষ্মাবাসের পরে আমি পর্য্যটক ফা-হিয়ানের সাক্ষাৎ-লাভ করি। তিনি পৌঁছিলে আমি আমার শীতকক্ষে তাঁহাকে

(১) সম্ভবতঃ ফা-হিয়ানের বর্ণনা এই স্থানে শেষ হয়। শেষাংশের লেখক কে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

(২) ৪১৪ বৎসরে কিয়া-ইন্ হয়। ফা-হিয়ান চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং সে হিসাবে ৩৯৯ হইতে গণনা করিয়া ৪১৩ খৃষ্টাব্দ হয়। লেগী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "Whether it would be possible to fix exactly by mathematical calculation in what year Jupiter was in the Chinese Zodiacal Sign embracing part of both Virgo and Scorpio and thereby help to solve the difficulty of the passage, I do not know, and in the meantime must solve that difficulty as I have found it". বিল বা অন্যান্য গ্রন্থে এই শেষের প্যারাগ্রাফ দৃষ্ট হয় না। মূল চৈনিক গ্রন্থে প্যারাগ্রাফাদি আদৌ নাই। ল্যাপরোথ গ্রন্থখানিকে চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। পাঠকগণের সুবিধার জন্য লেগী মূলতঃ লাপরোথ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অধ্যায়-বিভাগ বজায় রাখিয়াছেন, তবে কয়েকস্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

আশ্রয়দান করি এবং কথোপকথনকালে পুনঃ পুনঃ তাঁহার ভ্রমণের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। পর্য্যটক নম্র ও সৌজন্য-প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং সত্য বিবরণই প্রদান করেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে তিনি পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের সারাংশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিতে বলি এবং তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে থাকেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন "কিরূপ কষ্ট আমি ভোগ করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে আমার অন্তঃকরণ বিচলিত হয় এবং আমার দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। আমি যে বিপদের সম্মুখীন হইতে ও অত্যন্ত ভয়াবহ স্থানে পদার্পণ করিতেও সাহসী হইয়াছিলাম তাহার এইমাত্র কারণ এই যে, আমার একটী উদ্দেশ্য ছিল এবং আমি সরলচিত্তে ও দৃঢ়-ভাবে কার্য্য করিতে অভিলাষী ছিলাম।

এই জন্য আমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহার সহস্রাংশের এক অংশ সম্পাদন করিতেও আমি মৃত্যুকে ভয় করি নাই।" এই কথায় আমি বিচলিত হইলাম এবং আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম "এই প্রকার মনুষ্য পুরাকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বদেশে প্রচারিত হওয়াবধি হিয়েনের ন্যায় ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য কেহই আত্মবিস্মৃত হন নাই। অতঃপর আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, কেন কিছুতেই প্রতিবন্ধ হয় নাই এবং ইচ্ছা থাকিলে সকল কর্ম্ম-সম্পাদনই সম্ভবপর। সাধারণতঃ যাহা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার বিস্মরণ এবং যাহা সাধারণতঃ বিস্মৃত হয় তাহাই আবশ্যক বলিয়া গ্রহণ না করিলে এইরূপ কার্য্য সম্পাদন কি সম্ভবপর ?"

সাং-ইয়ান ও হুই-সাং

সাং-ইয়ান ও হুই-সা

লোও-ইয়াং নগরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ ওয়েন-ই নামক টান-নগরস্থ সহরতলীতে সাং-ইয়ানের বাসগৃহ ছিল। এই সাং-ইয়ান ও ভিক্ষু হুই-সাং সুবিখ্যাত উই বংশের (১) রাজ্ঞী কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহে পশ্চিমাঞ্চলে দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেন-কুইয়ের (২) প্রথম বৎসরের একাদশ মাসে এই ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়। ইঁহারা সর্ব্বসমেত, মহাযান-সংক্রান্ত ১৭০ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা রাজধানীতে গমন করিয়া, তথা হইতে পশ্চিম দিকে চল্লিশ দিবস ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তদ্দেশের পশ্চিম সীমাস্থ চি-লিং পর্ব্বতে পৌছেন। এই পর্ব্বতমালার উপরে উই রাজ্যের সুরক্ষিত দুর্গ অবস্থিত। চি-লিং পর্ব্বতে কোন বৃক্ষ বা গুল্ম জন্মে না এবং তজ্জন্য এই পর্ব্বত বন্ধ্যা পর্ব্বত বলিয়া কথিতা হয়। পক্ষী ও মূষিক এই স্থানে একত্র বাস করে। এই দুই প্রকার জীব ভিন্ন জাতীয় হইলেও একত্রে বাস করে। পক্ষী পুরুষ জাতীয় এবং মূষিক স্ত্রী জাতীয়া। একত্রে সঙ্গম করে বলিয়া শাবকগুলি "মূষিক-পক্ষী" নামে আখ্যাত হয়।

(১) সীনবংশের পতনের পরে ৪২০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

(২) ৫১৭—৫১৮ খৃষ্টাব্দে।

চি-লিং উত্তীর্ণ হইয়া এবং ত্রয়োবিংশ দিবস পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া এবং মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা টু-কিউ-হানের (৩) দেশে উপনীত হন। পথিমধ্যে ইঁহারা দারুণ শীতে অতিশয় কষ্টবোধ করেন এবং প্রবল বায়ু, তুষার এবং বালু ও কঙ্কর এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল যে, চক্ষু উন্মীলন করা দুঃসাধ্য ছিল। টু-কিউ-হানের প্রধান নগর ও নিকটবর্ত্তী স্থান প্রীতিদায়ক উষ্ণ। এতদ্দেশীয় ও উইর লেখা প্রায় একরূপ। অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার অসভ্যোচিত।

এই প্রদেশ হইতে৩৫০০ লি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা সেন-সেন (৪) রাজ্যের নগরে উপস্থিত হই। যে সময় হইতে এই নগরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই সময় হইতেই ইহা টু-কিউ-হান কর্ত্তৃক পরাজিত হয় এবং বর্ত্তমানে এই প্রদেশ সুশাসনে রাখিবার জন্য এই স্থানে একজন সামরিক কর্ম্মচারী বাস করেন। সৈন্যাবাসে তিন সহস্র সৈন্য বাস করে এবং ইহারা পশ্চিমস্থ হূকে (৫) দমন-রাখিবার জন্য ব্রতী আছে।

সেন-সেন হইতে পশ্চিমদিকে ষোড়শ সহস্র লি অগ্রসর হইয়া আমরা সো-মো নগরে পৌঁছি। এই নগরে সম্ভবতঃ একশত পরিবার বাস করে। এই প্রদেশে বৃষ্টিপাত হয় না; অধিবাসীরা স্রোতস্বতীর জলধারা শস্যাদি বপন করে। ইহারা কৃষিকার্য্যে ষণ্ড-ব্যবহার বা হল-চালনা করে না।

(৩) পূর্ব্বাঞ্চলের তুর্কী।

(৪) সম্ভবতঃ, মার্কপোলো কথিত চার্চ্চান।

(৫) সম্ভবতঃ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হূন্।

এই নগরে বোধিসত্বাকারে একটী বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে; কিন্তু ইহার মুখ তাতার দেশীয় মুখের ন্যায় নহে। জনৈক বৃদ্ধ অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন "তাতার-বিজয়ী লু-কং দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল।"

এই নগর হইতে পশ্চিমদিকে ১২৭৫ লি যাইয়া আমরা মো নগরে উপস্থিত হই। এতদ্দেশীয় ফুল ও ফল লো-ইয়াং দেশের ন্যায়; কিন্তু, গৃহাদি ও বৈদেশিক কর্ম্মচারীবৃন্দ দেখিতে অন্য প্রকারের।

মো নগর হইতে পশ্চিমে ২২ লি অগ্রসর হইয়া আমরা হান-মো নগরে উপনীত হই। এই নগরের পঞ্চদশ লি দক্ষিণে একটী বৃহৎ মন্দিরে তিনশত যতি বাস করেন। এই যতিগণের প্রায় অষ্টাদশ ফীট দীর্ঘ সুবর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ডায়মান বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা দেখিতে অত্যন্ত সম্ভ্রমাকর্ষক এবং মূর্ত্তির প্রত্যেক চিহ্ন উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। বহু-বার, এই মূর্ত্তিকে পূর্ব্বাস্য করিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু, মূর্ত্তি পূর্ব্বাস্য হইয়া থাকিতে অপছন্দ করায়, পশ্চিমাস্য হইয়া থাকেন। বৃদ্ধগণ মূর্ত্তির সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত কিংবদন্তী উল্লেখ করেন:—কথিত হয় যে, এই মূর্ত্তি দক্ষিণ হইতে শূন্যমার্গ হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। স্বয়ং খোটেনাধিপতি ইহা দেখিতে পাইয়া ইঁহাকে পূজা করেন এবং নিজ রাজধানীতে লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, পথিমধ্যে রাত্রিকালে রাজানু-চরগণ বিশ্রামার্থ অবস্থিতি করিলে, মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়। অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলে দৃষ্ট হয় যে, মূর্ত্তি পূর্ব্বতন স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং মন্দির পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত রাখিবার জন্য চারিশত পরিচারক নিযুক্ত করেন। এই সকল পরিচারকগণের কাহারও কোন স্থানে ক্ষত হইলে, তাহারা এই মূর্ত্তির

সেই স্থানে সুবর্ণ-পত্র স্থাপন করে এবং তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। পরবর্ত্তীকালে লোকে অষ্টাদশ ফীট এই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে চৈত্য নির্ম্মাণ করে। এতদ্ব্যতীত তাহারা আরও কয়েকটী চৈত্য নির্ম্মাণ করে। এই সকল চৈত্যগুলিই নানাবর্ণের শতসহস্র রেশমের পতাকা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত। এই প্রকার প্রায় দশ সহস্র পতাকা আছে। পতাকাগুলির অধিকাংশ উই প্রদেশীয় ব্যক্তিগণ-দত্ত। পতাকাগুলির উপরে যে সময়ে তাহাদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই সময় চতুষ্কোণ অক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। কতকগুলি টেই-হো নরপতির রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে, কতক নরপতি মিংয়ের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে এবং কতকগুলি ইয়েন-চ্যাং রাজার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে উপহার স্বরূপ দত্ত হয় (১)।

হীন-মো নগর হইতে পশ্চিমদিকে ৮৭৮ লি অগ্রসর হইয়া আমরা খোটেন রাজ্যে উপনীত হই (২)। এতদ্দেশীয় রাজা মস্তকোপরি সুবর্ণের মুকুট পরিধান করেন। এই মুকুট দেখিতে কুক্কুটের চূড়ার ন্যায়; মুকুটের পশ্চাদ্দেশ হইতে দুই ফীট দীর্ঘ ও প্রায় পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ তাফেতা (৩) নির্ম্মিত উপাঙ্গ বিলম্বিত হয়। সময় বিশেষে ঢক্কা, শিঙ্গা এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত খঞ্জনী সহকারে বাদ্যধ্বনি করা হয়। রাজার সহিত প্রধান তীরন্দাজ, দুইজন বর্শাধারী, পাঁচজন পরশুধারী এবং উভয় পার্শ্বে এক-শতের অনূর্দ্ধ তরবারীধারী সৈন্য থাকে। দরিদ্রা স্ত্রীলোকগণ

(১) টেই-হো রাজত্ব ৪৭৭ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ৫০০ সনে পর্য্যবসিত হয়, সে হিসাবে উনবিংশ বৎসর হইতে পারে না। সুতরাং এইস্থানে লিপিকর প্রমাদ হওয়া সম্ভব। অন্য দুইটী তারিখ ৫০২ ও ৫১৪।

(২) ফা-হিয়ান ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) Taffeta—বস্ত্র বিশেষ।

তাহাদের স্বামীর ন্যায় পাজামা পরিধান ও অশ্বে আরোহণ করে। ইহারা শব দাহন করে এবং ভস্ম সংগ্রহ করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করে। শোকপ্রকাশ করে তাহারা কেশকর্ত্তন ও মুখ বিকৃত করে। সাধারণতঃ তাহাদের কেশ চারি ইঞ্চি লম্বা থাকে। রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, অধিবাসীরা তাঁহার শব দাহন করে না। কিন্তু, শবাধারে আবদ্ধ করিয়া দূরে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং মরুভূমিতে প্রোথিত করে। তাহারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করে এবং সময় বিশেষে তাঁহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করে।

খোটেনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না (৪)। এক সময়ে কোন বৈদেশিক বণিক্ বৈরোচন নামক এক ভিক্ষুকে এতদ্দেশে আনয়ন করিয়া নগরের দক্ষিণস্থ এক কুল বৃক্ষতলে আসন দেন। ইহাতে একজন গুপ্তচর রাজার নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করে যে, "একজন বৈদেশিক শ্রমণ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন এবং এক্ষণে নগরের দক্ষিণে কুলবৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।" রাজা এই সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ বৈরোচনকে দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। ভিক্ষু তখন নিম্নোক্তরূপে রাজাকে সম্বোধন করেন "তথাগত আমাকে মহারাজের নিকট আগমন করিতে আদেশ দেওয়াতে আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি একটী সুন্দর চৈত্য নির্ম্মাণ করুন এবং তাহা করিয়া চিরকাল সুখভোগ করুন।" রাজা

(৪) খোটেন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৬ বৎসর পরে রাজা বিজয়সম্ভব সিহাংসনাধিরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বের পাঁচ বৎসরের সময় খোটেনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়।

প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আমি প্রথমতঃ বুদ্ধদেবকে দেখিতে চাই ; পরে, আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিব।" বৈরোচন তখন একটী ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। তখন বুদ্ধদেব রাহুলকে তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া আকাশে আবির্ভূত হইবার আদেশ দিলেন। রাজা ভূমিতলে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চৈত্য ও বিহার-নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। পরে, তিনি রাহুলের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং পশ্চাৎ এই মূর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই আশঙ্কায় ইহার রক্ষার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। বর্ত্তমানে এই মূর্ত্তি একটী আধারের তলদেশে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মূর্ত্তির ছায়া অনবরত মন্দিরের বহির্দ্দেশে দৃষ্ট হয়। সুতরাং, যাহারা এই ছায়া দেখিতে পায় তাহারা ইহা প্রদক্ষিণ না করিয়া থাকিতে পারে না। এই স্থানে প্রত্যেক বুদ্ধের পাদুকা আছে ; এই পাদুকা সকল এতদিনেও কোনরূপে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় নাই। এই সকল পাদুকা চর্ম্ম বা রেশমের নির্ম্মিত নহে—প্রকৃত পক্ষে ইহারা কি দ্রব্যে নির্ম্মিত তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। পূর্ব্ব-পশ্চিমে খোটেন রাজ্য প্রায় তিন সহস্র লি।

সান-কোহাইয়ের দ্বিতীয় বৎসরে (১) এবং সপ্তম মাসের ঊনত্রিংশ দিবসে আমরা ইয়ারকিং রাজ্যে উপনীত হই। এতদ্দেশবাসীরা পর্ব্বতে বাস করে। সকল প্রকার শাক সবজী এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সকলগুলি আহার কালে তাহারা পিষ্টকাকারে পরিণত করে। ইহারা জীবহত্যা অনুমোদন করে না এবং যাহারা মৎস্য-ভোজন করে তাহারা স্বাভাবিক ভাবে মৃত পশু-মাংস গ্রহণ করে। ইহাদের রীতিনীতি ও

(১) ৫১৯ খৃষ্টাব্দ।

ভাষা খোটেনের অধিবাসীবৃন্দের ন্যায়; কিন্তু ইহাদের লেখা ব্রাহ্মণদের ন্যায়। এই দেশ পাঁচদিনে অতিক্রম করা যায়।

অষ্টম মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা কবন্ধ (১) দেশের সীমান্তে উপনীত হই এবং পশ্চিমদিকে ছয় দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সাং-লিং পর্ব্বতমালা আরোহণ করি; পশ্চিম দিকে আরও তিনদিন অগ্রসর হইয়া আমরা কিউয়ে-উ নগরে উপস্থিত হই; আরও তিনদিবস পরে আমরা পুহোই পর্ব্বত-মালায় উপনীত হই। এইস্থান অত্যন্ত শৈত্যপ্রধান। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই এই স্থানে তুষারপাত হয়। পর্ব্বত-মধ্যস্থ হ্রদে একটী দুষ্ট দৈত্য বাস করে। পুরাকালে একজন বণিক্ রাত্রিকালে এই হ্রদের নিকটে অপেক্ষা করেন। সেই সময়ে দৈত্য ক্রোধান্বিত ছিল এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রবলে বণিক্‌কে হত্যা করে। প্যাণ্টো-রাজ (২) এই সংবাদ অবগত হইয়া পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত মন্ত্র শিক্ষার জন্য উ-চ্যাং (৩) রাজ্যে গমন করেন। চারি বৎসরে এই সকল গুপ্ত মন্ত্র শিক্ষা করিয়া তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন এবং দৈত্যের প্রতি মন্ত্র প্রয়োগ করেন। দেখিতে দেখিতে দৈত্য মন্ত্রবলে মনুষ্যাকারে পরিণত হইয়া ও নিজের দুষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হয়। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে হ্রদ হইতে সহস্র লি দূরবর্ত্তী সাং-লিং পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করেন। বর্ত্তমান নরপতির ঊর্দ্ধতম দ্বাদশ পুরুষের সময়ে এই ঘটনা ঘটে।

এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকস্থ রাস্তা কেবলই খাড়া। প্রায় একসহস্র

(১) সারিকুল।

(২) অর্থাৎ কবন্ধ-রাজ।

(৩) উত্তর-ভারতস্থ উদ্যান। ফা-হিয়ান ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লি পথ উচ্চনীচ বন্ধুর পর্ব্বত-সমাকীর্ণ। এই রাস্তার সহিত তুলনায় মাং-মেন গিরিসঙ্কট কিছুই নহে। অতি ধীরে ধীরে সন্তর্পণে আমরা সাং-লিং পর্ব্বতমালা আরোহণ করিয়া চারিদিবসে পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে নিম্নদেশে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে, দর্শক মধ্য-আকাশে বিলম্বিত রহিয়াছে। হান-পান-টো-রাজ্য এই পর্ব্বতমালার শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, এই স্থানই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এতদ্দেশবাসীরা ভূমিতে জলসেচনের জন্ত নদীর জল ব্যবহার করে। ইহাদিগকে যখন বলা হইল যে, মধ্যদেশীয় অধিবাসিগণের ক্ষেত্র বৃষ্টির জলে সেচিত হয়, তখন তাহারা হাস্যসহকারে বলিতে লাগিল যে, "স্বর্গের পক্ষে এরূপ জল-সংগ্রহ কি প্রকারে সম্ভব হয় ?"

এই প্রদেশের রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত একটী বেগবতী নদী আছে। সাং-লিং পর্ব্বতমালার উর্দ্ধস্থ ক্ষেত্রে বৃক্ষ বা গুল্ম জন্মে না। এই মাসে (১) বাতাস শীতল এবং উত্তর বায়ু সহস্র লি পর্য্যন্ত তুষার বহন করিয়া লয়।

অবশেষে নবম মাসের মধ্যভাগে আমরা পো-হো (২) রাজ্যে উপনীত হইলাম। এ স্থানের পর্ব্বত গুলিও উচ্চ এবং গিরিসঙ্কট গুলিও গভীর। এতদ্দেশীয় রাজা একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতে বাস করিবার জন্ত তিনি সদাসর্ব্বদাই এই নগরে বাস করেন। এতদ্দেশবাসীরা সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করে; তবে তাহারা বর্ম্মের বস্ত্রও কিছু কিছু ব্যবহার করে। এই দেশ অত্যন্ত শৈত্য প্রধান। শীত এত অধিক

(১) "অষ্টম মাস।"

(২) ইহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। কেহ কেহ বোলোর রাজ্য বলিয়া মনে করেন।

যে, অধিবাসীরা পর্ব্বত-কন্দরে বাস করে এবং শীত ও বায়ুর প্রকোপে মনুষ্য ও পশু একত্রে বাস করিতে বাধ্য হয়। এই প্রদেশের দক্ষিণে তুষার পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্তার চূড়ার ন্যায় বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে।

দশম মাসের প্রথম ভাগে আমরা ই-থা (১) প্রদেশে উপস্থিত হই। এতদ্দেশের ক্ষেত্র সকল পার্ব্বত্য-নদী দ্বারা সেবিত হয়; ইহাতেই এই সকল ক্ষেত্র এত উর্ব্বরা। নদীগুলি প্রত্যেক গৃহের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিতা হয়। এদেশে প্রাচীর-বেষ্টিত নগর নাই—শান্তিরক্ষার জন্য স্থায়ী সৈন্য আছে—তাহারা সদা সর্ব্বদা যত্র তত্র চালিত হয়। এই দেশের অধিবাসিগণও পশমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। যে সকল স্থান হইয়া নদীগুলি প্রবাহিতা হইয়াছে তথায়ই প্রচুর গুল্মাদি জন্মে। গ্রীষ্মকালে অধিবাসীরা পার্ব্বতীয় শৈত্যানুভব করিবার জন্য পর্ব্বতে বাস করে; শীতকালে তাহারা গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করে। ইহাদের লিখিত হরফ নাই—ইহারা অভদ্র। ইহারা তারকামণ্ডলীর গতি-বিধি কিছুই অবগত নহে, ইহাদের বৎসর গণনার মাস নাই। মাসগুলি সব একই প্রকারের—ছোট বড় নাই। বৎসর সমানরূপ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। চতুষ্পার্শস্থ সকল জাতিই ইহাদিগকে কর প্রদান করে। দক্ষিণে তি-লো (২) উত্তরে লি-লে, (৩) পূর্ব্বে খোটেন এবং পশ্চিমে পারস্য—প্রায় চল্লিশটী দেশ ইহাদিগকে কর প্রদান করে। যখন এই সকল দেশ হইতে কেহ এই

(১) একথালাইটীস —সম্ভবতঃ হুন।

(২) বর্ত্তমান ত্রিহুৎ।

(৩) মালব-বাসী (?)

রাজ্যের নরপতির জন্য উপহার আনয়ন করে, তখন চল্লিশ বর্গ হস্ত পরিমিত বৃহৎ কার্পেট স্থাপিত হয় ও তদুপরি চাঁদোয়া দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করে। রাজা সুবর্ণের গিল্টি করা সিংহাসনে রাজযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপবেশন করেন। এই সিংহাসন চারিটী সুবর্ণের ফিণিক্স (১) পক্ষীর উপরে স্থাপিত। উ-ই বংশের রাজদূতগণ উপস্থিত হইলে রাজা বারংবার প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের পত্র গ্রহণ করেন। সভায় প্রবেশ করিলে একব্যক্তি তোমার নাম ও উপাধি বর্ণনা করেন; তখন অভ্যাগত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আবশ্যক ঘোষণাগুলি শেষ হইলে সভা ভঙ্গ করা হয়। ইহারা কেবল এই নিয়মই প্রতিপালন করে। ইহাদের কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র নাই। ই-থা প্রদেশের রাজান্তঃপুরস্থ রমণীগণও (২) রাজকীয় পোষাক পরিধান করেন। এই পরিচ্ছদের প্রায় তিন ফীট মৃত্তিকায় বিলম্বিত হয়; এই সকল সুদীর্ঘ বস্ত্র বহনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছে। রমণীগণ এতদ্ব্যতীত আট ফীট বা ততোধিক দীর্ঘ শৃঙ্গ মস্তকোপরি পরিধান করে। ইহা তিন ফীট দীর্ঘ লোহিত প্রবাল নির্ম্মিত। ইহা তাহারা নানাবর্ণে রঞ্জিত করে। ইহাই তাহাদিগের শিরস্ত্রাণ। রাজান্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের অন্যত্র গমনের সময় এইগুলি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গৃহে থাকাকালীন ইঁহারা সুবর্ণের গিল্টিকরা আসনে উপবেশন করেন। ইহা হস্তীদন্ত নির্ম্মিত এবং ইহার তলদেশে চারিটী সিংহের মূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য প্রকারে মন্ত্রিগণের স্ত্রীসকল এবং রাজান্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণ একই প্রকার আচরণ করেন। প্রথমোক্তাগণও মস্তকাবরণ ও শৃঙ্গ ব্যবহার করেন। এই সকল শৃঙ্গ হইতে চাঁদোয়ার ন্যায় অবগুণ্ঠন

(১) Phœnix—কল্পিত পক্ষী।

(২) White Huns, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিলম্বিত থাকে। ধনী ও দরিদ্র উভয়ের বিভিন্নপ্রকারের পরিচ্ছদ। অসভ্যজাতিগণের মধ্যে এই জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। অল্পাংশই বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস করেন। অধিকাংশই অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা জীবিত প্রাণী হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে। এতদ্দেশে নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে কর স্বরূপ প্রদত্ত সপ্তরত্ন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ই-থা হইতে আমাদের রাজধানী কুড়ি সহস্র লি ব্যবধান।

একাদশ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা পো-সি (১) দেশের সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছি। ইহাদের রাজ্য ক্ষুদ্র। সপ্তদিবস পর্য্যটনের পরে আমরা পার্ব্বত্য ও দরিদ্র এক জাতির রাজ্যে প্রবেশ করি। ইহাদের আচার ব্যবহার অভদ্রোচিত। ইহারা ইহাদের রাজাকে কোন সম্মান করে না এবং রাজার বহির্গমন বা অন্তঃপুরে প্রবেশকালে অধিক শরীররক্ষী থাকে না। এতদ্দেশে একটি নদী আছে; পূর্ব্বে ইহা অত্যন্ত অগভীর ছিল; কিন্তু, পরে পর্ব্বতগুলি ভূমিগর্ভে প্রবেশ করাতে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং দুইটী হ্রদ হইয়াছে। একজন দুষ্টদৈত্য এইস্থানে থাকিয়া প্রভূত ক্ষতি করিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে দৈত্য বর্ষাপাত করিত এবং শীতকালে তুষার একত্রীভূত করিত। তাহার ক্ষমতায় পর্য্যটকগণ সকল প্রকার অসুবিধা ভোগ করিত। এতদ্দেশস্থ তুষার এত শুভ্র যে, তাহাতে দৃষ্টি-শক্তি ঝলসিয়া যায়; চক্ষু আবৃত না করিলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়; কিন্তু পর্য্যটকগণ দৈত্যকে পূজা করিলে ইহাদের তত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

একাদশ মাসের মধ্যভাগে আমরা সি-মি (২) প্রদেশে উপনীত হই।

---

(১) পারস্য।

(২) সিম্বি ?

এই প্রদেশ সাং-লিং পর্ব্বতমালার সীমান্তেই অবস্থিত। দেশটি এক্ষণেও অসমান। অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র; অসমান ও অপ্রশস্ত রাজপথ অতিশয় বিপজ্জনক—আরোহীসহ অশ্ব অতিকষ্টে এইপথে গতায়াত করিতে পারে। পা-কু-লাই (১) প্রদেশ হইতে উ-চ্যাং প্রদেশ পর্য্যন্ত ইহারা সেতুর পরিবর্ত্তে লোহের শৃঙ্খল ব্যবহার করে। পর্ব্বত কন্দর অতিক্রম করিবার সময় এই সকল শৃঙ্খল-সাহায্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই সকল শৃঙ্খল শূন্যে বিলম্বিত থাকে। নিম্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পর্ব্বত কন্দরের তলদেশ দৃষ্ট হয় না, শৃঙ্খল হস্তচ্যুত হইলে একেবারে দশসহস্র "ফাদম" (২) নিম্নে পতিত হইতে হয়। পর্য্যটকগণ এই জন্য ঝটিকা-প্রবাহিত হইবার কালে এই সকল পর্ব্বত কন্দর অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন না।

দ্বাদশ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা উ-চ্যাং (৩) প্রদেশে প্রবেশ করি। এই প্রদেশের উত্তরে সাং-লিং পর্ব্বতমালা অবস্থিত, ইহার দক্ষিণে ভারত-বর্ষ। জল বায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও প্রীতিপ্রদ। প্রদেশটি কয়েকসহস্র লি ব্যাপৃত। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য ও অধিবাসীর সংখ্যা প্রচুর। চীনের অন্তঃর্গত লিনজী উপত্যকারই ন্যায় এই প্রদেশ উর্ব্বরা এবং জলবায়ু তদপেক্ষা উত্তম। এইখানেই পিলো ভিক্ষা স্বরূপ নিজ সন্তান প্রদান করিয়াছিলেন এবং বোধিসত্ত্বও এইস্থানে ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবারণার্থে নিজ দেহ দান করিয়াছিলেন। যদিও বহু পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তত্রাপি প্রচলিত কিংবদন্তী এখনও এই সকল বর্ণনা করে। নরপতি নিরামিষাশী। উপবাস দিবসে তিনি ঢক্কা, শঙ্খ, বীণা, বংশী নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সহকারে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুদ্ধদেবের পূজা করেন। দ্বিপ্রহরের

(১) বোলোর।
(২) ফাদম—৪ হাত—পরিমাণ বিশেষ।
(৩) উদ্যান—ফা-হিয়ান অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী সময় তিনি রাজকার্য্যে অতিবাহিত করেন। কোন ব্যক্তি হত্যা করিলে, ইহারা তাহাকে হত্যাপরাধে নিহত করে না; যৎসামান্য আহার প্রদান করিয়া তাহারা তাহাকে পর্ব্বতময় মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত করে। সন্দেহজনক স্থলে তাহারা ঔষধ প্রয়োগ করে। পরীক্ষান্তে ঘটনানুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। যথাযথ সময়ে অধিবাসীরা নদীসমূহকে ক্ষেত্র সকলকে প্লাবিত করিতে দেয় এবং এই প্রকারেই ভূমি উর্ব্বরা ও সার-মাটি পরিপূর্ণ হয়। মনুষ্যের আবশ্যক সকল প্রকার খাদ্য প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী জন্মে এবং বিভিন্ন প্রকারের ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিপক্ক হয়। সন্ধ্যাকলে সঙ্ঘারামস্থ ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুত হয়। বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয় এবং পুরোহিত ও সাধারণে চয়ণ করিয়া বুদ্ধদেবের পূজা করে।

এতদ্দেশীয় রাজা সাং-ইয়ানকে দেখিয়া এবং উ-ই-বংশের দূত আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহাসমাদরে পরিচয়-পত্র গ্রহণ করেন। রাজমাতা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত জানিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদিকে তাঁহার মস্তক ফিরাইয়া, যুক্ত করে এবং ভক্তিভাবে মস্তক নত করিলেন। পরে দ্বিভাষী আনয়ন করিয়া তিনি সাং-ইয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার অভ্যাগত ব্যক্তিগণ কি উত্থানশীল সূর্য্যের দেশ হইতে শুভাগমন করিয়াছেন?" সাং-ইয়ান প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আমাদের দেশের পূর্ব্বে মহাসমুদ্র। তথাগতের আদেশে এই মহাসমুদ্র হইতেই সূর্য্য উত্থান করেন।" রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের দেশে কি ধার্ম্মিক মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেন?" সাং-ইয়ান তখন কনফিউসিয়াস (১) এবং

(১) চৈনিক মহাঋষি।

পরির রাজ্যের রৌপ্যের প্রাচীর এবং স্থবর্ণের প্রাসাদের এবং পরে দৈত্য, প্রেত ও ধার্ম্মিকগণের গুণব্যাখ্যা করিলেন। আরও তিনি কোয়ান-লোর ভবিষ্যৎ কথনশক্তি, হোয়া-টোর চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ছো-জীর যাদুবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান (১) বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া নিজ বক্তব্য শেষ করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন "মহোদয় যে প্রকার বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে আপনাদেরই দেশ প্রকৃত বুদ্ধদেবের দেশ এবং জীবনান্তকালে যাহাতে আমি আপনাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।"

অতঃপর, সাং ইয়ান হুই-সাংয়ের সমভিব্যাহারে তথাগতের ধর্ম্ম-প্রচারের স্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য নগর পরিত্যাগ করিলেন। নদীর পূর্ব্বধারে তথাগত নিজ বস্ত্র শুষ্ক করিয়াছিলেন। যখন তথাগত সর্ব্বপ্রথমে উ-চ্যাং প্রদেশে আগমন করেন, তখন তিনি একজন দৈত্য-রাজকে দীক্ষিত করিতে গমন করিয়াছিলেন। দৈত্যরাজ বুদ্ধের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টি উত্থিত করায়, বুদ্ধদেবের সঙ্ঘতি সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হইয়া যায়। বৃষ্টি বন্ধ হইলে বুদ্ধদেব পর্ব্বতোপরি অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং যতক্ষণ বস্ত্র শুষ্ক হইতে থাকে ততক্ষণ পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রস্তরোপরি উপবেশন করিয়া থাকেন। যদিও এই ঘটনার পরে বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি এখনও কষায়-বস্ত্রের সূত্রগুলি পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। বোধ হয় যেন বস্ত্রখানি স্থানান্তরিত হয় নাই এবং বস্ত্রের ন্যায় চিহ্নগুলিও স্থানান্তরোপোপযোগী বলিয়া বোধ হয়। যে স্থানে বুদ্ধদেব উপবেশন করিয়াছিলেন এবং যথায় তাঁহার বস্ত্র শুষ্ক হইয়াছিল, এই দুই স্থানেই স্মারক-চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নদীর পশ্চিমস্থ এক পুষ্করিণীতে নাগ-রাজ বাস করে। পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চাশটীর অধিক পুরোহিত-সেবিত মন্দির আছে। সদাসর্ব্বদাই নাগরাজ অনৈসর্গিক মূর্ত্তি ধারণ করেন। এতদ্দেশীয় রাজা সুবর্ণ ও মণিমুক্তা দ্বারা নাগরাজের ক্রোধ উপশম করেন। এই সকল উপহারই পুষ্করিণী মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এই সকল মূল্যবান দ্রব্যের যে গুলি পুষ্করিণী হইতে নাগরাজ কর্তৃক পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা পুরোহিতগণ গ্রহণ করেন। দৈত্যরাজ এই প্রকারে মন্দিরের আবশ্যক-ব্যয় নির্ব্বাহ করে বলিয়া এই মন্দিরকে নাগ-রাজ মন্দির বলা হয়।

রাজধানীর আশী লি উত্তরে পর্ব্বত-গাত্রে বুদ্ধদেবের পাদুকা-চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই চিহ্ন রক্ষার্থ অধিবাসিগণ চিহ্নোপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। যে স্থানে পাদুকাচিহ্ন রহিয়াছে সেই স্থান দেখিলে মনে হয় যে, কর্দ্দমের উপরে বুদ্ধদেব পদ-স্থাপন করিয়া-ছিলেন। ইহার দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করা যায় না; এই চিহ্নের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। চৈত্যের নিকটে তাহারা এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই মঠে ৭০ বা ততোধিক যতি বাস করিতে পারে। চৈত্যের কুড়িপদ দূরে পর্ব্বত হইতে নির্গত উৎস আছে। বুদ্ধদেব এক সময়ে মুখ প্রক্ষালন করিয়া দন্তকাষ্ঠ ভূমিতে নিক্ষেপ করেন; নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইহার মূল জন্মে এবং এক্ষণে ইহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

নগরের উত্তরে টোলো চৈত্য। এই চৈত্যে বুদ্ধদেবের উপাসনার অনেকগুলি যন্ত্র আছে। প্যাগোডাটী উচ্চ ও বৃহৎ। যতিগণের কক্ষগুলি চৈত্যের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত। এই চৈত্যে মনুষ্যাকারের ষাটটী সুবর্ণের মূর্ত্তি আছে। এতদ্দেশীয় রাজা বাৎসরিক সঙ্ঘ আহ্বান করিলে যতিগণকে এই চৈত্যে একত্রীভূত করেন।

এই সময়ে প্রদেশস্থ শ্রমণগণ "মেঘের ন্যায়" এই স্থানে সমবেত হন। সাং-ইয়ান এবং হুই-সাং এই সকল ভিক্ষুগণের কঠোর নিয়ম প্রতিপালনে দক্ষতা দেখিয়া এবং এই সকল ভিক্ষুগণের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের নিজেরও ধর্ম্ম পিপাসা বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া উপহার প্রদানের ও চৈত্যে জলসিঞ্চন ও উহা সুসংস্কৃত রাখিবার জন্ম দুইজন ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন।

রাজধানী হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে আট দিবসের পথ অগ্রসর হইয়া আমরা যে পর্ব্বতময় স্থানে তথাগত কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্ম নিজ দেহ একটী ব্যাঘ্রকে দান করিয়াছিলেন, সেইস্থানে উপনীত হইলাম। ইহা অভ্রভেদী ও ঢালু গিরিশৃঙ্গ-পূর্ণ একটী পর্ব্বত। কল্প-দারু (১) এবং লিংচি বৃক্ষ এই পর্ব্বতে জন্মে, এবং ইহার কুঞ্জবন, উৎসগুলি, দমনীয় হরিণ ও নানা বর্ণের পুষ্পগুলি চক্ষুর অত্যন্ত তৃপ্তিকর। সাং-ইয়ান ও হুই-সাং তাঁহাদের অর্থ হইতে কতকাংশ দ্বারা পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটী প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রস্তর-গাত্রে চীন ভাষায় উই বংশের গুণগ্রাম উৎকীর্ণ করিলেন। এই পর্ব্বতস্থ চৈত্যে তিনশত বা ততোধিক যতি বাস করেন।

রাজধানীর প্রায় একশত লি দক্ষিণে যে স্থানে বুদ্ধদেব পূর্ব্বকালে মো-হিউ জনপদে বাস করিয়া লিখিবার জন্য নিজ চর্ম্ম-মোচন ও শরীরের অস্থি নিষ্কাষিত করিয়া তদ্দারা ঐ চর্ম্মে লিখিয়াছিলেন, সেই স্থান রহিয়াছে। এই সকল পবিত্র চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্ম অশোক-রাজ এই স্থানে একটী চৈত্যনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রায়

(১) বিল "Fortunate tree" এবং রেমুসাৎ "কল্পদারু" বৃক্ষ করিয়াছেন।

একশত কুড়িফীট উচ্চ। যে স্থানে তিনি তাঁহার অস্থি নিষ্কাষণ করিয়াছিলেন, তথায় অস্থির মেদ বহির্গত হইয়া পর্ব্বত আবৃত করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও সেই রূপ বর্ণ রহিয়াছে এবং এই মেদ দেখিলে মনে হয় যে ইহা সম্প্রতি নিষ্কাষিত হইয়াছে।

রাজধানীর দক্ষিণে পাঁচশত লি দূরে রাজকুমার সুদানের পর্ব্বত রহিয়াছে। এই স্থানের সুপেয় বারি এবং সুমিষ্ট ফলের কথা শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। পর্ব্বতস্থ কন্দরগুলি উষ্ণ এবং বৃক্ষ ও গুল্মগুলি সকল সময়েই হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। যে সময় পর্য্যটকগণ সে স্থানে উপনীত হন, তখন মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছিল; পক্ষী সকল সুমিষ্টস্বরে গান করিতেছিল; বৃক্ষ সকল বসন্তের শোভায় শোভিত হইতেছিল এবং এই সকল দৃশ্যে সাং-ইয়ানের গৃহের চিত্র মানস-পথে উদিত হইতেছিল। এই সকল চিন্তায় তিনি অবসাদ-গ্রস্থ হইয়া পীড়িত হন। যাহা হউক, এক মাস অতিবাহিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ দত্ত ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন।

সুদানের পর্ব্বতের শীর্ষদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থ পর্ব্বত-কন্দরে দুইটী কক্ষ আছে। এই গুহার সম্মুখে একখানি বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে; প্রবাদ এই যে রাজকুমার এই স্থানে উপবেশন করিতেন; রাজা অশোক এই প্রস্তরোপরি একটী স্মারক-চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

চৈত্যের এক লি দক্ষিণে রাজকুমারের পর্ণশালা রহিয়াছে। চৈত্যের এক লি উত্তর-পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিম্নদেশে যে স্থানে রাজকুমারের পুত্র ও কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত স্থান পরিত্যাগে অসম্মত হইয়া বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, সেই স্থান রহিয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেত্রাঘাতে উহাদিগকে জর্জ্জরিত করেন এবং তাঁহাদের গাত্র হইতে রক্ত

নির্গত হইয়া ভূমি সিক্ত করে। এই বৃক্ষ বর্ত্তমানেও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রক্ত-সিক্ত ভূমি হইতে সুপেয় বারিপূর্ণ একটী উৎস নির্গত হইয়াছে। গুহার তিন লি পশ্চিমে দেবতাধিপতি শক্র সিংহের বেশে রাজপথে থাকিয়া মানকির গতিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। এখনও প্রস্তরোপরি শক্রের কেশ ও নখের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে স্থানে সশিষ্য অজিতাকুট (১) রাজকুমারের মাতাপিতার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানও দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থানেই স্মারক-চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতে পুরাকালে উত্তর দক্ষিণে সজ্জিত অর্হৎগণের জন্য পাঁচ-শত শয্যা ছিল; তাঁহাদিগের বসিবার আসনও এই স্থানে স্থাপিত ছিল। প্রায় দ্বিশত যতি-পূর্ণ একটী বৃহৎ মন্দির এই স্থানে রহিয়াছে। যে উৎস রাজকুমারকে জল প্রদান করিয়াছিল, তাহার উত্তরেও একটী মন্দির রহিয়াছে। একদল বন্য গর্দ্দভ এই স্থানে চরণ করে। কেহই তাহাদিগকে এই স্থানে আনয়ন করে না—তাহারা স্বেচ্ছায়ই এই স্থানে আগমন করে। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে তাহারা এই স্থানে সমাগত হয়; তাহারা দ্বিপ্রহরে আহার গ্রহণ করে এবং তাহারাই মন্দির রক্ষা করে। এই সকল গর্দ্দভ গুলি ঋষি উপো কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রেত।

এই মন্দিরে পুরাকালে একটী শ্রামণের বাস করিতেন। সদা সর্ব্বদাই মন্দিরস্থ-ভস্ম স্থানান্তরিত করিতে করিতে তিনি একদিন সমাধি প্রাপ্ত হন। মন্দিরস্থ কর্ম্মদান (২) তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ঋষি উপোই শ্রমণের বেশে ভস্ম স্থানান্তরিত করিতে

(১) ইনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে বাস করিতেন।

(২) মন্দিররক্ষক।

থাকেন। ইহাতে এতদ্দেশীয় রাজা ঋষির উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঋষির একটি মূর্ত্তি স্থাপনা করেন এবং উহা সুবর্ণ-পত্র দ্বারা সুসজ্জিত করেন।

পর্ব্বতের শীর্ষদেশের সন্নিকটেই যক্ষগণ-নির্ম্মিত পো-কনের মন্দির রহিয়াছে। ইহাতে প্রায় অশীতিজন পুরোহিত বাস করেন। প্রবাদ এই যে, অর্হৎ ও যক্ষগণ সদা সর্ব্বদাই এই স্থানে সমাগত হইয়া পূজা, জল নিক্ষেপ, মন্দির-সুসজ্জিত ও মন্দিরের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করেন। সাধারণ পুরোহিতগণ এই মন্দিরে বাস করিতে পারেন না। উই মহাবংশের টো-ইং শ্রমণ এই মন্দিরে পূজার্থ উপনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু পূজা শেষ হইলে তিনি প্রত্যাগমন করেন; এই মন্দিরে বাস করিতে সাহসী হন নাই।

চিং-কোং রাজত্বের প্রথম বৎসরের চতুর্থ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১) আমরা গান্ধার রাজ্যে প্রবেশ করি। এই প্রদেশ উ-চ্যাং রাজ্যের ন্যায়। পূর্ব্বকালে ইহা ই-পো-লোর দেশ (২) নামে কথিত হইত। যক্ষগণ এই রাজ্য বিনষ্ট করণান্তর লি-লিকে ইহার সিংহাসনোপরি স্থাপন করে। ঐ ঘটনার পরে দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। এই বংশের নরপতিগণ ক্রূর প্রকৃতি বিশিষ্ট ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন এবং অত্যন্ত নৃশংসাচরণ করিয়াছিলেন। নরপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; পরন্তু, দৈত্য-পূজা করিতেন। অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ

(১) ৫২০ খৃষ্টাব্দে।

(২) Referring in all probability to the dragon Apalala, whose fountain to the N. E of Mungali gave rise to the river Subhavastu (Beal).

জাতীয় ছিল; ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্মান করিত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠে প্রীতিলাভ করিত। ঠিক এমন সময়েই বিধর্ম্মী রাজা সিংহাসনারোহণ করেন। বলদর্পে দীপ্ত হইয়া তিনি কি-পিন (১) দেশের সহিত সীমান্ত প্রদেশ লইয়া তিন বৎসর কাল যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজার সাতশত যুদ্ধ-হস্তী আছে। প্রত্যেক হস্তী তরবারী ও বর্শাধারী দশজন সৈন্য বহন করে, এবং তাহারা শুণ্ডে তরবারী ধারণ করে (২)। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নিকটে আসিলে হস্তিগণ এই তরবারী-সহযোগে যুদ্ধ করে। রাজা সকল সময়েই নিজ সৈন্যগণ সহ সীমান্ত প্রদেশে অতিবাহিত করেন এবং কদাচও নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। এই কারণে বৃদ্ধগণকেই পরিশ্রম করিতে হয় এবং সাধারণ অধিবাসীবৃন্দের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সাং-ইয়ান অভিজ্ঞান-সূচক পত্রাদি দিবার জন্য রাজ-শিবিরে গমন করেন। রাজা তাঁহার সহিত অত্যন্ত কুব্যবহার করেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পর্য্যন্ত করেন নাই। পত্র গ্রহণের সময় রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। সাং-ইয়ান বুঝিতে পারিলেন যে, দূরবর্ত্তী প্রদেশীয় এই সকল বর্ব্বরগণ ভদ্রোচিত ব্যবহার অপরিজ্ঞাত এবং তাহাদের ঔদ্ধত্য দমন করতে দুঃসাধ্য। রাজা দ্বিভাষী আনয়ন করিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে সাং-ইয়ানকে সম্বোধন করিলেন—"পূজনীয় মহাশয় কি এই সকল প্রদেশ অতিক্রম করিতে এবং পথিমধ্যে নানারূপ বিপদ সম্মুখীন

(১) কি-পিন বা কোফিন—কাবুল নদী। "সমসাময়িক ভারত" দ্বিতীয় খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) "সমসাময়িক ভারত" দ্বিতীয় খণ্ড ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করেন নাই ?” সাং-ইয়ান উত্তর করিলেন “বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে মহাযান-সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে আমরা আমাদের মহারাণী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। সত্য বটে, রাজপথের ক্লেশ গুরুতর; কিন্তু আমরা ক্লান্ত হইয়াছি এই কথা বলিতে সাহসী হই না; কিন্তু আপনি ও আপনার সৈন্যাবলী রাজ্যের সীমান্তে বাস করিয়া শীত ও গ্রীষ্মের সকল প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া কি অত্যন্ত ক্লান্ত হন নাই ?” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন “এই প্রকার ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীন থাকা অসম্ভব এবং আপনি যে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত হইলাম।” সাং-ইয়ান রাজার সহিত প্রথম সম্ভাষণ-কালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন— এই বর্ব্বর রাজ্যোচিত কর্ত্তব্য-পালনে অক্ষম; আমাদের পত্রাদি গ্রহণ কালে উপবিষ্ট রহিয়াছে। এক্ষণে পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর কালে তিনি রাজাকে তিরস্কার করিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন—“পর্ব্বত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকারেরই আছে—নদীও ক্ষুদ্র বৃহৎ আছে। মনুষ্যের মধ্যেও প্রভেদ আছে—কেহ মহৎ, কেহ নীচ। ই-থা এবং উ-চ্যাং দেশীয় নরপতিগণ আমাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; কেবল আপনিই আমাদিগকে কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নাই।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন “আমি যখন উ-ই দেশের রাজাকে দর্শন করিব, তখন তাঁহাকে সম্মান করিব। কিন্তু, উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার পত্র-গ্রহণে কি দোষ হইতে পারে ? মাতা পিতার নিকট হইতে পত্র গ্রহণের সময় লোকে উপবিষ্ট থাকে। বর্ত্তমান সময়ে উ-ই মহারাজ আমার মাতা পিতার তুল্য; সুতরাং আমি উপবিষ্ট থাকিয়াই তাঁহার পত্র গুলি পাঠ করিব।” সাং-ইয়ান কোনরূপ অভিবাদন না করিয়াই

প্রস্থান করিলেন। তিনি একটী মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—এই স্থানেও তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করা হইল না।

এই সময়ে পো-টাই দেশ হইতে গান্ধার নরপতির নিকট উপহার-স্বরূপ দুইটী সিংহশাবক প্রেরিত হয়। সাং-ইয়ান তাহাদিগকে দেখিতে পান এবং তাহাদের অগ্নিতুল্য স্বভাব এবং সাহসী আকৃতি লক্ষ্য করেন। চীনদেশে এই সকল জন্তুর যে আলেখ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুন্দর নহে।

এই স্থান হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া পাঁচ দিবসের পথ অতিবাহিত করিয়া যে স্থানে তথাগত একজন মনুষ্যের জন্য নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন তাঁহারা তথায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে একটী চৈত্য ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরে প্রায় কুড়িজন পুরোহিত বা যতি থাকেন। পশ্চিমদিকে তিন দিন অগ্রসর হইয়া আমরা সিণ্টু নদীতে (১) উপনীত হই। এই নদীর পশ্চিম তীরে তথাগত মকর-মৎস্যের রূপ-ধারণ করিয়া নদী হইতে বহির্গত হন এবং নিজ মাংস দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে দ্বাদশবৎসর আহার প্রদান করেন। এই স্থানে একটী স্মারক-চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতোপরি এক্ষণেও মৎস্যের আঁইস দৃষ্ট হয়।

পুনরায় পশ্চিমদিকে ত্রয়োদশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা ফো-সা-ফু (২) নগরে উপনীত হই। নদীর যে উপত্যকাপরি এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে উহা উর্ব্বর সারমাটী পূর্ণ। নগর-প্রাচীরে দ্বার আছে। নগরটী গৃহপূর্ণ; চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি কুঞ্জ আছে এবং উৎসগুলি নগরের

(১) সিন্ধু নদ।

(২) হিউয়েন-সিয়াং ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ভূমি সকল উর্ব্বর করিতেছে। মূল্যবান মণিমুক্তা ও প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা সাধু ও ধার্ম্মিক। নগরাভ্যন্তরে বিধর্ম্মীদিগের একটী প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে (১)। সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি এইস্থানে সদাসর্ব্বদা সমাগত হন এবং এই মন্দিরকে বিশেষ সম্মান করেন। নগরের এক লি উত্তরে "শ্বেতহস্তীর প্রাসাদাস্থ" চৈত্য রহিয়াছে। এই মন্দিরসংক্রান্ত ব্যক্তিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এইস্থানে সুসজ্জিত এবং সুন্দর প্রস্তরের অসংখ্য মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইগুলি এইরূপ ভাবে সুবর্ণ দ্বারা সজ্জিত যে, তাহাদিগের দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে এবং মন্দিরেরই অধীন একটী বৃক্ষের "শ্বেতহস্তী বৃক্ষ" বলিয়া নামকরণ হইয়াছে। এই বৃক্ষের পত্র ও পুষ্পগুলি চীনদেশীয় খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় এবং ইহার ফলগুলি শীতকালে পরিপক্ক হয়। বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, যখন এই বৃক্ষ বিনষ্ট হইবে, তখন বৌদ্ধধর্ম্মও বিনষ্ট হইবে। মন্দিরাভ্যন্তরে রাজকুমার ও তাঁহার পত্নীর এবং ব্রাহ্মণের বালক ও কন্যা প্রার্থনার আলেখ্য রহিয়াছে। তাতারগণ এই আলেখ্য দেখিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারে না।

পুনর্ব্বার পশ্চিমদিকে একদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তথাগত যেস্থানে নিজ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দান করিয়াছিলেন, পর্য্যটকগণ তথায় উপনীত হইলেন। এ স্থানেও একটী চৈত্য ও মন্দির রহিয়াছে। মন্দিরস্থ একখানি প্রস্তরে কশ্যপ-বুদ্ধের পদচিহ্ন রহিয়াছে। পশ্চিমদিকে আর একদিবস যাইয়া আমরা তিনশত পদাধিক বিস্তৃত সুগভীর একটী নদী

(১) এই স্থানের অনুবাদে ভ্রম দৃষ্ট হয়। বিধর্ম্মীদিগের মন্দির হইলে ধার্ম্মিকগণ (ধার্ম্মিক শব্দ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতিই অর্পিত হইয়াছে মনে করি) কি জন্য এই মন্দিরে আগমন করিবেন?

উত্তীর্ণ হই। এই স্থানের ৬০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে আমরা গান্ধার (১) দেশের রাজধানীতে উপনীত হই। নগরের সাত লি দক্ষিণ পূর্ব্বে একটী প্যাগোডা আছে। এই চৈত্য নির্ম্মাণের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, যখন তথাগত এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে সশিষ্য এই দেশ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সেই সময়ে, নগরের পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মপ্রচার কালে তিনি বলিয়াছিলেন "আমার নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে এই দেশে কনিষ্ক নামে এক রাজা হইবেন; এই স্থানে তিনি একটী প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিবেন।" তজ্জন্য, সেই ঘটনার তিনশত বৎসর পরে, এতদ্দেশীয় রাজা ঐ নামে অভিহিত হন। এক সময়ে নগরের পূর্ব্বদিকে গমন কালে তিনি চারিটী বালককে গোময় দ্বারা বৌদ্ধ-চৈত্য নির্ম্মাণে ব্রতী দেখিতে পান। তাহারা এই চৈত্য তিনফীট উচ্চ নির্ম্মাণ-করণে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু, এই সময়ে তাহারা অন্তর্দ্ধান করে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, একজন বালক শূন্যে উঠিয়া ও রাজার দিকে অবলোকন করিয়া একটী গাঁথা আবৃত্তি করে। রাজা এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক্ষুদ্র চৈত্যটী আবৃত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু ক্ষুদ্র চৈত্যটী ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে এবং অবশেষে রাজনির্ম্মিত চৈত্যটীর বহির্ভাগে গমন করে; কিন্তু ক্ষুদ্র চৈত্যটীর বহির্ভাগে গমন করিয়া উহা হইতে চারিশত ফীট দূরে গমন করিয়া স্থায়ী হয়। (২) তখন রাজা স্বকীয় চৈত্যটীর ভিত্তিমূল আরও তিনশত

(১) ফা-হিয়ান ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ফা-হিয়ান ৩০—৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পদ বৰ্দ্ধিত করেন। অবশেষে, তিনি একটী দণ্ড নিজ চৈত্যোপরি স্থাপন করেন।

চৈত্য নির্ম্মাণের জন্য তিনি কেবল কারুকার্য্য সুশোভিত কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন ; চৈত্যের শীর্ষদেশে যাইবার জন্য তিনি অধিরোহিণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার কাষ্ঠ দ্বারা ছাদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত চৈত্যটী ত্রয়োদশতল বিশিষ্ট ; তদুপরি তিনফীট উচ্চ ও ত্রয়োদশটী সুবর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকারের বৃত্ত। ভূমি হইতে শীর্ষদেশ সর্ব্বসমেত সাতশত ফীট। টাও-ইয়াং বলিয়াছিলেন যে, লৌহস্তম্ভটী ৮৮½ ফীট উচ্চ ; উহাতে পঞ্চদশটী বৃত্ত আছে এবং চৈত্যটী স্তম্ভ সমেত ৭৪৩ ফীট। এই প্রশংসনীয় কার্য্যটী সম্পন্ন হইলেও, গোময়ের ক্ষুদ্র চৈত্যটী পূর্ব্বেরই ন্যায় বৃহৎ চৈত্যের তিনপদ দক্ষিণে অবস্থিত রহিল। ব্রাহ্মণগণ ইহা যে গোময় নির্ম্মিত তাহা বিশ্বাস না করিয়া ইহাতে একটী ছিদ্র করিল। যদিও এই ঘটনার পরে বহুবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি এই ক্ষুদ্র চৈত্যটী বিনষ্ট হয় নাই এবং ক্ষুদ্র চৈত্রটী সুগন্ধী মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তদ্রূপ করণে সমর্থ হয় নাই। ইহার চতুষ্পার্শ্বে এক্ষণে চন্দ্রাতপ স্থাপন করা হইয়াছে। সি-ও লি প্যাগোডা, নির্ম্মাণের পরে তিনবার বজ্রাঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু তিনবারই এতদ্দেশীয় নরপতিগণ উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন যে, যখন বজ্রাঘাতে এই চৈত্য বিনষ্ট হইবে, তখন বৌদ্ধধর্ম্মও লুপ্ত হইবে।

টাও-ইয়াং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে রাজা চৈত্য সংক্রান্ত সকল কার্য্য সমাপনান্তে দেখিতে পাইলেন যে, লৌহ স্তম্ভটীর গুরুত্বের জন্য উহা চৈত্যের উৰ্দ্ধদেশে স্থাপন করা অসম্ভব। তিনি তজ্জন্য চৈত্যের

চারিটী কোণে চারিটী উচ্চ মঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করিলেন; তিনি এই কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিলেন; এবং তৎপরে রাণী ও রাজকুমারগণ সহ চৈত্যোপরি আরূঢ় হইয়া গন্ধদ্রব্য প্রজ্বালিত করিলেন ও পুষ্প বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভক্তিচিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে ভার তুলিবার যন্ত্র সহজেই উহা উত্তোলন করিতে সক্ষম হইল এবং লৌহ-স্তম্ভ চৈত্যের শীর্ষোপরি স্থাপিত হইল। তাতারগণ বলে যে, চারিজন দেবতা এই কার্য্যে সাহায্য-দান করিয়াছিলেন এবং যদি তাঁহারা এরূপ না করিতেন, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিতেই এই কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইত না। প্যাগোডাভ্যন্তরে বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মানুমোদিত সকল প্রকার তৈজস পত্র রহিয়াছে; সুবর্ণের ও মণিমুক্তা খচিত সহস্রাকারের পাত্রাদি রহিয়াছে। পাত্রাদির নামকরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রাতঃকালে বায়ু-নিরূপক যন্ত্রের যন্ত্রগুলি সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল দেখায় এবং মৃদুমন্দ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া ছাদের ঘণ্টাগুলি সুমধুর ধ্বনি করিতে থাকে। পশ্চিম-পৃথিবীর প্যাগোডা-গুলির মধ্যে এইটীই আকারে ও প্রতিপত্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চৈত্যের প্রথম নিৰ্ম্মাণ কালে শীর্ষদেশ আবৃত করিবার জন্য প্রবাল ব্যবহৃত হইয়াছিল; কিন্তু, কয়েক বৎসর পরে রাজা এই সকল মূল্যবান প্রবালের মূল্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বিবেচনা করিলেন যে, আমার মৃত্যুর পরে কোন শত্রু ইহা অপহরণ করিয়া লইতে পারে অথবা এই চৈত্য ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইলে কেহই আর ইহা পুনর্নিৰ্ম্মাণে সক্ষম হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রবাল গুলি স্থানান্তরিত করিয়া উহাদিগকে একটি তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া প্যাগোডার একশত পদ উত্তর-পশ্চিমস্থ স্থানে প্রোথিত করিলেন। এই স্থানে তিনি একটী বৃক্ষরোপণ

করিলেন। এই বৃক্ষ "পো-টাই" বৃক্ষ (১) নামে অভিহিত হয় এবং ইহার শাখা প্রশাখা সকল এই স্থানকে সূর্য্যের আতপ হইতে রক্ষা করে। বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বেই সপ্তদশ ফীট উচ্চ উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই সকল মূল্যবান প্রবালাদি রক্ষা করিবার জন্য চারিটি দৈত্য সদা সর্ব্বদাই প্রহরীর কার্য্য করে। কেহ মনে মনেও ইহার প্রতি লোভ করিলে তৎক্ষণাৎ সে বিপদগ্রস্থ হয়। এই স্থানে একটী প্রস্তরের স্মারকলিপিও রহিয়াছে এবং ইহাতে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে "যদি কোন কালে এই চৈত্য বিনষ্ট হয় তাহা হইলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি বহু অন্বেষণে যে প্রবাল পাইবেন, তাহাতে এই চৈত্য পুনর্নির্ম্মাণে সক্ষম হইবেন।"

সিও-লি প্যাগোডার পঞ্চাশ পদ দক্ষিণে একটী প্রস্তরের চৈত্য আছে। ইহা গোলাকার এবং সপ্তবিংশ ফীট উচ্চ। অনেক প্রকার ঐশ্বরিক ব্যাপার এই মন্দির হইতে প্রত্যক্ষীভূত হয়। সুতরাং মনুষ্যগণ এই মন্দির স্পর্শ করিলে তাহারা সৌভাগ্যবান কি না তাহা পরীক্ষিত হইতে পারে। যদি তাহারা সৌভাগ্যবান হয় তবে তাহারা ইহা স্পর্শ করিলে সুবর্ণের ঘণ্টাগুলি ধ্বনিত হইতে থাকে; কিন্তু হতভাগ্য হইলে কেহ বলপূর্ব্বক মন্দিরে আঘাত করিলেও কোন শব্দ উদ্ভূত হইবে না। হুই-সাং নিজ দেশ হইতে এতদ্দেশে আসিয়া কোন সৌভাগ্য-সূচক ধ্বনি হইবে কি না জানিতে না পারায় প্রথমতঃ এই মন্দিরে পূজা করিলেন। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মন্দির স্পর্শ করিবামাত্র, মন্দিরস্থ ঘণ্টা হইতে সুমধুর ধ্বনি নির্গত হইল। ইহাতে তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন।

(১) ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বোধিদ্রুম

পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা এই শুভচিহ্ন প্রমাণিত হইয়াছিল। যখন হুই-সাং প্রথমে রাজধানীতে গমন করেন, তখন মহারাণী বিভিন্নবর্ণীয় সহস্র ফীট দীর্ঘ পতাকা এবং সুগন্ধী তৃণ ও রেশম নির্ম্মিত পাঁচশত মাদুর প্রদান করেন। রাজকুমার ও অন্যান্য অভিজাতবর্গ তাঁহাকে দুই সহস্র পতাকা প্রদান করেন। হুই-সাং খোটেন হইতে গান্ধার ভ্রমণকালীন যে সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এই সকল পতাকা অকাতরে দান করিয়াছিলেন। এই স্থানে পৌঁছিলে, মহারাণী-দত্ত এতশত ফীট দীর্ঘ একটি মাত্র পতাকা অবশিষ্ট ছিল। তিনি এই পতাকাটীকে শিবিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত চৈত্যে প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সাং-ইয়ান সিও-লি চৈত্যে জলসিঞ্চন ও পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য চিরকালের জন্য দুইটী ভৃত্য প্রদান করিলেন। হুই-সাংয়ের যে যৎসামান্য অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা তিনি তাম্রপাত্রোপরি সিও-লি চৈত্য ও শাক্যমুনির চারিটী প্রধান চৈত্য অঙ্কিত করিবার জন্য একজন চতুর শিল্পীকে নিযুক্ত করিলেন।

ইহার পরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে সাত দিনের পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটী বৃহৎ নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং যে স্থানে বুদ্ধদেব শিবিরাজ-রূপে পারাবত প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, তথায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে একটী মন্দির ও চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাকালে এই স্থানে শিবি-রাজের বৃহৎ-ভাণ্ডার গৃহ ছিল—ইহা ভস্মীভূত হইয়াছে। গৃহস্থিত শস্য অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া যায়—ভগ্নাবশেষ-পার্শ্বে বর্ত্তমানেও শস্য পাওয়া যায়। কেহ একটী শস্য গ্রহণ করিলেও সে আর জ্বর-রোগে আক্রান্ত হয় না। এতদ্দেশীয় অধিবাসীবর্গ সূর্য্য তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখে।

টাও-ইয়াং বলিয়াছেন যে, নাকালোহেতে (১) বুদ্ধদেবের করোঠী রহিয়াছে। ইহার ব্যাস চারি ইঞ্চি, পীতাভবর্ণের ও দেখিতে মধুচক্রের ন্যায়।

আমরা পরে, কিকালাম মন্দির পরিদর্শন করি। এই মন্দিরে ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত বুদ্ধদেবের কষায় বস্ত্র রহিয়াছে। ইহা দৈর্ঘে প্রস্থে সমান কিন্তু পরিমাপকালে হ্রাস বৃদ্ধি পায়। প্রায় অষ্টাদশ ফীট দীর্ঘ। বুদ্ধদেবের দীর্ঘ ভিক্ষাযষ্টিও এই স্থানে রহিয়াছে। ইহা স্বুবর্ণ-পত্রাবৃত কাষ্ঠাধারে রক্ষিত। এই যষ্টির ভার অনিশ্চিত; কোন কোন সময় এরূপ ভারী হয় যে, শতাধিক মনুষ্যও ইহা উত্তোলন করিতে পারে না, এবং কোন কোন সময়ে একজনেও ইহা উত্তোলনে সমর্থ হয়। নাকিনগরে বুদ্ধদেবের একটী দন্ত ও কেশ আছে; উভয় দ্রব্য মূল্যবান আধারে রক্ষিত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় উভয় দ্রব্যই যথাবিহিতরূপে পূজা করা হয়।

পরে আমরা গোপাল গুহায় উপনীত হই। এই স্থানে বুদ্ধদেবের ছায়া রহিয়াছে (২)। পর্ব্বত কন্দরে পঞ্চদশ ফীট অগ্রসরান্তর দ্বারদেশের অপরদিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে ছায়া পরিদৃশ্যমান হয়; ছায়ার নিকটে অগ্রসর হইতে থাকিলে ইহা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং অবশেষে অদৃশ্য হয়। যে স্থানে ছায়া দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে হস্তার্পণ করিলে কিছুই দৃষ্ট হয় না—কেবল অনাবৃত প্রাচীর মাত্র। ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলে ছায়াটী পুনর্ব্বার দৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বাগ্রে ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী চিহ্ন দৃষ্ট হয়। পর্ব্বত-গুহার সম্মুখে চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন রহিয়াছে।

(১) নাগরহরা নগর—ফা-হিয়ান ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ফা-হিয়ান ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুহার একশত পদ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ স্থানে বুদ্ধদেব নিজ পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করিতেন। নগরের এক লি উত্তরে মুদ্গালগানায়নের পর্ব্বত-গুহা রহিয়াছে; ইহার উত্তরে একটী পর্ব্বত। বুদ্ধদেব পর্ব্বতের সানুদেশে স্বহস্তে ১১৫ ফীট উচ্চ একটি প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই চৈত্য ভূমিগর্ভে প্রবেশ করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে আরও সাতটি চৈত্য রহিয়াছে। চৈত্যগুলির দক্ষিণে একখানি শিলালিপি আছে। কথিত হয় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও প্রস্তরস্থ লেখা পরিষ্কার রহিয়াছে।

হুই-সাং উ-চ্যাং প্রদেশে দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাতারদেশীয় আচার ব্যবহার আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের ন্যায়। সামান্য সামান্য বিভিন্নতা উল্লেখযোগ্য নহে। চিং-আং রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরের(১) দ্বিতীয় মাসে তিনি প্রত্যাগমন করিতে থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা টাও-ইয়াং ও সাং-ইয়ানের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। হুই-সাং বর্ণিত বৃত্তান্ত কদাচ সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই।

(১) ৫২১ খৃষ্টাব্দ।

নির্ঘণ্ট

পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ

(কাষ্ঠমঞ্চ)

বুদ্ধদেব

পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ
(স্তম্ভাবশেষ)

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট

প্রমাণপঞ্জী

(Bibliography)

ফা-হিয়ানের গ্রন্থ ফো-কিউও-কি (Fo-kuo-ki বা "বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী রাজত্ব সমূহের বর্ণনা") সর্ব্বপ্রথমে ১৮৩৬ সনে ফরাশী দেশীয় রেমুসাৎ কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়। এই অনুবাদের পাদটীকার অনেকগুলি বর্ত্তমানে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, ইহাতে অনুবাদকের গভীর গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহা বক্ষ্যমান কালেও সকলের অবশ্য-পাঠ্য। ১৮৪৮ সনে এই অনুবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি দুই বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে এই সংস্করণ পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৬৯ সনে মিঃ বিল "বৌদ্ধধর্ম্মীয় যাত্রী" (Buddhist Pilgrims) নাম দিয়া ফা-হিয়ানের গ্রন্থের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণ পরিশোধিত হইয়া বিলের "পশ্চিম-পৃথিবীর বৌদ্ধগণের বৃত্তান্ত" (Buddhist Records of the Western World) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হইয়া ১৯০৬ সনে প্রকাশিত হইয়াছে।

জিলিস নামক অন্যতম অনুবাদক ১৮৭৭ সনে ফা-হিয়ানের ভ্রমণের একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংস্করণটী সেইরূপ মূল্যবান হয় নাই।

১৮৮৬ সনে ডাক্তার লেগী একখানি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা উপর্যুক্ত সকল সংস্করণগুলিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত হিউয়েন-সিয়াংয়ের অনুবাদক ওয়াটার্স ফা-হিয়ান সম্বন্ধে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য এ গুলিও বিশেষ-রূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ মেজর কানিংহাম প্রভূত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার "প্রাচীন ভারতের ভূগোল" (Ancient Indian Geography) নামক গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজক-বর্ণিত অনেকগুলি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাং-ইয়ান ও হুই-সাংয়ের বিবরণ বিলের "The Misson of Sung-Yun and Hwei Sang to obtain Buddhist Books in the West" হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

পাটলিপুত্র

পাটলিপুত্র কে স্থাপন করেন তাহা সঠিক অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণে পাটলিপুত্রের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। বায়ু পুরাণের মতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্র উদয়াশ্ব এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা এই মতের পোষকতা করেন, তাঁহারা খৃষ্টের জন্মের পাচশত বৎসর পূর্ব্বে উদয়াশ্ব এই নগর প্রতিষ্ঠারম্ভ করেন এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, অজাতশত্রু গঙ্গাতীরে পাটলি নামক এক দুর্গ নিম্মাণ করেন। তাঁহারই পুত্র উদয়াশ্ব এই দুর্গ হইতে কিছুদূরে পাটলিপুত্র নগর নিম্মাণ আরম্ভ করেন; প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের মতে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নিম্মাণ আরম্ভ হয় ও উদয়াশ্বের রাজত্বের শেষাংশে নিম্মাণ শেষ হয়। চৈনিক পরিব্রাজকগণের অন্যতম অনুবাদক বিল বলিয়াছেন যে, মগধরাজ অজাতশত্রু পাটলিপুত্র সুদৃঢ় করেন। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নামে রাজধানী না হইলেও, চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রেই অবস্থান করিতেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা অশোকের সময়েই পাটলিপুত্র বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্ত যখন উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সিরিয়ারাজ সেলুকাস ভারতাক্রমণে অভিলাষী হইয়া খৃষ্টের জন্মের ৩০৫ অব্দ পূর্ব্বে সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই কার্য্যে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন এবং মেগাস্থিনিসকে নিজ দূত রূপে

চন্দ্রগুপ্তের দরবারে প্রেরণ করেন। এই দূত অনেকদিন পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন এবং মেগস্থেনিস হইতেই ভারতের তৎকালীন পরিস্ফুট চিত্র আমরা দেখিতে পাই (১)। মেগস্থেনিস (২) ও তাঁহারই অনুসরণ করিয়া আরিয়ান (৩) পাটলিপুত্রের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন বর্ত্তমান কালে যে স্থান পাটনা নামে খ্যাত এবং যে পাটনাকে এখনও কেহ কেহ পাটলিপুত্র (৪) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; উহাই মগধের প্রাচীন রাজধানী—গ্রীকগণ বর্ণিত পালিবোথ্রা। পঞ্চতন্ত্রে পাটলিপুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। মনস্বী উইলসন দশকুমারচরিতের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে বলেন যে, পাটলিপুত্রই শুদ্ধ উচ্চারণ। "ক্ষেত্রসমাস" নামক ভৌগোলিক পুস্তকে পলিভট্ট নাম দেখা যায়। লঙ্কাদ্বীপে প্রচলিত পুস্তকাদিতে পাটলিপুত্র নাম পাওয়া যায়। রামায়ণানুযায়ী এই স্থলের নাম কৌশম্বি ছিল এবং তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র কুশ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল (৫)। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশ

(১) "সমসাময়িক ভারত", প্রথম কল্প, দ্বিতীয় খণ্ডে মেগস্থেনিসের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। মেগস্থেনিস ঠিক কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সে সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের মত "সমসাময়িক ভারতে"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২) "সমসাময়িক ভারত", প্রথম কল্প, দ্বিতীয় খণ্ড ২৬, ৪৬, ৫৪, ৫৭, ৬৩, ৮৯, ৯২, ১৯০, ১৯৭-১৯৮ পৃষ্ঠায় পাটলিপুত্রের উল্লেখ আছে।

(৩) "সমসাময়িক ভারত", প্রথম কল্প, তৃতীয় খণ্ডে আরিয়ানের বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) পাটনার জৈন মন্দিরস্থ লিপিতে "পাড়লীপুর" বলিয়া উল্লেখ আছে।

(৫) রামায়ণের আদি কাণ্ডের দ্বাত্রিংশৎ সর্গে রাজর্ষি কুশের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশম্বে কর্ত্তৃক কৌশাম্বি নগর স্থাপনের উল্লেখ দেখিতে পাই।

প্রতিষ্ঠা করিয়া পাটলিপুত্রের শ্রীবৃদ্ধি করেন। বস্তুতঃ ; সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী হইবার পক্ষে যে পাটলিপুত্র বিশেষ প্রশস্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতুই নাই। শোণ এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে স্থাপিত বলিয়া এবং কিছু দূরেই আবার এই দুইটী নদী গণ্ডকের সহিত মিলিত হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে এইস্থানে নগর স্থাপন যে বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রিস্ ড্যাভিডস্ (Rhys Davids) মেগস্থেনিস-বর্ণিত পাটলিপুত্রের বিবরণ পড়িয়া লিখিয়াছেন যে, মেগস্থেনিস আয়তনাদির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীর সংলগ্ন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল, তাহাদের ব্যবধান ৭৫ গজ ছিল এবং সেই জন্য তীরন্দাজগণ অনায়াসে এই সকল দুর্গে থাকিয়া প্রাচীর রক্ষা করিতে পারিত। হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রবেশদ্বার গুলি ৬৬০ গজ অন্তর ছিল। নগরের আয়তন সহসা অবিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় ; কিন্তু, সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অবিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না।

পাটলিপুত্রের বর্ত্তমান স্থান নির্দ্দেশে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইত। কেহ কেহ পাটলিপুত্রকে এলাহাবাদ, কেহ বা রাজমহল, কেহ ভাগলপুর, কেহ কনোজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন পাটলিপুত্র যে বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল সর্ব্বাগ্রে ভৌগলিক রেনেলই তাহা প্রকাশ করেন।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ কাহিনী সকল আবিষ্কৃত হইয়া সভ্য জগতের হস্তে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের স্থান নির্দ্দেশে অনেক

সুবিধা হয়। পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠেই ফরাসী দেশীয় সুপণ্ডিত জুলিয়েন স্থির করেন যে, পাটনার সন্নিকটস্থ কোন স্থানই পাটলিপুত্র। কিন্তু, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় কতিপয় কর্ম্মচারী মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, পুরাতন পাটলিপুত্র বর্ত্তমান পাটনার অতি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল; কিন্তু, বর্ত্তমান সে স্থান গঙ্গা গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। ১৮৭৮ সনে প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব নির্দ্দেশ করেন যে পাটলিপুত্র গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হয় নাই।

তৎপরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ওয়াডেল স্থির করেন যে, অশোকের প্রাসাদ এবং অন্যান্য কীর্ত্তিগুলি গঙ্গার দক্ষিণেই অবস্থিত ছিল। ১৮৯৪ সনে ডাক্তার ওয়াডেলের তত্ত্বাবধানে ও তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী পাটলি-পুত্রের খনন আরম্ভ হয় এবং অনেকগুলি নিদর্শন পাওয়া যায়।

ওয়াডেল সাহেবের পরে ডাক্তার সি, আর, উইলসন ও ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীনে কিছুকাল খনন কার্য্য চলিতে থাকে এবং তাহাতেও অল্পবিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়।

গত বৎসর হইতে কোটীপতি রতন তাতার বদান্যে ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনারের কর্ত্তৃত্বে পাটলিপুত্রে পুনরায় খনন আরম্ভ হইয়াছে এবং নগরের ভগ্নাবশেষ এবং অন্যান্য বহুদর্শনীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, পাটলিপুত্র গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হয় নাই।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত

টীকা (১)

ত্রিপিটক—বৌদ্ধশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত—বিনয় পিটক, সূত্র-পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক।

বিনয়পিটক—আচার, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, সঙ্ঘের নিয়মাবলী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান (প্রাতিমোক্ষ) এই পিটকের অন্তর্গত।

সূত্র পিটক—বুদ্ধের উপদেশ। সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—দীর্ঘ নিকায় (দীর্ঘ সূত্র সংগ্রহ), মধ্যম নিকায় (মধ্যম সূত্রসংগ্রহ), সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় (বিবিধ সূত্র সংগ্রহ), ক্ষুদ্রক নিকায়। ধর্ম্মপদ, জাতক প্রভৃতি এই ক্ষুদ্রক নিকায়ের অন্তর্গত।

অভিধর্ম্ম পিটক (দর্শন)—ধর্ম্ম সঙ্গনি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা ইত্যাদি এই পিটকের অন্তর্গত।

ত্রিপিটকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত-বিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে।

মহাযান ও হীনযান—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান দুই মার্গ। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুই শাখার সৃষ্টি হয় নাই। রাজা

১। এইগুলি মূল পুস্তকের কতকাংশ মুদ্রিত হইবার পরে হস্তগত হওয়াতে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হইল।

কনিষ্কের সময় হইতে এই শাখাভেদের সূত্রপাত হয়। নরপতি কনিষ্ক সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পালি শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ-শাস্ত্র-রচনার আদেশ করিলেন। সেই আদেশানুসারে জালন্ধর সভায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষ্যত্রয়—সূত্রপিটক, বিনয় বিভাষা ও অভিধর্ম্ম বিভাষা সংস্কৃতে বিরচিত হয়। কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র মহাযান নামে অভিহিত এবং তাহার প্রতিপক্ষ মত হীন-যান বলিয়া পরিগণিত। সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে যে, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে হীনযান মত প্রচলিত; চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বতীয় উত্তর খণ্ডের বৌদ্ধগণ মহাযান মতাবলম্বী। এই দুই শাখার মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়।

বুদ্ধতত্ত্ব বিষয়েও ইহাদের অনেক মতভেদ। হীনযান মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি বুদ্ধ উদয় হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে একবিংশতি বুদ্ধ, বর্ত্তমান-কল্পে চারি বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ভাবি বুদ্ধ। সূত্র পিটকের অন্তর্গত বুদ্ধবংশে এই সকল বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে এবং জাতক ভাষ্যে তাঁহাদের আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

মহাযান গ্রন্থে বুদ্ধ কল্পনার আরও বিস্তৃত বিচিত্র গতি। বুদ্ধ-পূজা ত আছেই; তদ্ব্যতীত অসংখ্য অসংখ্য বোধিসত্ত্ব মহাযানীদের আরাধ্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এদিকে যেমন মানুষী বোধিসত্ত্ব নির্ম্মিত হইয়াছেন, বোধিসত্ত্বের বেলায় তেমন মহাযানীরা কল্পনার "লাগাম" ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুদ্ধ বিষয়েও সেইরূপ। মহাযান মতানুসারে সমুদায়ে কত বুদ্ধ স্থির করা কঠিন। ললিত বিস্তর ও অপরাপর গ্রন্থে ১৪৩ জন তথাগতের নাম পাওয়া যায়।

প্রত্যেক-বুদ্ধ—যাঁহারা শ্রাবক অর্হৎ অপেক্ষা জ্ঞানধর্ম্মে উচ্চতর পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রত্যেক বুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন; অথচ তাঁহাদের জ্ঞান আপনাতেই বদ্ধ—অন্যকে বিতরণ করিবার যোগ্যতা নাই। তাঁহারা মহাবুদ্ধের সমকক্ষ নহেন; অতএব, তথাগত সুগত, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বুদ্ধ উপাধিধারণের যোগ্য নহেন।

বোধিসত্ত্ব—প্রত্যেক-বুদ্ধের উপরের শ্রেণীতে বোধিসত্ত্বের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বের ভিতরে ভিতরে বুদ্ধত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে; কালক্রমে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধত্বে পরিণত হয়। বুদ্ধেরা পুর্ব্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ সত্যধর্ম্ম পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে উদয় হইবেন, তিনিও এক্ষণে বোধিসত্ত্বরূপে বিরাজমান।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ—তুষিত স্বর্গ—বৌদ্ধ শাস্ত্রে স্বর্গ নরক কল্পনা অদ্ভুত প্রকার। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড চক্রবালে পরিপূরিত। প্রত্যেক চক্রবালে ছয় প্রকার জীবের বাসযোগ্য একটী সত্ত্বলোক স্তরে স্তরে বিনির্ম্মিত; তাহাদের মধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত। পাতালে ১৩৬ নরক বিভিন্ন জাতীয় পাতকীকুলের জন্য নির্ম্মিত। তাহাদের মধ্যে বুদ্ধদ্বেষীদের জন্য "অবীচি" নরক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। নরকের উপরিভাগে চারি প্রকার কামলোক—১ পশুলোক, ২ প্রেতলোক, ৩ অসুর লোক, ৪ নরলোক। তদুপরি ছয় দেবলোক। প্রথম দিক্‌পালের স্বর্গ, দ্বিতীয় ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ, তৃতীয় যমলোক, চতুর্থ তুষিত স্বর্গ। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটী স্বর্গ আছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ—ইন্দ্রের অমরাপুরী। সেখানে ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ

দেবতাদের সঙ্গে রাজত্ব করেন। বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে এই স্বর্গে আরোহণ করেন।

তুসিত স্বর্গ—বোধিসত্বধাম। মৈত্রেয় ইঁহার অধিপতি। উত্তর দক্ষিণ উভয় সম্প্রদায়ী বৌদ্ধেরাই মৈত্রেয়কে মানিয়া চলিতেছে। তিনি করুণার সাগর, সৌন্দর্য্যের সার, প্রিয়দর্শী, মধুরভাষী। অনেকানেক সিংহল-বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের প্রতিমূর্ত্তি পাশাপাশি অবস্থাপিত। ভক্তগণ মৃত্যুশয্যায় মৈত্রেয়ের তুষিত-স্বর্গ লাভের জন্য প্রার্থনা করেন (২)।

২। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ মহাযান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"The appearance of Buddha among a crowd of heterogeneous deities would have appeared strange, in fact would have been inconceivable to Asoka, while it seemed quite natural to Kanishka. The newer Buddhism of his day, designated as the Mahayana or Great Vehicle was largely of foreign origin, and its development was the result of the complex inter-action of Indian, Zoroastrian, Christian, Gnostic and Hellenic elements which had been made possible by the conquests of Alexander, the formation of the Maurya empire in India and above all by the unification of the Roman world under the sway of the earlier emperors. In this newer Buddhism the Sage Gautama became in practice, if not in theory, a god with his ears open to the prayers of the faithful, and served by a hierarchy of Boddhisttas and other beings acting as mediators between him and sinful men" (Vincent Smith: Early History of India) সম্পাদক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

চতুর্থ পরিশিষ্ট

পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রমণ পুর্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত

সুরঙ্গম সূত্র।—To-shaw-shew-lau-yeu-san-mei-kiu বুদ্ধভাষিত-সুরঙ্গম-সমাধি-সূত্র। ইহা মহাজান সূত্রপিটকের মহাসন্নিপাতের অন্তর্গত। বুন-ই উ-নানজিও বলেন যে ইহা ৩৮৪-৪১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সেন বংশ রাজত্ব করেন, তাঁহাদেরই রাজত্বকালে ইহা অনুবাদিত হয়।

স্রোতাপন্ন ও অনাগামিন।—বুদ্ধের শিষ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা পৃথগ্‌জন (সাধারণ শিষ্য) ও আর্য্যশ্রাবক। শেষোক্তগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) স্রোতাপন্ন (২) সকৃদাগামী, (৩) অনাগামী (৪) অর্হৎ। স্রোতাপন্ন,—স্রোত + আ + পদ + ক্ত = স্রোতপ্রাপ্ত বা স্রোতাগত। স্রোত অর্থে এইস্থানে নির্ব্বাণ-স্রোত বুঝায়। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি অধোগামী না হইয়া সপ্তজন্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। যিনি পৃথিবীতে আগমন না করিয়া ব্রহ্মলোকে নির্ব্বাণ লাভ করেন, তিনিই (ন + আগামী) অনাগমী।

সর্ব্বাস্তিবাদ।—ভিক্ষুদের সম্প্রদায় বিশেষ। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর প্রথম সঙ্গীতি হইতে তাঁহার শিষ্যগণ "থেরবাদ" (স্থবির বাদ) নিকায় নামে পরিচিত ছিলেন। পরিনির্ব্বাণের দুইশত বৎসর পরে 'থেরবাদ' 'বজ্জিপুত্তক' ও 'মাহিংসাসক' নামে দুই দলে বিভক্ত হয়। পুনর্ব্বার 'মহিংসাসক' দল "সব্বাত্থিবাদ" (সর্ব্বাস্তিবাদ) ও "ধর্ম্মগুত্তিক" দলের সৃষ্টি করে।

বিশাখামাতা।—বিশাখা বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান গৃহী উপাসিকা ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে মাতৃস্থানে স্থাপন করিয়া মাতৃসম্বোধন করিতেন বলিয়া তিনি বিশাখা মাতা নামে কথিতা হন। বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিশাখার সেবায় এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁহারা তাহাকে 'মা' বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

যতি ও শ্রামণের।—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বলা হয়। বিশেষতঃ শ্রামণের = শ্রমণের অপত্য। বিংশতি বর্ষ বয়স পূর্ণ না হইলে কাহাকেও শ্রমণ করা হয় না। তৎপূর্ব্বে কেহ ইচ্ছা করিলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ১০ শীল পালন করিতে পারে। এইরূপ ১০ শীল পালনকারী প্রব্রজিতকে শ্রামণের বলা হয়।

সুবর্ণ গদা।—সুবর্ণ বজ্র। কথিত হয় যে, নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্বের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বজ্রপাণি তাঁহার সুবর্ণ-গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বজ্রপ্রাপ্ত হইয়া নাগার্জ্জুন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব (সত্য) অবগত হন।

মাহিশাসক।—মহিংসাসক, উপরে সর্ব্বাস্তিবাদ দ্রষ্টব্য।

ছো-জীর যাদুবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান।—ছো-জী প্রসিদ্ধ চৈনিক দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি মায়াবাদী (Idealist) ছিলেন। জাতিতে তিনি মঙ্গোলীয়ান। তাঁহার বিশুদ্ধ দার্শনিক মত তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বিকৃত হইয়া ধর্ম্মমতে পরিণত হয়। হান বংশের রাজত্ব সময়ে অর্থাৎ ২৫ হইতে ২২০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সংসার ত্যাগ করিয়া ছো-জীর মত অবলম্বন করেন এবং এক প্রকার যাদুবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া নানাবিধ তন্ত্র-মন্ত্রের দ্বারা রোগ আরোগ্য করিত। এক সময়ে এই দলের সহিত বৌদ্ধদের বিবাদ হইয়াছিল।

ঠিক কোন্ সময়ে ছো-জী আবির্ভূত হইয়াছিলেন ঠিক করিয়া বলা

যায় না। তবে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মোসির (Moshi or Mencius) সমসাময়িক লোক ছিলেন। ৩৬২ খৃঃ পূঃ হইতে ৩২১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কিউ বংশের সম্রাট কেন্নের রাজত্বকাল। ছো জীর অপূর্ব্ব জ্ঞানের বিষয় শুনিয়া কেন্ন স্বীয় রাজত্বের ত্রিংশৎ বৎসরে তাঁহাকে আনিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিয়াল্লিশ প্রশ্ন।—To-Shwo-sz'-Shi-'rh-kān-kin. Sutra of Forty-two sections spoken by Buddha—বুদ্ধ ভাষিত ৪২ কল্পসূত্র নামে চীন ত্রিপিটকে একসূত্র আছে। পূর্ব্ব হানবংশের ৬৭ বৎসরে কাশ্যপ মাতঙ্গ ইহা অনুবাদিত করেন। ২৫ খৃঃ পূঃ হইতে ২২০ খৃঃ পূঃ পর্যান্ত এই বংশ রাজত্ব করেন।

পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে ও দেখা যায় যে ইন্দ্র ভগবান বুদ্ধকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ভগবান সে প্রশ্নের উত্তর দিয়া ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেন।

সঙ্গীতিত্রয়।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ভিক্ষুগণ রাজগৃহ, বৈশালী ও পাটলীপুত্র এই তিন স্থানে তিনটী মহাসভার অনুষ্ঠান করিয়া বুদ্ধের বাক্য-সমূহ আবৃত্তি এবং গ্রন্থাকারে বিভক্ত ও সজ্জিত করেন। এই সকল সভা সঙ্গীতি নামে পরিচিত। কারণ বুদ্ধ বাক্য সমূহ এই সকল সঙ্গীতিতে সমস্বরে আবৃত্তি করা হইয়াছিল।

প্রথম সঙ্গীতি।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক সপ্তাহ পরে সুভদ্র নামক একজন বৃদ্ধ প্রব্রজিত ভিক্ষুগণকে ভগবানের দেহত্যাগে শোক ও বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল "তোমরা কেন বৃথা শোক করিতেছ? আমরা এতদিন মহাশ্রমণ গৌতম কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইতেছিলাম। এটা তোমাদের করা উচিত, ওঠা করা অনুচিত ইত্যাদি বলিয়া আমাদের উপর উপদ্রব করিত। এখন আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিব।"

ইহা শুনিয়া মহাকশ্যপ নামে ভগবানের তথনকার প্রধান শিষ্য ভাবিলেন ইতিমধ্যে মূর্খ লোকে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরে ভগবানের উপদেশের নানা প্রকার কদর্থ হইবে এবং ইহাতে লোকের নানা সন্দেহ জন্মিবে। সুতরাং এক সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া বুদ্ধবাক্য সমূহ সঙ্গায়ন করা উচিত। মহারাজ অজাতশত্রুকে এই বিষয় জানাইলে তিনি সন্তোষের সহিত তাহা অনুমোদন করেন এবং রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে বিরাট মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া সভাস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বয়সে ও গুণে মহাকশ্যপ ভিক্ষুগণের জ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তিনি সভাপতি মনোনীত হইলেন। বহু সহস্র ভিক্ষু সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্য হইতে প্রতিসম্ভিদা ও ষড়ভিজ্ঞা প্রাপ্ত, ধর্ম্ম ও বিনয়ধর এবং ত্রিপিটকে সুপণ্ডিত ৫০০ ভিক্ষু সঙ্গায়নের জন্য মনোনীত হইলেন। মহাকশ্যপ স্থবির উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি ধর্ম্মাসনে বসিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

সেইরূপ আনন্দকে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন করা হয়। তিনি ও সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাদের মুখে মুখে আবৃত্তি

করিয়া ধর্ম্মবিনয় ঠিক করেন। এই হইতে কেহ ইচ্ছামত কোন বিষয়কে বুদ্ধবাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের তিন মাস পরে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং ৭ মাসে সভার কার্য্য শেষ হয়। বলাবাহুল্য যে আমরা এখন যে আকারে ত্রিপিটক প্রাপ্ত হই তাহা প্রথম সঙ্গীতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সঙ্গীতি।

প্রথম সঙ্গীতির পর একশত বৎসর বুদ্ধ শাসন নির্ব্বিঘ্নে প্রবর্ত্তিত ছিল। তৎপর বৈশালীবাসী বজ্জিপুত্তকা (বৃজী জাতীয়) ভিক্ষুগণ বিনয়ের নিয়ম লইয়া গোলমাল আরম্ভ করেন। ভগবানের অননুমোদিত ১০টী বিষয় তাঁহারা ভিক্ষুসংঘে প্রচলিত করিতে চাহেন। শীলবান ও শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুগণ অনুমোদন না করিলেও তাঁহারা ইচ্ছামত বিনয় বহির্ভূত কাজ করিতে থাকেন। এমন কি যে স্বর্ণ রৌপ্যাদি গ্রহণ ভগবান কখন ও অনুমোদন করেন নাই তাহাও নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যে স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণাদি করিতে লাগিলেন।

একদা আয়ুষ্মান যশঃ স্থবির বৈশালীতে ভ্রমণ করিতে গিয়া তথাকার ভিক্ষুগণের ঈদৃশ কদাচার অবলোকন করেন। এবং তিনি কৌশাম্বী, পাবা, অবন্তি ও দক্ষিণাপথবাসী ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জ্ঞাপন করেন। তখন রেবত নামে একজন ভিক্ষু সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মেধাবী, শীলবান, ধর্ম্ম-বিনয়ধর ও বহুশ্রুত ছিলেন। যশঃ স্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে এই বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং এই বিবাদ গুরুতর জানিয়া ইহার মিমাংসার জন্য

বৈশালীতে গমন করা উচিত বিবেচনা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রেবত প্রশ্ন করেন এবং সর্ব্বকামী উত্তর প্রদান করেন। এই সভায় ৭০০ অর্হৎ সমবেত হইয়াছিলেন। যে দশটী বিষয় লইয়া বৈশালীর বজ্জিপুত্তকা ভিক্ষুরা বিবাদ আরম্ভ করেন এই সভায় সে দশটী বিষয় ধর্ম্ম বিনয় বহির্ভূত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তৃতীয় সঙ্গীতি।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর বৈশালীর বজ্জি পুত্তকা ভিক্ষুগণ এক স্বতন্ত্র দল স্থাপন করিয়া পাপাচারে রত রহিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় দশ সহস্র ছিলেন। এই দল আবার দুই দলে বিভক্ত হইল। তারপর ইহাদের এক দল হইতে অপর দুইদল উৎপন্ন হইল। ক্রমে পরিনির্ব্বাণের পর দুই শত বৎসরে ১৮টী ভিক্ষু দল উৎপন্ন হইল।

ভগবানের পরিনির্ব্বাণের ১৮ বৎসর পরে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষুগণের সেবার জন্য অজস্র দান দিতে থাকেন। ভিক্ষুগণের লাভ ও সৎকারের সীমা রহিল না। অপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা প্রমাদ গনিলেন। তাঁহাদের ভিক্ষাও দুর্লভ হইল। ভিক্ষুগণের প্রচুর লাভ সৎকার দর্শনে অনেকে ভিক্ষুবেশে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মিথ্যা দৃষ্টিক অন্যতীর্থিয়গণে বিহার পূর্ণ হইয়া গেল। ধর্ম্মবিনয় লোপ পাইতে বসিল। ভিক্ষুগণ উপোসথ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিলেন।

মহারাজ অশোক ইহা জানিতে পারিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন।

মোগ্গলীপুত্ত তিস্স নামক একজন অর্হৎ তখন ভিক্ষুদের নেতা ছিলেন। অশোক মহারাজ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সংঘ বিশুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি অশোকের সাহায্যে সমস্ত পাপ-ভিক্ষুগণকে বিতাড়িত করিয়া পণ্ডিত ও ধর্ম্মবিনয়ধর ভিক্ষুগণকে লইয়া তৃতীয় সঙ্গীতির অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় সহস্র অর্হৎ উপস্থিত ছিলেন। অপর সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়া, সমত স্থাপন করিয়া সহস্র সূত্র প্রণয়ন করিয়া সে সভায় মোগ্গলীপুত্ত তিস্স মহাথের (মহাস্থবির) অভিধর্ম্ম পিটকের সপ্তম প্রকরণ কথাবথু প্রকরণ প্রণয়ন করেন। পূর্ব্ব সঙ্গীতিদ্বয়ের ন্যায় এই সঙ্গীতিতে ও অপরের অবিশুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া কেবল বুদ্ধবাক্য মাত্র সঙ্গীত ও ত্রিপিটকাকারে সজ্জিত হইয়াছিল। এখন আমরা যে ত্রিপিটক পাই তাহা এই সঙ্গীতিত্রয়ে সংগৃহীত। অন্য পিটকে দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধগণের শ্রদ্ধা নাই।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	তক্ষশীলা	তক্ষশিলা
৩৩,৩৫	নাগর হরায়	নগর হারে
৩৯	গোশীর (পাদটীকা)	গোশীর্ষ
৪৭	মহামুগল	মহামৌদ্গল্যায়ন
৫২	মুগলান	মৌদ্গল্যায়ন
৬৯	সাহারা মাহাটের	সহেত মাহেতে
৯২	পঞ্চশিখাকে	পঞ্চশিখকে
„	ইন্দ্রশীলা	ইন্দ্রশিলা
১৩৭	মহিশাশক	মহীশাসক

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—"আপনার এই পুস্তকগুলি নিজগুণেই সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।"

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—"You are certainly doing a service to the Bengali-knowing people."

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"No where in any other country has such an attempt been undertaken by a single scholar."

ভাইসচ্যান্সেলারগণের অভিমত—

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"এই পুস্তক আপনার পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও রচনা নৈপুণ্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহার্ঘরত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

২। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—"তোমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহা অতি সুন্দর হইবে।"

৩। ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—"তোমার বই অত্যন্ত আহ্লাদ ও মনোযোগের সহিত পড়িতেছি এবং সংবাদপত্র সমূহে ইহার ভূয়সী প্রশংসা দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।"

হাইকোর্টের জজদিগের অভিমত

১। স্যার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার জন্য বিশেষরূপে প্রশংসার্হ।"

২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী—"ইহা আমি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। ইহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অতি মূল্যবান সংগ্রহ।"

৩। শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র—"ভাষার গৌরব বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইল।"

২৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই গ্রন্থাবলীর মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইবে।